পরিচয়

সাংবাদিকতায় সততা ও সাহসের প্রতীক ৩৩ বছর ধরে প্রকাশিত

New York Vol. 33, Issue 1655, Saturday, November 15, 2025 FREE www.parichoy.com

বিএনপির দাবী মেনে নির্বাচনের দিনেই গণভোট

- জাতির উদ্দেশে ভাষণে প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূস

বিস্তারিত ০৯ পৃষ্ঠায়

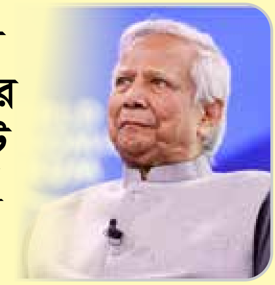

আরো আছে...

- সীমান্ত সংঘাতের আবহে ভারতে যাচ্ছেন বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা- ৫ম পাতায়
- বাংলাদেশে ঘরে বাইরে টার্গেট কিলিংয়ে তোলপাড় - ৫ম পাতায়
- এপস্টিনের ই-মেইল ফাঁস: ‘ভুক্তভোগী মেয়েদের বিষয়ে জানতেন ট্রাম্প, একজনের সঙ্গে ছিলেন ঘণ্টাখানেক- ৬ষ্ঠ পাতায়
- যুক্তরাষ্ট্রের ছাত্র রাজনীতিতে নয়া ইতিহাস! জয়ী ইজরায়েল বিরোধী আন্দোলনের মুখ কমিউনিস্ট তরুণী - ৬ষ্ঠ পাতায়
- আল শারাকে পারফিউম ছিটিয়ে ট্রাম্পের প্রশ্ন‘ড় কয়জন স্ত্রী তোমার?’- ৭ম পাতায়
- ক্ষমতা গ্রহণের পর জনপ্রিয়তা সর্বনিম্নে, যুক্তরাষ্ট্রের ৫৮% মানুষ ট্রাম্পে অসন্তুষ্ট- ৭ম পাতায়
- ক্যালিফোর্নিয়ায় ১৭ হাজার অভিবাসীর ড্রাইভিং লাইসেন্স বাতিল- ৭ম পাতায়
- হাসিনা-পরবর্তী বাংলাদেশেও মানবাধিকার লঙ্ঘন নিয়ে উদ্বেগ, জার্মান বেতার ডয়চে ভেলের রিপোর্ট - ৮ম পাতায়
- ‘হাসিনা কেন ভারতে সংবাদমাধ্যমকে সাক্ষাৎকার দিচ্ছেন?’ ইউনূস সরকার ভারতীয় দূতকে ডেকে আপত্তি জানাল- ৮ম পাতায়

ক্রমাগত বাড়ছে খাদ্যপণ্যের দাম! অসন্তোষ সামলাতে গরুর মাংস-কলা ও কফিসহ বিভিন্ন পণ্য শুল্ক প্রত্যাহার ট্রাম্পের

বিস্তারিত ০৫ পৃষ্ঠায়

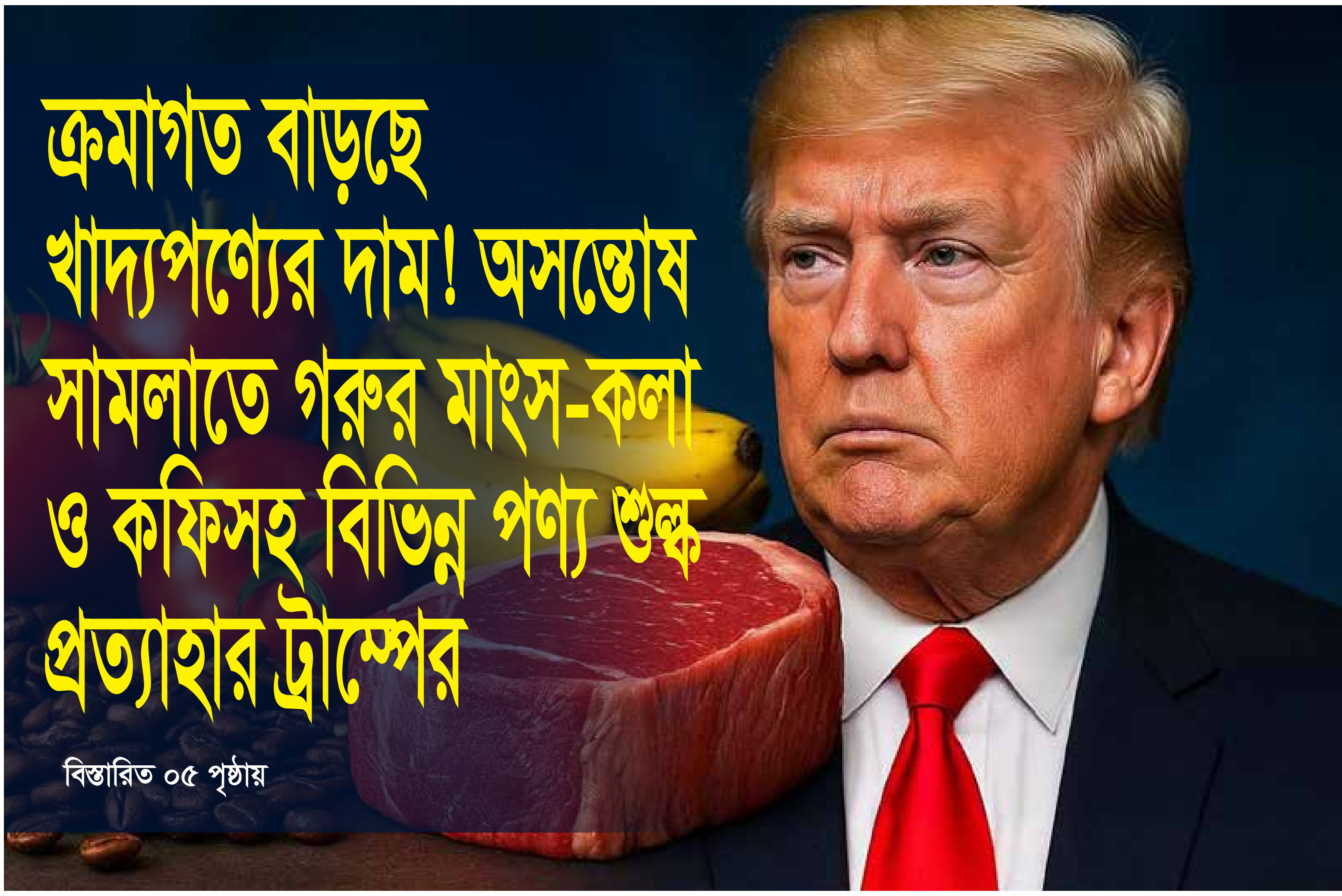

সিঙ্গেল’ থাকার প্রবণতা যেভাবে বদলে দিচ্ছে বিশ্বকে

বিস্তারিত ০৫ পৃষ্ঠায়

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
- প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
- পাবলিক অকশনের বাড়ি
- ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
- শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি

কল করুন:
৫১৬ ৪৫১ ৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com

Nurul Azim

বারী হোম কেয়ার
Passion for Seniors of NY Inc.
চলমান কেস ট্রান্সফার করে বেশী ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার সুবর্ণ সুযোগ নিন
আমরা HHA ট্রেনিং প্রদান করি
আমরা HHA, PCA & CDPAP সার্ভিসেস প্রদান করি
মেডিকেইড প্রোগ্রামের আওতায় আপনজনের সেবা করে ঘরে বসে বছরে সর্বোচ্চ আয় করুন $৫৫,০০০
চাকুরী দরকার? আমরা কেয়ারগিভার চাকুরী প্রদান করি, কোন সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নাই

Asef Bari (Tutul) C.E.O
Email: info@barihomecare.com www.barihomecare.com Cell: 631-428-1901

JACKSON HEIGHTS OFFICE:
72-24 Broadway, Lower Level, Jackson Heights NY 11372 | Tel: 718-898-7100
JAMAICA
169-06 Hillside Ave, 2nd Fl, Jamaica NY 11432 Tel: 718-291-4163
BRONX
2113 Starling Ave., Suite 201 Bronx NY 10462 Tel: 718-319-1000
LONG ISLAND
469 Donald Blvd, Holbrook NY 11741 Tel: 631-428-1901

Law offices of KIM & ASSOCIATES P.C
Attorneys at Law
Accident cases
এক্সিডেন্ট কেইসেস
Kwangsoo Kim, Esq
Attorney at Law
Eng. Mohammad A Khalek
Cell : 917-667-7324
Law Offices of KIM & Associates P.C
আমরা বাংলায় কথা বলি

CHAUDRI CPA P.C.
FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING
- Income Tax
- Sales Tax
- Payroll
- Business Tax & Audit
- Business Setup
- IRS Tax Problem resolution

718-429-0011, 347-771-5041
484-818-9716 C: 347-415-4546
74-09 37th Ave, Bruson Building
Suite # 203, Jackson Height, NY 11372
E-mail: info.chaudricpa@gmail.com | chaudricpa@gmail.com

আমরা PCA, HHA সার্ভিস দিয়ে থাকি
Aasha Home Care LHCSA
(718) 776-2717
(646) 744-5934

সাপ্তাহিক পরিচয় এর বিজ্ঞাপনদাতাদের পৃষ্ঠপোষকতা করুন

আলাদীন
Aladdin
Tel: 718-784-2554

সাপ্তাহিক পরিচয়ে বিজ্ঞাপন দিতে চাইলে যোগাযোগ: ৯১৭-৭৪৯-১১৭৯

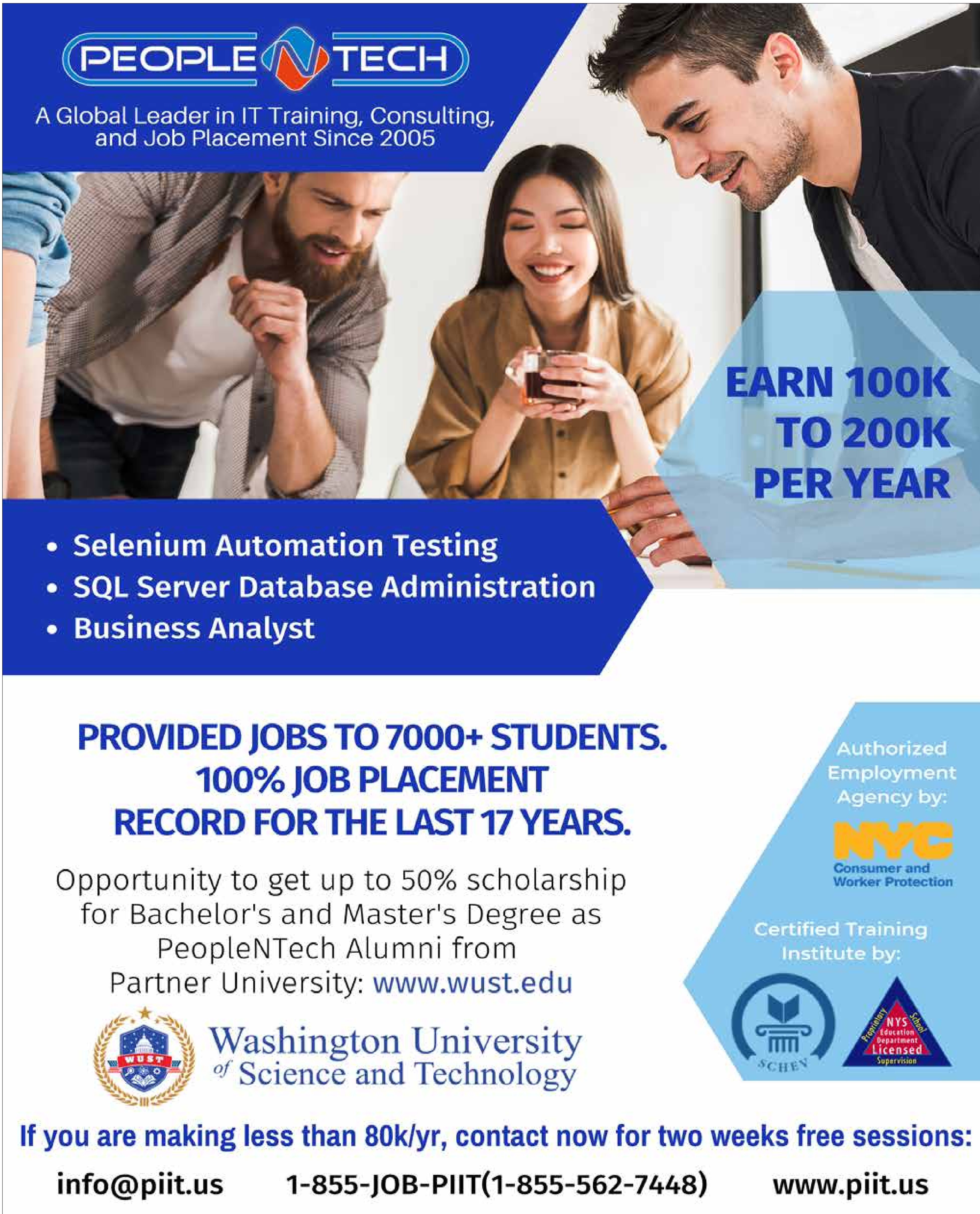
PEOPLE N TECH
A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005
EARN 100K TO 200K PER YEAR
• Selenium Automation Testing
• SQL Server Database Administration
• Business Analyst
PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS. 100% JOB PLACEMENT RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.
Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu
WUST
Washington University of Science and Technology
Authorized Employment Agency by:
NYC
Consumer and Worker Protection
Certified Training Institute by:
SCHEV
Proprietary School NYS Education Department Licensed Supervision
If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:
info@piit.us
1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448)
www.piit.us

হাতের মুঠোয় পরিচয় পড়ুন

নিরাপদে থাকুন

ই-ভার্সন পেতে আপনার ইমেইল এড্রেস পাঠিয়ে দিন

parichoyny@gmail.com

কে কি বললেন

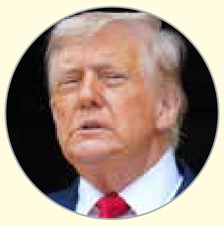

● 'আমেরিকায় এসো, প্রশিক্ষণ দাও, ফিরে যাও!' -বিদেশিদের এইচ-১বি ভিসা প্রদানে ফের নয়া নীতি প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প

● আওয়ামী লীগ নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে না - ঢাকা সফররত যুক্তরাজ্যের মন্ত্রীকে বাংলাদেশের অন্তবর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনুস

● বক্তৃতাটা শুনি নাই, এ মুহূর্তে মতামত দিতে চাই না- একই দিনে নির্বাচন ও গণভোট প্রসঙ্গে বাংলাদেশের প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন

● গেজেটে প্রকাশিত বেশিরভাগ বিধান অসাংবিধানিক হওয়ায় এটি একটি সাংবিধানিক জটিলতা তৈরি করেছে। রাষ্ট্রপতি সংবিধানের পরিপন্থী কোনো অধ্যাদেশ জারি করতে পারবেন না', ফলে দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট সংসদ প্রবর্তন হলে একটি ঝুলন্ত সংসদ তৈরি হতে পারে -সংবিধানের ৯৩ অনুচ্ছেদের উদ্ধৃতি দিয়ে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার শাহদীন মালিক

● এই (ড. ইউনুস) সরকারের সংবিধান বদল বা সংস্কারের কোনো আইনি এখতিয়ার নেই। সরকারের বৈধতার তর্ক এখনো অমীমাংসিত। অন্যদিকে সরকার সংবিধান রক্ষার শপথ নিয়েই ক্ষমতায়। তাই তথাকথিত জাতীয় সনদের কোনো সাংবিধানিক তাৎপর্য নেই। একইভাবে গণভোট দেওয়ার এখতিয়ারও উপদেষ্টা সরকারের নেই। যেখানে উপদেষ্টা সরকারের বৈধতা প্রশ্নবিদ্ধ, সেখানে গণভোট কিসের? - - কবি, চিন্তক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক ফরহাদ মজহার

● 'প্রতিশোধের রাজনীতি করব না, যত মামলা আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে সব তুলে নেব - বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর

● বিএনপি রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পেলে সংবিধানে 'আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস' পুনর্বহাল করা হবে, যারা আল্লাহর রাসুলকে মানে না তারা মুসলিম হতে পারে না। এরসঙ্গে বিএনপি একমত-বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ

ক্রমাগত বাড়ছে খাদ্যপণ্যের দাম! অসন্তোষ সামলাতে গরুর মাংস-কলা ও কফিসহ বিভিন্ন পণ্য শুল্ক প্রত্যাহার ট্রাম্পের

পরিচয় ডেস্ক: দ্রব্যমুল্যের উর্ধগতিতে অসন্তোষ বাড়ছে মানুষের মনে। শুল্ক যুদ্ধের ফল যে ভালো হচ্ছে না, তা বিলক্ষণ বুঝতে পারছেন প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্প। আমেরিকায় ক্রমাগত বাড়ছে খাদ্যপণ্যের দাম। অসন্তোষ বাড়ছে মানুষের মনে। অবস্থা সামাল দিতে নতুন নির্দেশে সই করলেন প্রেসিডেন্ট। শুল্ক প্রত্যাহার করলেন নির্দিষ্ট কিছু জিনিসের উপর।

১৪ নভেম্বর শুক্রবার ডোনাল্ড ট্রাম্প গরুর মাংস, কফি এবং আম-কলার মতো বিশেষ কিছু ফল-সহ বিভিন্ন পণ্যের উপর শুল্ক প্রত্যাহারের নির্দেশ দিয়েছেন। জানা গিয়েছে, এই সব পণ্যের দাম বেড়ে যাওয়ায় অসন্তোষ তৈরি হচ্ছিল সাধারণ মানুষের মধ্যে। ক্রমাগত বাড়তে থাকা অভিযোগ সামলাতেই এই পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে। এর পাশাপাশি, ট্রাম্পের নতুন নির্দেশে, চা, ফলের রস, কোকো, মশলা, কলা, কমলালেবু, টমেটো এবং কিছু সারের উপর থেকে শুল্ক কমানো হয়েছে। এর মধ্যে বহু পণ্য আমেরিকায় উৎপাদন হয় না। এগুলি বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়।

রাজনৈতিক মহলের ধারণা, শুধুমাত্র মূল্যবৃদ্ধি নয় এর পিছনে রয়েছে অন্য রাজনৈতিক কারণ। সাম্প্রতিক কিছু নির্বাচনে ডেমক্র্যাটদের জয়ে ট্রাম্পের বিশ্বাসের ভিত নড়ে গিয়েছে। ভার্জিনিয়া এবং নিউ জার্সির ভোটারদের কাছে অর্থনৈতিক সমস্যা সবথেকে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। এই ইঙ্গিত ট্রাম্প উপেক্ষা করতে পারেননি বলেই রাজনৈতিক মহলের ধারণা।

এপ্রিল মাসে, ট্রাম্প বিভিন্ন দেশের উপর শুল্ক *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

সিঙ্গেল’ থাকার প্রবণতা যেভাবে বদলে দিচ্ছে বিশ্বকে

পরিচয় ডেস্ক: তবে মুদ্রার অপর পিঠও রয়েছে। একা থাকাটা একদিকে যেমন মুক্তির স্বাদ দেয়, তেমনই তীব্র একাকীত্বও নিয়ে আসে। অনেক সিঙ্গেল মানুষই মুখে বলেন যে তারা এভাবেই খুশি, বিশেষ করে নারীরা। কিন্তু বিভিন্ন দেশের জরিপ বলছে, ৬০-৭৩% মানুষই আসলে একটি সম্পর্কে থাকতে চান।

মানব ইতিহাসের পাতায় চোখ রাখলে দেখা যাবে, জুটি বাঁধাটা কেবল সামাজিক প্রথা ছিল না, ছিল এক অপরিহার্য বাস্তবতা।তাই বিয়ে বা যেকোনো ধরনের *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

সীমান্ত সংঘাতের আবহে ভারতে যাচ্ছেন বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা

পরিচয় ডেস্ক: সীমান্ত সংঘাতের আবহে ভারতে যাচ্ছেন বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা খলিলুর রহমান। বাংলাদেশের অন্তবর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহম্মদ ইউনুসের ঘনিষ্ঠ সহযোগী বলে মনে করা হয় তাঁকে।

বাংলাদেশে হাসিনা সরকারের পতনের প্রভাব পড়েছে ভারতের সঙ্গে সম্পর্কে। ইউনুস সরকারের আমলে বাংলাদেশের সঙ্গেসখ্য বেড়েছে পাকিস্তানের। সম্প্রতি, চট্টগ্রাম বন্দরে নোঙর করে পাক নৌসেনার যুদ্ধজাহাজ ‘পিএনএস সইফ’। সম্পর্কের তিক্ততার মাঝেই এবার ভারতে আসছেন বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা খলিলুর রহমান। তবে কি সম্পর্ক মেরামতের চেষ্টা করছেন ইউনুস? প্রশ্ন উঠছে রাজনৈতিক মহলে।

জানা গিয়েছে, বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা খলিলুর রহমান আগামী সপ্তাহে ভারতে যাচ্ছেন। একটি আঞ্চলিক নিরাপত্তা সম্মেলনে অংশগ্রহণ করবেন তিনি। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান মহম্মদ ইউনুসের ঘনিষ্ঠ সহযোগী বলে মনে করা হয় তাঁকে। ২০২৪ সালের আগস্টে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শাসনের পতনের পর রহমান হবেন দ্বিতীয় বাংলাদেশি নেতা যিনি নয়াদিল্লি সফর করবেন। অন্তবর্তী প্রশাসনের অন্যতম প্রভাবশালী নেতা তিনি।

মনে করা হচ্ছে, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালের আমন্ত্রণে কলম্বো সিকিউরিটি কনক্লেভ *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশে ঘরে বাইরে টার্গেট কিলিংয়ে তোলপাড়

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের দেশের কোথাও আর নিরাপত্তা নেই- এ কথা বারবার বলছেন সাধারণ মানুষ। রাস্তায় টার্গেট করে গুলি, ঘরে ঢুকে কুপিয়ে হত্যা সবই ঘটছে প্রকাশ্যে। আধিপত্য বিস্তার, রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব আর ব্যক্তিগত বিরোধে প্রতিদিনই ঝরছে রক্ত। চলতি বছরের প্রথম নয় মাসেই খুন হয়েছেন ২ হাজার ৯১১ জন। রাজনৈতিক সহিংসতায় আহত হয়েছেন ৩ হাজার ৮৩৫ জন এবং নিহত ৯০ জন। খুনের ঘটনায় আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহারও চোখে পড়ার মতো বেড়েছে। আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে ‘ডেভিল হান্ট’ বা ‘চিরুনি অভিযান’কোনোটাই কাজে আসছে না। অপরাধ বিশেষজ্ঞদের মতে, খুনের নৃশংসতা মানুষের মধ্যে ভয় ছড়াতে ইচ্ছাকৃতভাবে বাড়ানো হচ্ছে। ঢাকায় ২৪ টুকরো লাশ উদ্ধারের মতো ঘটনা মানুষের মানসিক নিরাপত্তাকে ধাক্কা দিচ্ছে। তারা আরও জানান– জুলাই অভ্যুত্থানের সময় লুট হওয়া অস্ত্রের বড় অংশ উদ্ধার না হওয়া, অপরাধী গ্রেপ্তারের পর নির্বিচারে ছাড়া পাওয়া এবং পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা– এসব কারণে পরিস্থিতি দিন দিন ভয়াবহ হচ্ছে।

পরিসংখ্যান বলছে, ২০২০ সালের খুনের ঘটনা ঘটে ৩৫৩৯টি, ২০২১ সালে ৩২১৪টি, ২০২২ সালে ৩১২৬টি, ২০২৩ সালে ৩০২৩টি, ২০২৪ সালের ৪১১৪টি। তবে ২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থানের গেজেটভুক্ত শহীদের সংখ্যা ৮৬৪ জনকে বাদ দিলে সাধারণ নিহতের সংখ্যা দাঁড়ায় ৩২৫০ জনে। আর চলতি বছরের প্রথম নয় মাসে খুন হয়েছে ২৯১১ জন। এর মধ্যে গত সেপ্টেম্বর মাসে সারা দেশে ২৯৭ জন খুন হয়েছেন। অক্টোবর মাসে খুনের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩১৯ জনে। এই হিসাবে প্রতি আড়াই ঘণ্টায় খুন হচ্ছে একজন করে মানুষ।

সমাজবিজ্ঞানী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক ড. মো. তৌহিদুল হক আমাদের সময়কে বলেন, ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টির করতে নৃশংস ধরনের অপরাধ ঘটানো হচ্ছে। ৫ আগস্টের পর মব সন্ত্রাস থেকে শুরু করে অধিকাংশ অপরাধের ঘটনায় দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নিতে পারেনি আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। অপরাধীর রাজনৈতিক পরিচয় পাওয়া গেলে ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে দোদুল্যমান অবস্থায় দেখা যাচ্ছে। কী ধরনের ব্যবস্থা নেবে, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে সময় নিচ্ছে। কঠোর ও দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে না পারায় হত্যা ও ঘরবাড়ি দখলসহ বিভিন্ন ধরনের অপরাধ বাড়ছে। অপরাধ নিয়ন্ত্রণে আনতে না পারলে এর প্রভাব আগামী জাতীয় নির্বাচনে পড়বে। মানবাধিকার সংস্থা আইন ও সালিশ কেন্দ্রের *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

পরিচয়
BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

সম্পাদক: নাজমুল আহসান
Editor & Publisher: M. Najmul Ahsan
37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372, USA
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

এপস্টিনের ই-মেইল ফাঁস: ‘ভুক্তভোগী মেয়েদের বিষয়ে জানতেন ট্রাম্প, একজনের সঙ্গে ছিলেন ঘণ্টাখানেক’

পরিচয় ডেস্ক: ২০১৯ সালে একটি ইমেইলে এপস্টিন লিখেছিলেন, ট্রাম্প ‘ভুক্তভোগী মেয়েদের সম্পর্কে জানতেন’ এবং ‘বহুবার এপস্টিনের বাড়িতে এসেছিলেন’।

কুখ্যাত যৌন অপরাধী জেফরি এপস্টিনের সঙ্গে ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠতার নতুন তথ্য ফাঁস করলেন মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদের ডেমোক্র্যাট সদস্যরা। বুধবার প্রকাশিত এপস্টিনের ২০১১ সালের একটি ইমেইল বলছে, ট্রাম্প এপস্টিনের যৌন নির্যাতন ও ভুক্তভোগী নারীদের বিষয়ে জানতেন। এমনকি এপস্টিনের বাড়িতে একজন নারীর সঙ্গে ‘ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময়’ কাটিয়েছেন ট্রাম্প।

১২ নভেম্বর বুধবার মার্কিন কংগ্রেসে নতুন এক ডেমোক্র্যাট সদস্যের শপথ গ্রহণের মধ্যেই প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের জেফরি এপস্টিনের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে নতুন বিতর্ক শুরু হয়।

প্রকাশিত ইমেইলগুলো এপস্টিন, লেখক মাইকেল উলফ ও ব্রিটিশ সমাজসেবী ঘিসলেইন ম্যাক্সওয়েলের মধ্যে আদানপ্রদান করা হয়েছিল। এপস্টিনের যৌন পাচার চক্রে সহযোগিতার দায়ে ম্যাক্সওয়েল বর্তমানে

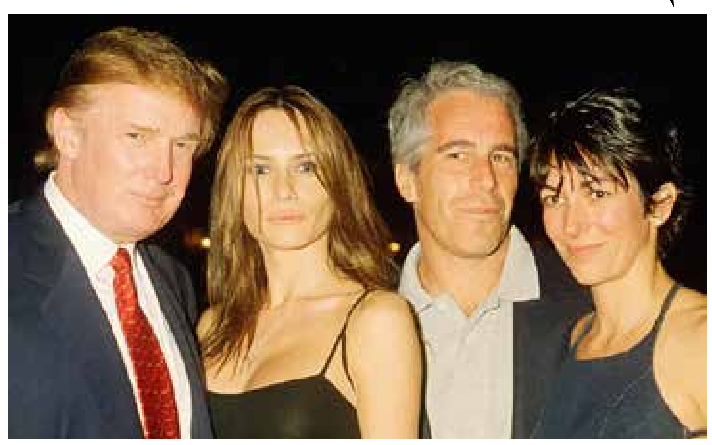

২০ বছরের কারাদণ্ড ভোগ করছেন।

২০১৯ সালে উলফকে পাঠানো একটি ইমেইলে এপস্টিন লিখেছিলেন, ট্রাম্প ‘মেয়েদের সম্পর্কে জানতেন’ এবং ‘বহুবার এপস্টিনের বাড়িতে এসেছিলেন’। আরেকটি ইমেইলে তিনি উল্লেখ করেন যে ট্রাম্প তার একজন ভুক্তভোগীর সঙ্গে ‘ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় কাটিয়েছিলেন’।

দিনের শেষ দিকে, রিপাবলিকানরা এপস্টিন-সম্পর্কিত প্রায় ২০ হাজার নথি প্রকাশ করে। এসব নথিতে ট্রাম্পের নাম বারবার উঠে এসেছে, তবে তার রাজনৈতিক জীবন বা যৌন আচরণের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে।

একটি কথোপকথনে, এপস্টিন ১৯৯৩ সালে ‘ডোনাল্ডকে তার এক ২০ বছর বয়সী বান্ধবী দিয়েছিলেন’ বলে উল্লেখ করেন। যদিও তিনি রসিকতা করছিলেন কিনা, তা স্পষ্ট নয়।

তবে এপস্টিনের যৌন পাচারের বিষয়ে জানার কথা বরাবরই অস্বীকার করেছেন ট্রাম্প। তিনি অভিযোগ করেন, রেকর্ড ৪৩ দিনের শাটডাউন পরিস্থিতি থেকে মনোযোগ সরাতেই ডেমোক্র্যাটরা এই ইমেইলগুলো প্রকাশ করেছে।

বিবিসি তথ্যচিত্রের জন্য দুঃখ প্রকাশ করলেও ট্রাম্পকে ক্ষতিপূরণ দিতে নারাজ

পরিচয় ডেস্ক: তুমুল সমালোচনার মুখে রোববার বিবিসির মহাপরিচালক টিম ডেভি এবং বিবিসি নিউজের প্রধান ডেবোরা টারনেস পদত্যাগ করেন।

তথ্যচিত্রে বিভ্রান্তিকর সম্পাদনার জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে ক্ষমা চেয়েছে বিবিসি। তবে ক্ষতিপূরণ দিতে রাজি না বলে জানিয়েছে সংবাদমাধ্যমটি।

গত বছর বিবিসির ‘প্যানোরামা’ অনুষ্ঠানের একটি পর্বে ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারির ট্রাম্পের বক্তৃতার বিভিন্ন অংশ একসঙ্গে জুড়ে দেখানো হয়েছিল। তথ্যচিত্রে বিভ্রান্তিকর সম্পাদনার অভিযোগে তিনি বিবিসিকে আইনি নোটিশ পাঠিয়েছেন। এতে তিনি অন্তত ১০০ কোটি ডলার ক্ষতিপূরণ দাবি করেছেন। তথ্যচিত্রটি ‘পূর্ণ ও ন্যায্যভাবে প্রত্যাহার’ করার জন্য বিবিসিকে ১৪ই নভেম্বর পর্যন্ত সময় বেঁধে দিয়েছে মার্কিন প্রেসিডেন্টের আইনজীবীরা।

বিবিসি বলেছে, সম্পাদনার কারণে ‘এই ভুল ধারণা তৈরি হয়েছিল যে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সরাসরি সহিংস কর্মকাণ্ডের জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন’। তারা আরও জানিয়েছে, ২০২৪ সালের এই অনুষ্ঠানটি আর প্রচার করা হবে না।

ট্রাম্পের আইনজীবীরা বিবিসিকে সতর্ক করে বলেন, সংবাদমাধ্যমটি যদি ভিডিও প্রত্যাহার না করে, আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমা না চায় এবং ক্ষতিপূরণ না দেয়, তবে তারা ক্ষতির জন্য ১ বিলিয়ন ডলার দাবি করে মামলা করবেন।

তুমুল সমালোচনার মুখে রোববার বিবিসির মহাপরিচালক টিম ডেভি এবং বিবিসি নিউজের প্রধান ডেবোরা টারনেস পদত্যাগ করেন।

গত সপ্তাহে ব্রিটিশ পত্রিকা ‘দ্য টেলিগ্রাফ’ একটি ‘অভ্যন্তরীণ প্রতিবেদনের’ বরাত দিয়ে এই ভুল সম্পাদনার বিষয়টি প্রকাশ করলে তা নিয়ে ঝড় ওঠে।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় প্রকাশিত সংশোধন ও স্পষ্টীকরণ বিভাগে বিবিসি জানায়, ট্রাম্পের বক্তৃতা কীভাবে সম্পাদনা করা হয়েছিল তা নিয়ে সমালোচনার পর প্যানোরামা পর্বটি পুনর্বিবেচনা করা হয়েছে।

তাতে বলা হয়, ‘আমরা স্বীকার করি যে আমাদের সম্পাদনা অনিচ্ছাকৃতভাবে এই ধারণা তৈরি বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়

ট্রাম্পের অনুরোধে এপস্টিনের সঙ্গে ক্লিনটন ও ব্যাংকগুলোর সম্পর্ক তদন্ত করবে যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ

পরিচয় ডেস্ক: কুখ্যাত যৌন নিপীড়নকারী ধনকুবের জেফরি এপস্টিনের সঙ্গে সাবেক প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনসহ কয়েকজন বিশিষ্ট ডেমোক্র্যাট এবং কয়েকটি বড় ব্যাংকের কথিত যোগসাজশ নিয়ে তদন্ত করবে মার্কিন বিচার বিভাগ। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প অ্যাটর্নি জেনারেল প্যাম বন্ডি এবং এফবিআইকে এপস্টিনের সঙ্গে ক্লিনটন ও অন্যদের ‘সম্পৃক্ততা এবং সম্পর্ক’ খতিয়ে দেখার অনুরোধ করেছেন।

অ্যাটর্নি জেনারেল প্যাম বন্ডি বলেছেন, বিচার বিভাগ ‘জরুরিভিত্তিতে এবং সততার সঙ্গে’ বিষয়টি খতিয়ে দেখবে। এই তদন্তের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য তিনি মার্কিন অ্যাটর্নি জে ক্লেটনকে নিয়োগ দিয়েছেন।

মার্কিন কংগ্রেস এপস্টিনের হাজার হাজার ইমেইল প্রকাশ করার কয়েকদিন পরই ট্রাম্প এই তদন্তের অনুরোধ জানালেন। প্রকাশিত সেইসব বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাষ্ট্রের ছাত্র রাজনীতিতে নয়া ইতিহাস! জয়ী ইজরায়েল বিরোধী আন্দোলনের মুখ কমিউনিস্ট তরুণী

পরিচয় ডেস্ক: নিউ ইয়র্ক সিটির মেয়র নির্বাচনে মামদানির পর মাত্র ২০ বছর বয়সি হান্নার সাফল্যে উজ্জীবীত আমেরিকার লাল পার্টি। নিউ ইয়র্কের মেয়র হিসেবে প্রথম ভারতীয় বংশোদ্ভূত, মুসলিম সমাজতান্ত্রিক নেতা জোহরান মামদানির জয় উদযাপন এখনও শেষ হয়নি। সেই সেলিব্রেশনকে আরও রঙিন করে তুলল আরেক কমিউনিস্টের জয়। মার্কিন ছাত্র রাজনীতিতে নয়া ইতিহাস গড়লেন কমিউনিস্ট তরুণী হান্না শভেৎস। ইজরায়েল বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম মুখ হান্না ইথাকা কমন কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে জয়ী হলেন। হারালেন নির্দল প্রতিদ্বন্দ্বীকে। মামদানির পর হান্নার জয়ে উচ্ছ্বসিত আমেরিকার কমিউনিস্টরা। মাত্র বছর কুড়ির তরুণী হান্না শভেৎস করনেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। ক্যাম্পাসে পা রেখেই রাজনীতিতে

হাতেখড়ি দিয়েছেন। আর দ্রুত তার ফসলও ঘরে তুললেন। যে ইথাকা কমন কাউন্সিলে জয়ী হয়েছেন হান্না, তার অনেকটাই এই করনেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত। ফলে ছাত্র রাজনীতিকে বেশ ভালোই প্রয়োগ করেছেন তরুণী। তাঁর প্রতিপক্ষ জি.পি জুরেন্ডা অবশ্য একসময় বামপন্থায় আস্থা রাখলেও পরবর্তীতে সে পথ থেকে সরে এসেছেন। নির্দল প্রার্থী হিসেবে লড়াই করেছিলেন কমন কাউন্সিলের ভোটে। হার মানতে হয়েছে কমিউনিস্ট হান্নার কাছে। ইথাকা কমন কাউন্সিলের নির্বাচনে ১০ আসনের মধ্যে চারটিতেই জয়ী হয়েছেন করনেল বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা। ফলে আমেরিকার এই অংশে বামপন্থীদের পুনরুত্থান একেবারে দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে বলে মত ওয়াকিবহাল মহলের একাংশের।

ক্ষমতা গ্রহণের পর জনপ্রিয়তা সর্বনিম্নে, যুক্তরাষ্ট্রের ৫৮% মানুষ ট্রাম্পে অসন্তুষ্ট

পরিচয় ডেস্ক: প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রতি মানুষের সমর্থনের হার আরও কমে গেছে। নতুন এক জরিপে দেখা যায়, যুক্তরাষ্ট্রের ৫৮ শতাংশ মানুষ তাকে নিয়ে অসন্তুষ্ট। ট্রাম্পের জনপ্রিয়তা কমে যাওয়ার এ হার গত জানুয়ারিতে তিনি প্রেসিডেন্ট হিসাবে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে সর্বনম্নি।

বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) বার্তা সংস্থা রয়টার্স এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইপসোস পরিচালিত এক জরিপে এমনই তথ্য প্রকাশ পেয়েছে। খবর আল-জাজিরা'র।

গত মে মাসের মাঝামাঝি নাগাদ ট্রাম্পের প্রতি অসন্তুষ্ট মানুষের হার ছিল ৫২ শতাংশ। নভেম্বর নাগাদ এ হার বেড়ে ৫৮ শতাংশে পৌঁছেছে। অন্যদিকে তাকে সমর্থন করেন এমন মানুষের হার প্রায় ৪০ শতাংশে স্থিতিশীল রয়েছে, যা মে মাসের সমান। চলতি মাসে ছয় দিন ধরে অনলাইনে জরিপটি চালানো হয়।

জরিপের অংশ হিসাবে দেশজুড়ে এক হাজার ২০০ জন মার্কিন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির কাছে শীর্ষ রাজনৈতিক নেতাদের বিষয়ে মতামত জানতে চাওয়া হয়েছিল। ২০২৬ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনে ভোট দেওয়ার পরিকল্পনা সম্পর্কেও তাদের প্রশ্ন করা হয়েছিল। জরিপে দেখা যায়, আগামী বছরের মধ্যবর্তী নির্বাচন নিয়ে রিপাবলিকানদের তুলনায় ডেমোক্রেটদের মধ্যে উত্সাহ-উদ্দীপনা বেশি। চলতি মাসে অনুষ্ঠিত কিছু নির্বাচনে ডেমোক্রেটদের জয়ের কারণে এমনটা হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। নিজেদের ডেমোক্রেটিক পার্টির সদস্য হিসাবে পরিচয় দেওয়া প্রায় ৪৪ শতাংশ নিবন্ধিত ভোটার বলেন, তারা ২০২৬ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনে ভোট দিতে 'খুবই উত্সাহী'। আর রিপাবলিকানদের মধ্যে এই হার ২৬ শতাংশ। প্রায় ৭৯ শতাংশ ডেমোক্রেট বলেছেন, মধ্যবর্তী নির্বাচনে ভোট দিতে না পারলে তাদের আক্ষেপ থাকবে; আর রিপাবলিকানদের মধ্যে এমনটা ভাবেন ৬৮ শতাংশ ভোটার। আগামী বছর প্রতিনিধি পরিষদের ৪৩৫টি আসনের সবগুলো এবং ১০০ সদস্যবিশিষ্ট সিনেটের ৩৫টি আসনে নির্বাচন হবে।

বর্তমানে কংগ্রেসের দুই কক্ষই রিপাবলিকানদের নিয়ন্ত্রণে। সম্প্রতি ভার্জিনিয়া, নিউজার্সি ও নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত গভর্নর নির্বাচনে জয় পেয়েছে ডেমোক্রেটিক দল। এসব নির্বাচনের ফলাফল ডেমোক্রেটদের মধ্যে মধ্যবর্তী নির্বাচন নিয়ে উত্সাহ-উদ্দীপনা বাড়িয়ে দিয়েছে।

আল শারাকে পারফিউম ছিটিয়ে ট্রাম্পের প্রশ্নড় 'কয়জন স্ত্রী তোমার?'

পরিচয় ডেস্ক: গত সোমবার (১০ নভেম্বর) হোয়াইট হাউসের ওভাল অফিসে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও সিরিয়ার অন্তর্বর্তীকালীন প্রেসিডেন্ট আহমাদ আল-শারার বৈঠকে এক অভিনব ঘটনা ঘটে।

ট্রাম্প নিজের ব্র্যান্ডের পারফিউম উপহার দিয়ে তা সরাসরি আল-শারার গায়ে স্প্রে করেন। এরপর হেসে বলেন, 'এটাই সেরা ঘ্রাণ, আরেকটা তোমার স্ত্রীর জন্য।' কিছুক্ষণ পর মজার ছলে প্রশ্ন করেন, 'কয়জন স্ত্রী তোমার?'

আল-শারা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেন, 'অবশ্যই একজনই।' তার এই জবাবে উপস্থিত সবাই হাসিতে ফেটে পড়েন। ট্রাম্প আবার রসিক ভঙ্গিতে বলেন, 'তুমি জানো না, ভবিষ্যতে কী হবে!'

এই পুরো মুহূর্তটি ভিডিওতে ধরা পড়ে এবং দ্রুতই সামাজিক *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

ক্যালিফোর্নিয়ায় ১৭ হাজার অভিবাসীর ড্রাইভিং লাইসেন্স বাতিল

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যে অডিটে অনিয়ম ধরা পড়ায় প্রায় ১৭ হাজার অভিবাসীর বাণিজ্যিক ড্রাইভিং লাইসেন্স (সিডিএল) বাতিল করা হয়েছে। অডিটে দেখা গেছে, এসব লাইসেন্স এমন হাজারো অভিবাসীকে দেওয়া হয়েছিল যারা এখন আর যুক্তরাষ্ট্রে বৈধভাবে থাকার অনুমতি রাখে না। অভিবাসন ইস্যুতে ট্রাম্প প্রশাসনের কড়াকড়ির মধ্যেই এই সিদ্ধান্ত বড় রাজনৈতিক বিতর্কের জন্ম দিয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের পরিবহন বিভাগ জানিয়েছে, ক্যালিফোর্নিয়ার কর্মকর্তারা নিশ্চিত করেছেন যে এসব লাইসেন্স 'বেআইনিভাবে' এমন বিদেশি ড্রাইভারদের দেওয়া হয়েছিল, যাদেরকে তারা 'বিপজ্জনক' বলে আখ্যা দিচ্ছে। সংশ্লিষ্ট চালকদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছেড় ৬০ দিনের মধ্যে তাদের লাইসেন্সের মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে।

এর আগে গত আগস্টে যুক্তরাষ্ট্রে বৈধভাবে অবস্থানের অনুমতি না থাকা এক ট্রাকচালক ফ্লোরিডায় তিনজনকে চাপা দিয়ে হত্যা করেন। ওই ঘটনার পর ট্রাম্প প্রশাসন বাণিজ্যিক ট্রাক ও বাস চালনায় অনিয়মিত অভিবাসীদের ঠেকাতে পদক্ষেপ আরও কঠোর ও বিস্তৃত করেছে। অবশ্য ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর গ্যাভিন নিউজম পুরো বিষয়টিকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে মন্তব্য করেছেন।

ট্রাম্প প্রশাসন মূলত দীর্ঘদিন ধরেই ক্যালিফোর্নিয়াসহ আরও বেশ কয়েকটি অঙ্গরাজ্যকে সমালোচনা করে আসছে যারা যুক্তরাষ্ট্রে বৈধ কাগজপত্র ছাড়া অবস্থানরত ব্যক্তিদেরও ড্রাইভিং লাইসেন্স দিয়েছে।

মার্কিন পরিবহনমন্ত্রী শন ডাফি বলেন, 'এটা কেবল শুরু। ক্যালিফোর্নিয়ায় সেমি-ট্রাক ও স্কুলবাসের স্টিয়ারিংয়ের পেছনে থাকা প্রতিটি অনিয়মিত অভিবাসীকেও সরিয়ে দেওয়া হবে।'

যদিও নিউজমের কার্যালয় বলছে, যাদের লাইসেন্স বাতিল হচ্ছে, তাদের সবারই তখন বৈধ ফেডারেল ওয়ার্ক পারমিট ছিল। এছাড়া নতুন নিয়ম কার্যকর হওয়ার আগে ওই ১৭ হাজার ড্রাইভিং লাইসেন্স দেওয়া হয়েছিল, তাই এগুলো সেই নিয়ম ভঙ্গ করে না।

লজিস্টিকস ও পরিবহন প্রতিষ্ঠান ফ্রেমন্ট কনট্র্যাক্ট ক্যারিয়ারস-এর তথ্য অনুযায়ী, ক্যালিফোর্নিয়ায় ১ লাখ ৩০ হাজারের বেশি ট্রাকচালক বসবাস করেন। যুক্তরাষ্ট্রের দুটি বৃহত্তম সমুদ্রবন্দর এবং সবচেয়ে বড় কৃষি উৎপাদনভিত্তিক অঙ্গরাজ্য হওয়ায় ক্যালিফোর্নিয়ায় ট্রাকচালকের সংখ্যা অনেক বেশি। তথ্যসূত্র: ফক্স নিউজ

২০০ বছরের রীতি ভাঙল যুক্তরাষ্ট্র, আর তৈরি হবে না এক সেন্টের কয়েন

পরিচয় ডেস্ক: ব্যয় কমানো ও ডিজিটাল লেনদেনের যুগে তাল মেলাত এক সেন্টের মুদ্রা 'পেনি' উৎপাদন বন্ধ করতে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। অবশ্য উৎপাদন বন্ধ হলেও মুদ্রাগুলো কার্যকর থাকবে। দুই শতাব্দীরও বেশি সময়ের ঐতিহ্য ভেঙে এক সেন্টের মুদ্রা (পেনি) তৈরি বন্ধ করতে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। স্থানীয় সময় বুধবার ফিলাডেলফিয়া মিন্টে এই মুদ্রার শেষ ব্যাচের কয়েন তৈরি করা হবে। এর মাধ্যমে ১৭৯৩ সাল থেকে টানা ২৩০ বছরেরও বেশি সময় ধরে চলা পেনি উৎপাদনের ইতি টানবে।

তবে মুদ্রাগুলো প্রচলনে থাকবে। কিন্তু নতুন করে উৎপাদন বন্ধের ঘোষণার পর থেকেই অনেক ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান দাম সমন্বয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছে, কারণ বাজারে এখন পেনি পাওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে।

সরকারের দাবি, এই পদক্ষেপে ব্যয় সাশ্রয় হবে। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এ বছরের ফেব্রুয়ারিতে পরিকল্পনাটি ঘোষণা করে বলেছিলেন, 'আমাদের মহান দেশের বাজেট থেকে অপচয় বাদ দিতে হবেড় এটা যদি এক পেনিও হয়।'

বিবিসি বলছে, তামা-প্লেটেড জিঙ্ক দিয়ে তৈরি ও গৃহযুদ্ধকালীন প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকনের প্রতিকৃতি সংবলিত পেনি এখন তৈরি করতে খরচ হচ্ছে প্রায় ৪ সেন্ট, যা এক দশক আগের তুলনায় দ্বিগুণ। যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি বিভাগ বলছে, উৎপাদন বন্ধ করলে প্রতিবছর প্রায় ৫৬ মিলিয়ন ডলার সাশ্রয় হবে।

দপ্তরটির মতে, ডিজিটাল লেনদেন বৃদ্ধির ফলে এক সেন্ট মুদ্রার ব্যবহার ধীরে ধীরে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে। ১৭৯৩ সালে প্রথম চালু হওয়া এই কয়েন এখন বাজারে এত বেশি পরিমাণে আছে ড়প্রায় ৩০০ বিলিয়ন ড় যা বাণিজ্যিক কারণে প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি।

সরকারি এক বিশ্লেষণে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রে চলমান কয়েনের প্রায় ৬০ শতাংশই ব্যবহারহীন অবস্থায় ঘরে জমা পড়ে থাকেড়প্রতি পরিবারে গড়ে ৬০ থেকে ৯০ ডলারের মতো।

তবে এই সিদ্ধান্ত ভোক্তাদের জন্য বাড়তি চাপ তৈরি করতে পারে। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো যখন পণ্যের দাম কিছুটা *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

হাসিনা-পরবর্তী বাংলাদেশেও মানবাধিকার লঙ্ঘন নিয়ে উদ্বেগ, জার্মান বেতার ডয়চে ভেলের রিপোর্ট

পরিচয় ডেস্ক: শেখ হাসিনা সরকারের ১৫ বছরের শাসনামলে সংঘটিত অপরাধের তদন্তে পদক্ষেপ নিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। কিন্তু মানবাধিকার সংগঠনগুলোর সাম্প্রতিক প্রতিবেদনগুলোতে চলমান মানবাধিকার লঙ্ঘনের নানা ঘটনা নিয়েও উঠে এসেছে উদ্বেগের বার্তা। ২০২৪ সালের আগস্টে ছাত্র-নেতৃত্বাধীন গণঅভ্যুত্থানে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতাচ্যুত হন। এর পর থেকেই বাংলাদেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা বিরাজ করছে। হাসিনা সরকারের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক বিরোধীদের গণ-আটক এবং বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, গুমসহ ব্যাপক মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ রয়েছে।

শেখ হাসিনা ভারতে পালিয়ে যাওয়ার পর শান্তিতে নোবেল বিজয়ী মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা উন্নত করার লক্ষ্যে বড় ধরনের সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দেয়। এর অংশ হিসাবে হাসিনার শাসনামলে সংঘটিত মানবাধিকার লঙ্ঘনের তদন্তও শুরু করেছে দেশটি।

আওয়ামী লীগ শাসনামলের শেষ বছরগুলোতে পুলিশ প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করা চৌধুরী আবদুল্লাহ আল মামুনকে এরই মধ্যে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তিনি এখন শেখ হাসিনা এবং তার কিছু মন্ত্রীর বিরুদ্ধে গণ-বিক্ষোভের সময় মারাত্মক দমন-পীড়নের নির্দেশ দেওয়ার অভিযোগে একটি মামলায় রাজসাক্ষীও হয়েছেন।

ন্যায়বিচার এবং জবাবদিহিতার লক্ষ্যে এই এই আইনি প্রক্রিয়াকে স্বাগত জানিয়েছে বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন। কিন্তু একই সঙ্গে সাম্প্রতিক নানা প্রতিবেদনে চলমান

নির্যাতনমূলক কর্মকাণ্ড নিয়ে নতুন করে উদ্বেগও প্রকাশ করছে তারা।

অন্তর্বর্তী সরকারের গঠন করা গুম তদন্ত কমিশনের সদস্য মানবাধিকার কর্মী নূর খান ডিডাব্লিউকে বলেন, ‘‘আমরা গত সরকারের আমলে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছি, বিচার চেয়েছি। কিন্তু পরিস্থিতি এখনো একইরকম আছে। এটা তো চলতে পারে না৶

বিচারবহির্ভূত হত্যা নিয়ে উদ্বেগ রয়েই যাচ্ছে

অক্টোবরের শেষদিকে ঢাকা-ভিত্তিক মানবাধিকার সংস্থা ‘অধিকার৶ তাদের প্রতিবেদনে জানিয়েছে, হাসিনার শাসনামলের অবসানের পর থেকে রাজনৈতিক সহিংসতায় অন্তত ২৮১ জন নিহত হয়েছেন।

এছাড়া, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন ৪০ জন এবং আরও ১৫৩ জনকে গণপিটুনিতে হত্যা করা হয়েছে। এই হত্যাকাণ্ডের অনেকগুলোতে পুলিশ এবং সেনাসদস্যদের জড়িত থাকার সম্ভাবনার কথাও উঠে এসেছে অধিকারের প্রতিবেদনে। মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশন (এমএসএফ) তাদের অক্টোবরের প্রতিবেদনে জানিয়েছে, অজ্ঞাত মরদেহ উদ্ধার এবং হেফাজতে মৃত্যুর সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। সংস্থাটির হিসাবে, কেবল অক্টোবর মাসেই দেশের নানা স্থান থেকে ৬৬টি অজ্ঞাত মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে এবং একই সময়ে ১৩ জনের হেফাজতে মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে।। এমএসএফ জানিয়েছে. এই ঘটনাগুলো ‘‘জনজীবনে ক্রমবর্ধমান নিরাপত্তাহীনতাকে প্রতিফলিত করে। একই সময়, *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

মানবতাবিরোধী অপরাধের দায় অস্বীকার শেখ হাসিনার, বিবিসিকে সাক্ষাৎকার

পরিচয় ডেস্ক: ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধে নিজের দায় থ াকার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ক্ষমতাচ্যুত ও পলাতক সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে রায়ের তারিখ ঘোষণার কয়েকদিন আগে বিবিসিকে ইমেইলে পাঠানো সাক্ষাৎকারে এমনটাই জানিয়েছেন তিনি। তিনি তার অনুপস্থিতিতে বিচারের ন্যায্যতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। হত্যা, হত্যাচেষ্টা, নির্যাতন, ষড়যন্ত্র, উসকানি ও ঊর্ধ্বতন নেতৃত্বের দায়- এই পাঁচ অভিযোগে শেখ হাসিনা ও তৎকালীন তার দুই শীর্ষ সহযোগীর বিরুদ্ধে আগামী ১৭ নভেম্বর রায় ঘোষণা করবে ঢাকার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। গত বছরের ৫ আগস্ট গণঅভ্যুত্থানের মুখে বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে যাওয়ার পর বিবিসিকে দেওয়া প্রথম সাক্ষাৎকারে বিচার প্রক্রিয়াকে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের নিয়ন্ত্রিত৶ক্যাঙ্গারু *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

‘হাসিনা কেন ভারতে সংবাদমাধ্যমকে সাক্ষাৎকার দিচ্ছেন?’ ইউনূস সরকার ভারতীয় দূতকে ডেকে আপত্তি জানাল

পরিচয় ডেস্ক: অক্টোবরের শেষপর্বে ইমেলে তিন সংবাদমাধ্যমড় রয়টার্স, এএফপি এবং দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্টকে প্রথম সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন হাসিনা। এর পরে কয়েকটি ভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে ইমেল সাক্ষাৎকার দেন তিনি।

ক্ষমতাচ্যুত শেখ হাসিনাকে ভারতের মাটিতে বসে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হওয়ার সুযোগ দেওয়া নিয়ে আপত্তি তুলল মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ অন্তর্বর্তী সরকার। বুধবার ঢাকায় ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশনার পবন ভাদেকে ডেকে পাঠিয়ে এ বিষয়ে বাংলাদেশ বিদেশ মন্ত্রক দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে বলে সে দেশের

সংবাদমাধ্যমগুলির দাবি। প্রকাশিত সংবাদে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ বিদেশ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে দক্ষিণ এশিয়া বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশনারকে বলেছেন, আওয়ামী লীগ সভানেত্রী হাসিনাকে মূলধারার ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ করে দেওয়াটা দুই দেশের সুসম্পর্কের পরিপন্থী। তাই অবিলম্বে ভারতীয় গণমাধ্যমে হাসিনার কথা বলার সুযোগ বন্ধ করতে নয়াদিল্লিকে অনুরোধ জানিয়েছে ঢাকা। গণবিক্ষোভের জেরে গত বছরের ৫ অগস্ট প্রধানমন্ত্রী পদে ইস্তফা দিয়ে *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

‘গণভোটের চেয়ে আলুর মূল্য গুরুত্বপূর্ণ’, তারেক রহমানের বক্তব্যের সমালোচনায় পাটওয়ারী

পরিচয় ডেস্ক: গণভোটের চেয়ে আলুর ন্যায্য মূল্য পাওয়া অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ- বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের এমন মন্তব্যের কড়া সমালোচনা করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী। শত শত তরুণ-তরুণী, নারী-পুরুষের মৃত্যু এবং হাজারো মানুষের অঙ্গহানির যে আত্মত্যাগ ড় সেটিকে আমাদের সম্মান জানাতেই হবে৶

বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) দুপুরে রাজধানীর বাংলামোটরে এনসিপির অস্থায়ী কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় তিনি এ সমালোচনা করেন।

৶জুলাই সনদ: কৃষক বঞ্চনা ও ন্যায্যতার প্রশ্ন৶ শীর্ষক এ আলোচনা সভার আয়োজন করে এনসিপির সহযোগী সংগঠন জাতীয় কৃষক শক্তি। সংগঠনটি এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশ করেনি।

সভায় কারও নাম উল্লেখ না করে পাটওয়ারী বলেন,৶একজন রাষ্ট্রনায়ক যিনি ভবিষ্যতে হতে যাচ্ছেন, উনি বলছেন, গণভোটের চেয়ে আলুর দামটা বেশি প্রাসঙ্গিক। উনার হয়তো অজ্ঞতা *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

‘প্রতিশোধের রাজনীতি করব না, যত মামলা আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে সব তুলে নেব’, ঘোষণা করলেন বিএনপি নেতা ফখরুল

পরিচয় ডেস্ক: প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার দল বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর গত মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) ‘প্রতিশোধের রাজনীতি’ করার অভিযোগ তুলেছেন মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী শক্তি বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামি’-র বিরুদ্ধে।

ভোটে জিতে ক্ষমতা দখল করলে বাংলাদেশের মাটিতে প্রতিশোধের রাজনীতি করবে না বিএনপি। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর মঙ্গলবার এ কথা ঘোষণা করে বলেন, ‘‘আমরা প্রতিশোধের রাজনীতি করতে চাই না। আওয়ামী লীগের মতো মামলা করতে চাই না। যত মামলা আছে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধেড় সব মামলা তুলে নেব।’’ ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের উপর প্রভাব খাটিয়ে ‘প্রতিশোধের রাজনীতি’ করার জন্য

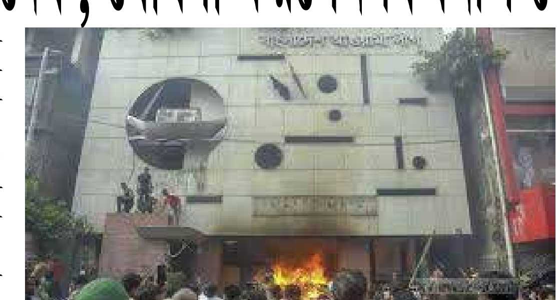

সরাসরি মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী শক্তি বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামি (‘জামাত’ নামেই যা পরিচিত)-কে নিশানা করেছেন ফখরুল। তিনি বলেন, ‘‘জামায়াতে-সহ কয়েকটি দল জোর-জবরদস্তি করে তাদের দাবি মানাতে চায়। তারা পিআর-গণভোট চায়। এসব আমরা মেনে নেব না।’’ এ ক্ষেত্রে ‘কয়েকটি দল’ বলতে জামাতের সহযোগী সাতটি সংগঠন এবং বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতাদের একাংশের তৈরি ‘জাতীয় নাগরিক পার্টি’ (এনসিপি) কে তিনি ইঙ্গিত করেছেন বলে মনে করা হচ্ছে। মঙ্গলবার রাতে অবশ্য নিজের বক্তব্য থেকে কিছুটা সরে এসে ফখরুল বলেন, ‘‘আমার মন্তব্যকে সংবাদমাধ্যমের একাংশ ভুল ভাবে উপস্থাপিত করেছে। আমি বলতে চেয়েছিলাম, ‘আমরা আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে হয়রানিমূলক মামলা *বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়*

আওয়ামী লীগ অংশ নিতে পারবেনা, জামায়াত অসন্তুষ্ট বিএনপির দাবী মেনে নির্বাচনের দিনেই গণভোট

- জাতির উদ্দেশে ভাষণে প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনুস

পরিচয় ডেস্ক: বিএনপির দাবী মেনে আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিনই গণভোট অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশের অন্তবর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস। এ ব্যাপারে অসন্তোষ জানিয়েছে জাসায়াতে ইসলামী, তবে নির্বাচনে বর্তমানে কার্যক্রম নিষিদ্ধ থাকার কারণে আওয়ামী লীগ এ নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেনা বলেও জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনুস ।

গত বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে তিনি বলেন, “আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিনই গণভোট অনুষ্ঠিত হবে। অর্থাৎ, জাতীয় নির্বাচনের মতোই গণভোটও ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে একই দিনে হবে”

জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন, সনদের প্রস্তাবগুলো নিয়ে গণভোট এবং আসন্ন জাতীয় নির্বাচন ইস্যু নিয়ে আজ বৃহস্পতিবার দুপুর ২টা ৩০ মিনিটে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন প্রধান উপদেষ্টা।

ভাষণটি বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি), বিটিভি নিউজ এবং বাংলাদেশ বেতারে একযোগে সম্প্রচারিত হয়েছে।

সকালে জুলাই সনদ বাস্তবায়ন, গণভোট, নির্বাচন এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় চূড়ান্ত করার পদ্ধতি নির্ধারণে উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকের পরই প্রধান উপদেষ্টা জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন। তিনি ওই বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন।

মানবতাবিরোধী অপরাধ ও হত্যাকাণ্ডের বিচার কাজ এগিয়ে নিচ্ছে সরকার

প্রধান উপদেষ্টা বলেছেন, “আমরা জুলাই গণ-অভ্যুত্থানকালে তৎকালীন ফ্যাসিবাদী সরকারের নির্দেশে সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের বিচার কাজ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। এই বিচারের উদ্দেশ্যে গঠিত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল তাদের প্রথম রায় শিগগিরই দিতে যাচ্ছে”

তিনি বলেন, “ট্রাইবুনালে আরো কয়েকটি মামলার বিচার চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। সাধারণ ফৌজদারি আদালতগুলোতেও জুলাই হত্যাকাণ্ড সম্পর্কিত কিছু বিচার কাজ শুরু হয়েছে”

বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়

‘গণভোটের গেজেটের বিধান অসাংবিধানিক, সংসদ হতে পারে ঝুলন্ত’ বললেন সংবিধান বিশেষজ্ঞ শাহদীন মালিক

পরিচয় ডেস্ক: জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট একই দিনে অনুষ্ঠিত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন অন্তর্বতী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। একইসঙ্গে গণভোট-সংক্রান্ত রাষ্ট্রপতি স্বাক্ষরিত গেজেট প্রকাশ করেছে সরকার।

সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার শাহদীন মালিক মন্তব্য করেছেন, গেজেটে প্রকাশিত বেশিরভাগ বিধান অসাংবিধানিক হওয়ায় এটি একটি সাংবিধানিক জটিলতা তৈরি করেছে। সংবিধানের ৯৩ অনুচ্ছেদের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন, “রাষ্ট্রপতি সংবিধানের পরিপন্থী কোনো অধ্যাদেশ জারি করতে পারবেন নয়; ফলে দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট সংসদ প্রবর্তন হলে একটি ঝুলন্ত সংসদ তৈরি হতে পারে।

তিনি টিবিএসকে আরও বলেন, “জুলাই সনদসহ গেজেটে যেসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, তার অধিকাংশই বর্তমান সংবিধানের পরিপন্থী। এখনও যেহেতু সংবিধান বলবত আছে, তাই আইন অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি এই গেজেটে স্বাক্ষর করতে পারেন না। যদি সংধান বাতিল হতো কিংবা সামরিক শাসনে স্থগিত হতো, তাহলে সেটা ঠিক ছিল। যেহেতু এমন কিছুই ঘটেনি, তাই বিদ্যমান সংবিধান অনুযায়ী হওয়ারই কথা”

গেজেট অনুযায়ী, চারটি বিষয়ে গণভোট অনুষ্ঠিত হবে। গণভোটের দিন এই চারটি বিষয়ের ওপর একটিমাত্র প্রশ্নে “হ্যাঁ” বা “না” ভোট দিয়ে জনগণ মতামত জানাবেন।

তবে একই সাথে গণভোট ও জাতীয় নির্বাচন হলে অধিকাংশ গণভোটের ব্যালট পেপার ফাঁকা থাকবে বলে আশঙ্কা করছেন শাহদীন মালিক।

তিনি বলেন, “গণভোটের যে বিষয়ের উপর জনগণ “হ্যাঁ” বা “না” ভোট দেবেন, তাদের তো আগে বিষয়গুলো বুঝতে হবে। তাই একই দিনে হলে জাতীয় নির্বাচনমুখী থাকবে মানুষ, ফলে গণভোটের বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে অনেকেই ভোট না দিয়ে ব্যালট ফাঁকা

বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়

প্রধান উপদেষ্টা নিজের সই করা জুলাই সনদ লঙ্ঘন করেছেন বললেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ

পরিচয় ডেস্ক: প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস তার ভাষণের মধ্য দিয়ে নিজেই নিজের সই করা জুলাই সনদ লঙ্ঘন করেছেন বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ।

তিনি বলেন, “গত ১৭ অক্টোবর জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় প্রধান উপদেষ্টা যে জুলাই জাতীয় সনদ নিজে স্বাক্ষর করেছেন, সেটা তিনি তার ভাষণের মাধ্যমে লঙ্ঘন করেছেন। কারণ সেই সনদের স্বাক্ষরকারী তিনি একজন”

বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) দুপুর আড়াইটায় জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন প্রধান উপদেষ্টা। এরপর নিজ বাসায় এক তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় সালাহউদ্দিন আহমদ এ মন্তব্য করেন।

প্রধান উপদেষ্টা আজকের ভাষণে জুলাই জাতীয় সনদ বা সংস্কার প্রস্তাব বাস্তবায়নের পদ্ধতি কী হবে, তা জাতির সামনে তুলে ধরেন।

তিনি বলেন, “জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট একই দিনে অনুষ্ঠিত হবে”

তিনি জানান, জাতীয় সংসদ হবে দুই কক্ষবিশিষ্ট। জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলগুলোর প্রাপ্ত ভোটের অনুপাতে ১০০ সদস্যবিশিষ্ট একটি উচ্চকক্ষ গঠিত হবে এবং সংবিধান সংশোধন করতে হলে উচ্চকক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের অনুমোদন দরকার হবে।

এ বিষয়ে সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, “জাতীয় সংসদের উচ্চকক্ষে পিআর [সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব] জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের মাধ্যমে “নোট অব ডিসেন্টে” মাধ্যমে মীমাংসিত। এটি নতুন করে আরোপ করার কোনো সুযোগ নেই”

সংবিধান সংস্কার পরিষদ গঠনের সিদ্ধান্তের বিষয়ে তিনি বলেন, “এটি গঠনের সিদ্ধান্ত নতুনভাবে এখানে

বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়

‘সংস্কারকে গুরুত্বহীন করার ফাঁদ’! সংসদের নির্বাচনের সঙ্গে গণভোট না করাতে ইউনূসকে বার্তা জামাতের

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশ জামাতের নায়েবে আমির সৈয়দ আবদুল্লা মুহাম্মদ তাহেরের অভিযোগ, একই সঙ্গে সাধারণ নির্বাচন এবং গণভোটের আয়োজনের জন্য অন্তর্বতী সরকার যে উদ্যোগ নিয়েছে আদতে তা ‘সংস্কারকে গুরুত্বহীন করার ফাঁদ’!

একই সঙ্গে জাতীয় সংসদের নির্বাচন এবং জুলাই সনদ কার্যকরের উদ্দেশ্যে গণভোটের আয়োজনের বার্তা দিয়েছিলেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনূস। কিন্তু তাঁর সেই ‘ভারসাম্যের কৌশল’ নাকচ করে এ বার সরাসরি হুঁশিয়ারি দিল ‘বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামি’ (‘জামাত’ নামেই যা পরিচিত)।

জামায়াতের নায়েবে আমির সৈয়দ আবদুল্লা মুহাম্মদ তাহেরের অভিযোগ, একই সঙ্গে সাধারণ নির্বাচন এবং গণভোটের আয়োজন আদতে ‘সংস্কারকে গুরুত্বহীন করার ফাঁদ’! তিনি বলেন, ‘‘অন্তর্বর্তী সরকার ‘লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড’ (ভোটে সব রাজনৈতিক দলের জন্য সমান সুযোগ) তৈরির ব্যাপারে আদৌ মনোযোগী নয়। সরকারের কয়েক জন উপদেষ্টার সহযোগিতায় একটি বিশেষ দলের পক্ষ থেকে প্রশাসনকে দলীয় প্রশাসনে রূপান্তরের চেষ্টা চলছে।’’ সরাসরি নাম না করলেও এ ক্ষেত্রে তিনি নিশানা করেছেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার দল বিএনপি-কে।

জামাত নেতার দাবি, একই সঙ্গে জোড়া নির্বাচন হলে মানুষের মনোযোগের অভাবে গণভোটে যদি ভোট কম পড়ে, তা হলে যাঁরা সংস্কার বিরোধী তাঁরা বলবেন, যেহেতু ভোট কম পড়েছে, জনগণ গণভোট চায়নি বলে বিবেচিত হোক। এর মাধ্যমে তাঁরা সংস্কার থেকে সরে আসবেন। প্রসঙ্গত, জামাত নেতৃত্ব গত কয়েক মাস

বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্পের পরিস্থিতি কতটা উদ্বেগের

পরিচয় ডেস্ক: কয়েকশ কারখানা বন্ধ ও লাখো শ্রমিক বেকার - বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্প অনিশ্চয়তার মধ্যে আছে, দাবি করছেন উদ্যোক্তারা। তবে রপ্তানির পরিসংখ্যানে পরিস্থিতি ততটা খারাপ দেখছেন না অর্থনীতিবিদরা।

বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্প অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে বলে দাবি করছেন উদ্যোক্তারা। কয়েকশ কারখানা বন্ধ ও লাখো শ্রমিক বেকার হয়েছেন বলে তথ্য দিচ্ছেন তারা। তবে রপ্তানির পরিসংখ্যানে পরিস্থিতি ততটা খারাপ দেখছেন না অর্থনীতিবিদরা। সম্প্রতি বেশ কয়েকটি কারখানা বন্ধের খবর পাওয়া গেছে। ফলে চাকরি হারাচ্ছেন সেসব কারখানার শ্রমিকেরা। আগের মাসগুলোর প্রবৃদ্ধির ধারা বজায় থাকলেও টানা তিন মাস ধরে রপ্তানিতে নেতিবাচক ধারা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এর মধ্যে বিমানবন্দরের কার্গো হাউজের আগুনে পুড়ে ৫১৬টি কারখানার ১০০ কোটি টাকার বেশি মালামাল পুড়েছে বলে দাবি করেছেন পোশাক শিল্পের মালিকেরা।

পোশাক শিল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ’র সভাপতি মাহমুদ হাসান বাবু ডয়চে ভেলেকে বলেন, ‘‘আমরা আসলে এক ধরনের অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। একেবারে যে খুব খারাপ অবস্থায় চলে গেছি, বিষয়টি এমন না। তবে এই ১৪ মাসে আরও ভালো করার সুযোগ ছিল। বিশেষ করে চীন ও ভারতের উপর যুক্তরাষ্ট্রের অতিরিক্ত শুল্ক আরোপের ফলে আমরা বেশ কিছু সুবিধা পেতে পারতাম। কিন্তু সেই সুযোগ আমরা হাতছাড়া করেছি। বিশেষ করে এক ধরনের অভিভাবকশূন্য অবস্থায় আমরা আছি। প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে দেখা করার জন্য আমরা বারবার চিঠি দিয়েছি, কিন্তু সেখান থেকে কোন সদুত্তর বা দেখা করার সুযোগ পাইনি”

তবে এ নিয়ে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেছেন, কয়েকদিন আগেও প্রধান উপদেষ্টার সামনে তিনি বক্তব্য দেয়ার সুযোগ পেয়েছেন। এ প্রসঙ্গে মাহমুদ হাসান খান বলেন, ‘‘প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব একটি দায়িত্বশীল পদ। তিনি আমার কথা না বুঝে যেটা বলেছেন সেটা ঠিক হয়নি। আমি বলেছি, নবনির্বাচিত বিজিএমইএর কমিটি নিয়ে দেখা করার সুযোগ চেয়েও পাইনি। উনি উল্টোটা বুঝেছেন”

তবে কিছু কারখানা বন্ধ হওয়াকে খারাপ কিছু নয় বলে মনে করেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। কয়েকদিন আগে তিনি বলেছেন, ‘‘নন-কমপ্লায়েন্স কারখানা বন্ধ হওয়া খারাপ কিছু নয়। এটি শিল্পের সুষ্ঠু ও টেকসই উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ”

৩৫৩ কারখানা বন্ধ, বেকার সোয়া লাখ শ্রমিক: বিজিএমইএ’র তথ্য

তৈরি পোশাক ও টেক্সটাইল শিল্প, দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের প্রধান ভিত্তি ও কর্মসংস্থানের অন্যতম বড় উৎস। খাত সংশ্লিষ্টদের হিসাবে বর্তমানে প্রায় ৪০ লাখ মানুষ সরাসরি এবং আরও প্রায় দুই কোটি মানুষ পরোক্ষভাবে *বাকি অংশ ২৫ পৃষ্ঠায়*

নভেম্বরের ১২ দিনে বাংলাদেশে রেমিট্যান্স গেছে ১.৩৫ বিলিয়ন ডলার

পরিচয় ডেস্ক: চলতি অর্থবছরে (২০২৫-২০২৬) দেশে এক দিনে রেমিট্যান্স গেছে ১১৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বাংলাদেশি মুদ্রায় এর পরিমাণ এক হাজার ৪০৬ কোটি টাকা (১ ডলারে ১২২.২৮ টাকা ধরে)।

বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র আরিফ হোসেন খান এ তথ্য জানান।

এদিকে নভেম্বর মাসের প্রথম ১২ দিনে প্রবাসীরা বাংলাদেশে পাঠিয়েছেন ১ হাজার ৩৪৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বাংলাদেশি মুদ্রায় এর পরিমাণ ১৬ হাজার ৪৬৮ কোটি *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

দুর্বল রাজস্ব, উচ্চ মূল্যস্ফীতির মাঝে স্থিতিশীলতা সত্ত্বেও ম্যাক্রো-ফাইন্যান্সিয়াল ঝুঁকি নিয়ে বাংলাদেশকে সতর্ক করল আইএমএফ

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশ সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষায় এবং কাঠামোগত সংস্কারে অগ্রগতি অর্জন করেছে; তবে দুর্বল রাজস্ব আহরণ, আর্থিক খাতের ঝুঁকি ও উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে এখনও বড় ধরনের ম্যাক্রো-ফাইন্যান্সিয়াল চ্যালেঞ্জের মুখে, বলে মনে করছে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ)।

আইএমএফ বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) সন্ধ্যায় তাদের ওয়েবসাইটে একটি বিবৃতি প্রকাশ করে এসব কথা বলেছে।

গত ২৯ অক্টোবর থেকে ১৩ নভেম্বর পর্যন্ত আইএমএফের একটি প্রতিনিধিদল বাংলাদেশে সফর করেছে। এই দলের নেতৃত্ব দেন ক্রিস পাপাজর্জিও। তাঁর দেওয়া ওই বিবৃতিতে বলা হয়, রাজস্ব ও আর্থিক খাতের সমস্যা মোকাবিলায় সাহসী নীতি গ্রহণ অত্যন্ত জরুরি। যাতে টেকসই আর্থিক স্থিতিশীলতা রক্ষা করে শক্তিশালী ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি পুনরুদ্ধার করা যায়। ঝুঁকিও এখনো প্রবল। বিশেষ করে যদি নীতি প্রণয়নে বিলম্ব হয় কিংবা অপর্যাপ্ত নীতি গ্রহণ করা হয়, তাহলে ঝুঁকি থাকবে।

এই পর্যবেক্ষণ এসেছে বাংলাদেশে আইএমএফের ১৩ দিনের পর্যালোচনা মিশন শেষে, যেখানে আইএমএফ কর্মকর্তারা বর্ধিত ঋণ সুবিধা (ইসিএফ), বর্ধিত তহবিল সুবিধা (ইএফএফ) এবং সহনশীলতা ও স্থায়িত্ব তহবিল (আরএসএফ)-এর পঞ্চম পর্যালোচনার আলোচনায় অংশ নেন। *বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়*

ডিসেম্বরের মধ্যে খেলাপি ঋণ কমাতে ব্যাংকগুলোকে নির্দেশ বাংলাদেশ ব্যাংকের

পরিচয় ডেস্ক: গতবুধবার (১৩ নভেম্বর) বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর ড. কবির আহমেদ ব্যাংকগুলোর ব্যবস্থাপনা পরিচালকদের (এমডি) সঙ্গে এক বৈঠকে এ নির্দেশনা দেন।

চলতি বছরের ডিসেম্বরের মধ্যে খেলাপি ঋণ কমাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে ব্যাংকগুলোকে নির্দেশ দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। বুধবার (১৩ নভেম্বর) বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর ড. কবির আহমেদ ব্যাংকগুলোর ব্যবস্থাপনা পরিচালকদের (এমডি) সঙ্গে এক *বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশে আত্মপ্রকাশ করতে যাচ্ছে বিশ্ববিখ্যাত আইসক্রিম ব্র্যান্ড ‘বাস্কিন-রবিনস’

পরিচয় ডেস্ক: বিশ্বজুড়ে আইসক্রিমপ্রেমীদের কাছে সমাদৃত ব্র্যান্ড বাস্কিন-রবিনস এবার আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশে তাদের যাত্রা শুরু করতে যাচ্ছে। এ উপলক্ষে বৃহস্পতিবার রাজধানীর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় অবস্থিত এবিজি টাওয়ারে এক অনুষ্ঠানে গ্র্যাভিস ফুডস প্রাইভেট লিমিটেড ও বসুন্ধরা সিটি ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড (বিসিডিএল)-এর মধ্যে একটি অংশীদারিত্ব চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

চুক্তিটি আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাক্ষরিত হয়েছে বসুন্ধরা সিটি ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড (বিসিডিএল) এবং বাসকিন-রবিনস এর মধ্যে।

বাসকিন-রবিনস এর প্রতিনিধিদলের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠানটির পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) এবং ব্যবসা উন্নয়ন বিভাগের মহাব্যবস্থাপক। *বাকি অংশ ২৪ পৃষ্ঠায়*

বৃহত্তর কুমিল্লা সমিতি যুক্তরাষ্ট্র, ইনক
Greater Comilla Association USA, Inc.
কার্যকরী কমিটি
Executive Committee
2026-2027
মোঃ ইউনুছ সরকার
সভাপতি
মোঃ এ সিদ্দিক পাটোয়ারী
সাধারণ সম্পাদক
সিরাজুল হক জামাল
সিনিয়র সহ সভাপতি
মোঃ জাহাঙ্গীর এ সরকার
সহ সভাপতি
মামুন মিয়াজী
সহ সভাপতি
হাজী মোঃ ইসমাইল মিয়া
সহ সভাপতি
আবুল খায়ের আখন্দ
সহ সভাপতি
সোহেল গাজী
সহ সাধারণ সম্পাদক
মোঃ আবুল হোসেন
কোষাধ্যক্ষ
সাইদুল ইসলাম রিয়াদ
সাংগঠনিক সম্পাদক
সালাউদ্দিন জাহিদ
প্রচার সম্পাদক
মোহাম্মদ বাবুল মিয়া
ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক
এম.ও.জি রাসেল ভূইয়া (প্রফেসর)
সমাজ কল্যাণ সম্পাদক
ফারহানা আক্তার
মহিলা সম্পাদিকা
কার্যকরী কমিটি
মফিজুল ইসলাম ভূইয়া রুমি
কার্যকরী সদস্য
কাজী আছাদ উল্যাহ
কার্যকরী সদস্য
বাছেদ ভূইয়া
কার্যকরী সদস্য
মোঃ আলমগীর হোসেন মোল্লা
কার্যকরী সদস্য
আব্দুল হান্নান ভূইয়া
কার্যকরী সদস্য
এস এম মাহবুবুর রহমান (টিটু)
কার্যকরী সদস্য
মাহবুবুল আলম
কার্যকরী সদস্য
www.greatercomillausainc.com

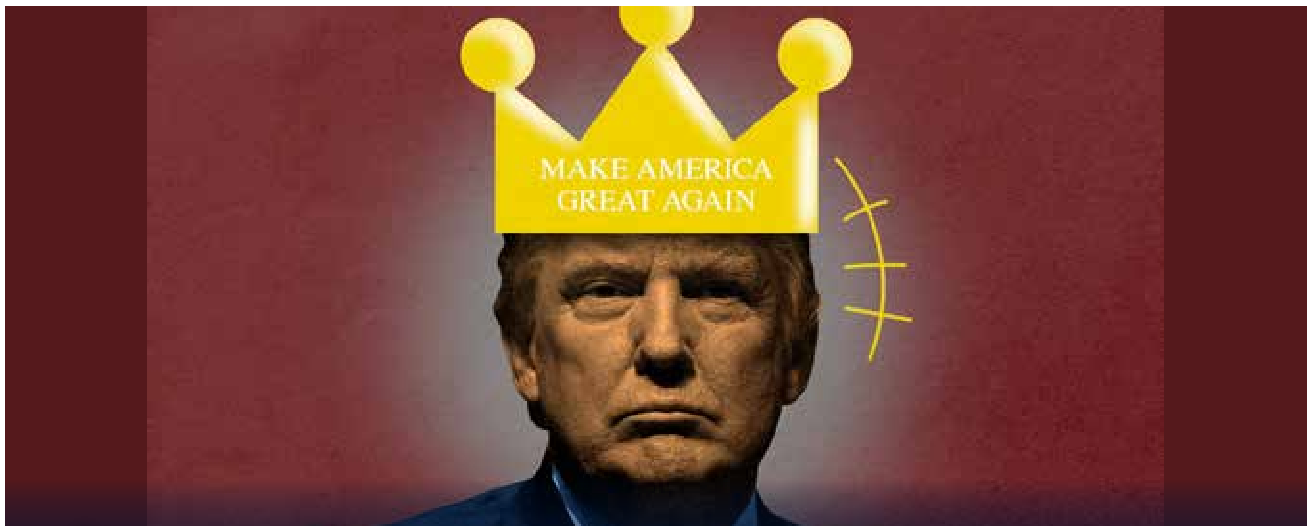

ট্রাম্প কি রাজার শাসন চালাচ্ছেন

কারলা নরলফ

রাজারা সাধারণত জন্মগত অধিকারে এবং জনগণের স্বাভাবিক আনুগত্যধন্য হয়ে শাসন করেন। অনেক সময় তাঁরা ভয় দেখিয়েও শাসন চালান। গত মাসে যখন যুক্তরাষ্ট্রে লাখো মানুষ রাস্তায় নেমে 'আমরা রাজার শাসন চাই না' বলে স্লোগান দেন, তখন ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁর নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে একটি ভিডিও পোস্ট করেন। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই দিয়ে তৈরি করা ওই ভিডিওতে তাঁর মাথায় রাজার মতো করে মুকুট পরাতে দেখা যায়। কিন্তু পরের দিনই তিনি আরেক পোস্টে বলেন, 'আমি কোনো রাজা নই।'

তাহলে প্রশ্নটা দাঁড়াচ্ছে, আসলে কোনটি সত্য? তিনি কি রাজা, নাকি তা নন। তরুণ পডকাস্টার ব্রাইলিন হলিহ্যান্ড এ প্রশ্নকে সরলভাবে দেখেছেন। তাঁর মতে, যুক্তরাষ্ট্রে কোনো রাজতন্ত্র নেই আর ট্রাম্পের ভিডিওগুলো নিছকই একধরনের মজা বা 'ট্রলিং'। কিন্তু প্রশ্ন হলো, ট্রাম্প কি এমন সব ক্ষমতা হাতের মুঠোয় নিতে চাইছেন, যা একসময় রাজাদের হাতে থাকত? ট্রাম্পের বিরুদ্ধে সরকারের করা 'ট্রাম্প বনাম যুক্তরাষ্ট্র'খ্যাত মামলায় যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট যে রায় দিয়েছেন, তার বলে মার্কিন প্রেসিডেন্টরা এখন তাঁদের সংবিধানসম্মত দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে 'সম্পূর্ণ দায়মুক্ত' এবং অন্যান্য সরকারি কাজের ক্ষেত্রে 'আংশিক দায়মুক্ত'। অর্থাৎ এ রায়ের পর প্রেসিডেন্টের ওপর আইনি চ্যালেঞ্জ তোলা এখন অনেক কঠিন।

তবে ট্রাম্পের সমর্থকদের চোখে তাঁর এই আচরণগুলো শক্তিশালী ও দৃঢ় নেতৃত্বের প্রতীক হয়ে উঠেছে। তাঁদের যুক্তি, ট্রাম্প তো সর্বশেষ নির্বাচনে পপুলার ভোটে জিতে এসেছেন। তাঁদের মতে, ট্রাম্প একজন সফল সিইওর মতো কাজ করছেন; অপ্রয়োজনীয় বাধা দূর করে জনগণের জন্য 'সুফল' এনে দিচ্ছেন।

কাগজে-কলমে ট্রাম্প যদিও কোনো রাজা নন, তবে তাঁর শাসনকৌশলে রাজাদের মতো ক্ষমতা খাটানোর বিষয়টি স্পষ্ট। তিনি আসলে দেশ চালাচ্ছেন টিউডর রাজা হেনরি সপ্তমের মতো। রাজা হেনরি তাঁর অভিজাত গোষ্ঠীভুক্ত প্রতিপক্ষদের দুর্বল করে, রাজকোষের নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রীভূত করে এবং প্রশাসনের কাঠামো বদলে দিয়ে নিজের হাতে সব ক্ষমতা নিয়েছিলেন। রাজা হেনরি রাজস্ব আদায়ের জন্য বন্ধকিপত্র, চাঁদা আর জরিমানার মতো কিছু গোপন পদ্ধতি চালু করেছিলেন, যাতে পার্লামেন্টের অনুমতি ছাড়াই তিনি রাজকোষ ভরতে পারেন। ঠিক একইভাবে ট্রাম্প প্রশাসন বিভিন্ন দেশের জন্য সহায়তা হিসেবে বরাদ্দ করা কয়েক শ কোটি ডলার সম্প্রতি 'স্থগিত' করে রেখেছে। ওই অর্থ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ছাড় না করলে সে বরাদ্দ বাতিল হয়ে যাবে।

কিন্তু এই অর্থ স্থগিত বা ফ্রিজ করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা আসলে কংগ্রেসের, যা কিনা যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান অনুযায়ী 'অর্থের নিয়ন্ত্রণ' বা 'পাওয়ার অব দ্য পার্স' নামে পরিচিত। গত সেপ্টেম্বরে এক ফেডারেল বিচারক সরকারকে এই অর্থ ছাড় করতে আদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু পরে সুপ্রিম কোর্ট ট্রাম্পের সেই স্থগিতাদেশের বেশির ভাগ অংশই বহাল রাখেন এবং অর্থবছরের শেষ পর্যন্ত বরাদ্দ আটকে রাখার অনুমতি দেন। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, ট্রাম্প সরাসরি 'রাজকোষের' নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিয়েছেন। এটি রাজা হেনরি সপ্তমের সময়কে মনে করিয়ে দেয়।

ট্রাম্পের সমর্থকদের মতে, এ ধরনের 'অর্থ বরাদ্দ স্থগিতকরণ' পুরোপুরি বৈধ। তাঁদের চোখে ট্রাম্পের এ পদক্ষেপ তাঁর ভোটারদের স্বার্থে নেওয়া দৃঢ় ও কার্যকর সিদ্ধান্ত। তাঁদের যুক্তি, কংগ্রেস চাইলে তো আইন করে এমন কোনো বরাদ্দ পুনর্বহাল করতে পারে, তাই প্রেসিডেন্টের ক্ষমতাকে পুরোপুরি লাগামছাড়া বলা যাবে না।

ট্রাম্প প্রশাসন গুরুত্বপূর্ণ কিছু পদ পুনঃ শ্রেণীকরণ করেছে, সরকারি কর্মচারীদের সেবা সুরক্ষা দুর্বল করেছে এবং অভিজ্ঞ পেশাদারদের কাছ থেকে কর্তৃত্ব সরিয়ে তা বিশ্বস্ত ঘনিষ্ঠদের হাতে দিয়েছে। বিভিন্ন দপ্তরের আইনজীবীরা এখন নতুন করে নীতিমালা লিখছেন, বিজ্ঞানীরা পরিবেশ বিপর্যয়জনিত বিপদের মাত্রা কমিয়ে দেখাচ্ছেন আর নৈতিকতা-সংক্রান্ত কর্মকর্তারা ট্রাম্পের কাছে গ্রহণযোগ্য না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের মতামত বারবার সংশোধন করে চলেছেন।

এখন আর আগের মতো প্রকাশ্য শুনানি বা *বাকি অংশ ২৪ পৃষ্ঠায়*

হোয়াইট হাউসে সাবেক 'জিহাদি কমান্ডার', মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে নতুন বাজি

জাসিম আল-আজযাভি

কয়েক মাস আগেও যা কল্পনাতীত ছিল, সেই দৃশ্যই এখন বাস্তব। যুক্তরাষ্ট্র সফর করা প্রথম কোনো সিরীয় নেতা হিসেবে দেশটির প্রেসিডেন্ট আহমেদ আল-শারা হোয়াইট হাউসে ঢুকেছেন। তাঁর এই যাত্রা এক চমকপ্রদ পরিবর্তনের ইঙ্গিত।

মাত্র এক বছর আগেও আল-শারা ছিলেন এমন এক বিদ্রোহী, যাঁর মাথার দাম যুক্তরাষ্ট্রই ঘোষণা করেছিল এক কোটি ডলার। আর এখন তিনিই বসে আছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সামনে। ঘৃণিত শত্রু নয়; বরং মধ্যপ্রাচ্যের ভাঙাচোরা রাজনীতিকে নতুনভাবে সাজানোর সম্ভাব্য সহযোগী হিসেবে।

একজন জিহাদি কমান্ডার থেকে আল-শারার রাষ্ট্রপ্রধানে রূপান্তর সাম্প্রতিক সময়ের সবচেয়ে নাটকীয় রাজনৈতিক পালাবদলগুলোর একটি। একসময় 'আবু মুহাম্মদ আল-জোলানি' নামে পরিচিত এই লোক যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ইরাকে যুদ্ধ করেছেন। পরে আল-কায়েদার শাখা সংগঠন হায়াত তাহরির আল-শামের নেতৃত্বও দিয়েছেন। এমনকি একসময় তিনি মার্কিন বাহিনীর হাতে বন্দিও ছিলেন।

২০১৩ সালে তালিকাভুক্ত ছিলেন বৈশ্বিক সন্ত্রাসী হিসেবে। অথচ ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে তাঁর বাহিনীই মাত্র ১১ দিনে বাশার আল-আসাদের শাসনকে শেষ করে দিল। শেষ করে দিল অর্ধশতাব্দীর বেশি সময় ধরে চলা এক নিষ্ঠুর একনায়কতন্ত্র।

নানা প্রলোভন

আল-শারার এই পরিবর্তনের গতি ছিল চোখধাঁধানো। গত বছর ওয়াশিংটন নিঃশব্দে তাঁর ওপর থেকে 'সন্ত্রাসী' তকমা তুলে নেয়। এদিকে হোয়াইট হাউস সফরের ঠিক কয়েক দিন আগে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ আল-শারা ও তাঁর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ওপর থেকে বাতিল করে নিষেধাজ্ঞা।

ট্রাম্পও স্বভাবসুলভভাবে বরণ করে নিয়েছেন এই সিরীয় নেতাকে। ট্রাম্পের ভাষায় আল-শারা এখন 'কঠিন এক অঞ্চলের কঠিন মানুষ।' তাঁর দেশ পুনর্গঠনের প্রচেষ্টার প্রশংসাও করেছেন ট্রাম্প।

মার্কিন প্রশাসন ইতিমধ্যে 'সিজার আইন'-এর আওতায় আরোপিত নিষেধাজ্ঞা সাময়িকভাবে প্রত্যাহার করেছে। এখন কংগ্রেসে তা স্থায়ীভাবে বাতিলের উদ্যোগ নিচ্ছে। যা সিরিয়াকে পুনর্গঠনের জন্য শত শত কোটি ডলার বিনিয়োগের দরজা খুলে দিতে পারে। বিশ্বব্যাংকের হিসাবে সিরিয়ায় পুনর্গঠনের ব্যয় ২০০ বিলিয়ন ডলারের বেশি হতে পারে। তাই আল-শারার সফরের অর্থনৈতিক গুরুত্ব নিঃসন্দেহে বিশাল।

তবে আল-শারার ওয়াশিংটন সফরের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ দিকটি অর্থনৈতিক নয়; বরং পুনর্মিলনের। বিশেষ করে ইসরায়েলের সঙ্গে। গোপন বৈঠকগুলোয় মার্কিন মধ্যস্থতাকারীরা চেষ্টা চালাচ্ছেন ১৯৪৮ সাল থেকে একপ্রকার যুদ্ধাবস্থায় থাকা দামেস্ক ও তেল আবিবের মধ্যে এমন একটি নিরাপত্তা চুক্তির, যা আগে কখনো ঘটেনি।

এই চেষ্টার মূল লক্ষ্য হলো দুই দেশের পারস্পরিক সীমান্তে একটি যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা। আসাদ সরকারের পতনের পর থেকে ইসরায়েল নিরাপত্তা উদ্বেগের কারণ দেখিয়ে গোলান মালভূমির একটি নিরস্ত্রীকৃত অঞ্চলে সেনা মোতায়েন করেছে। দামেস্ক চায় সেই সেনাদের ফিরিয়ে নেওয়া হোক। এদিকে ইসরায়েলের দাবি, সিরিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল নিরস্ত্রীকরণ করা হোক এবং সেখানে ইরানি প্রভাব পুরোপুরি শেষ করার নিশ্চয়তা দেওয়া হোক।

প্রাথমিকভাবে ইসরায়েলের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক পুরোপুরি স্বাভাবিকীকরণ নিয়ে আলোচনা করবে না সিরিয়া। যদিও ট্রাম্প প্রশাসন সিরিয়াকে আব্রাহাম চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে আগ্রহ দেখিয়েছে। তবে সেই আগ্রহকে আল-শারা উড়িয়ে দিয়েছেন 'অবাস্তব' বলে। এই জটিলতার মূল কারণও ধারণা করা যায়। তা হচ্ছে, গোলান মালভূমি। কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ এই মালভূমি ১৯৬৭ সালে সিরিয়ার কাছ থেকে দখল করে ইসরায়েল। ১৯৮১ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে সংযুক্ত করে নেয় নিজেদের মানচিত্রে। ইসরায়েলের এই পদক্ষেপের স্বীকৃতি যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া দেয়নি কেউই।

বৈধতার বিনিময়ে গোলান মালভূমি?

বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, চলমান আলোচনায় সিরিয়া *বাকি অংশ ২৪ পৃষ্ঠায়*

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস
ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র
সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল’

এটর্নী মঈন চৌধুরী

Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY

মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্‌ক.

917-282-9256

Moin Choudhury, Esq

Email: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC

Timothy Bompart
Attorney at Law

এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration

(To Schedule Appointment Only)
Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury
Attorney at Law

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

নিউইয়র্কে মামদানির জয়ে বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট

রাজু আলীম

নিউইয়র্কের মেয়র নির্বাচনে জোহরান মামদানির জয় শুধু যুক্তরাষ্ট্র নয়, বৈশ্বিক রাজনীতির জন্যই এক যুগান্তকারী ঘটনা। ভারতীয় বংশোদ্ভূত, মুসলিম, তরুণ এবং 'ডেমোক্রেটিক সোশ্যালিস্ট' পরিচয়ে নির্বাচনে অংশ নিয়েও তিনি যেভাবে অ্যান্ড্রু কুমো ও রিপাবলিকান প্রার্থী কার্টিস স্লিওয়াকে পরাজিত করেছেন, তা আমেরিকান রাজনীতিতে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। অর্থ ও প্রভাবনির্ভর রাজনীতির বিপরীতে নীতি, সততা ও জনকল্যাণের দর্শনকে সামনে রেখে তিনি জয়ী হয়েছেনড়যা আজকের বিশ্বে এক বিরল ঘটনা।

মাত্র ৩৪ বছর বয়সে নিউইয়র্কের মেয়র নির্বাচিত হওয়া মামদানি অভিবাসীদের সন্তান, এবং সেই পরিচয় তিনি কখনো অস্বীকার করেননি। বরং বিজয় ভাষণে তিনি বলেছেন, "এই শহরের নেতৃত্ব এখন এমন একজনের হাতে, যে নিজেও অভিবাসীর সন্তান।" তাঁর বিজয়ে অংশ নিয়েছে এক লাখ তরুণ স্বেচ্ছাসেবক, যারা শহরের প্রতিটি মহল্লায় ঘরে ঘরে গিয়ে মানুষের সঙ্গে কথা বলেছেন, তাঁদের ভোটে অংশ নিতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। এই সংগঠিত তরুণ প্রজন্মই মামদানির সবচেয়ে বড় শক্তিড়যারা বিশ্বাস করে, রাজনীতি মানে কেবল ক্ষমতা নয়, বরং সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার।

মামদানি যে কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন, সেটিই তাঁকে জনমানুষের হৃদয়ে জায়গা দিয়েছে। তিনি বলেছেন, শহরে ঘর তৈরি করবে সরকার নিজে, যাতে সাধারণ মানুষের থাকার জায়গা হয়; শিশুযত্ন কেন্দ্র হবে বিনা মূল্যে; গণপরিবহন হবে সবার জন্য উন্মুক্ত; আর নিত্যপণ্য সাশ্রয়ী দামে পেতে সরকারি দোকান গড়ে তোলা হবে। এই নীতির মাধ্যমে তিনি শুধু অর্থনৈতিক সমতা নয়, এক নতুন সামাজিক চুক্তির আহ্বান জানিয়েছেনড়যেখানে শহর হবে নাগরিকদের, ডেভেলপার, ব্যাংকার বা বড় দাতাদের নয়।

নিউইয়র্কের নির্বাচনে ইসরায়েল প্রশ্নটি ছিল সবচেয়ে বড় নৈতিক বিভাজনরেখা। মামদানি বলেছেন, তিনি মেয়র হতে চান, বিদেশনীতি-দূত নয়, তাই ইসরায়েল সফরের কোনো পরিকল্পনা তাঁর নেই। এই কথাটি সাধারণের চোখে এক ধরনের সততা ও সাহসের প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। তিনি ইসরায়েলকে একটি স্থায়ী বৈষম্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করেছেন এবং গাজার হত্যাযজ্ঞকে স্পষ্টভাবে 'গণহত্যা' বলেছেন। এর বিপরীতে কুমো প্রকাশ্যে ঘোষণা দেন, যদি নেতানিয়াহু বিচারাধীন হন, তবে তিনি তাঁকে রক্ষা করবেন। ভোটারদের চোখে নৈতিকভাবে দুর্বল ছিলেন কুমো, আর দৃঢ় ও মানবিক ছিলেন মামদানি।

তাঁর এই অবস্থান মার্কিন তরুণ প্রজন্মের মধ্যে এক নতুন জাগরণ সৃষ্টি করেছে। তারা কোনো মুখোশধারী উদারপন্থা নয়, সত্যিকারের ন্যায়বিচারের রাজনীতি দেখতে চায়। তারা বুঝে গেছেড়গণতন্ত্র মানে শুধু ভোট নয়, বরং অর্থনৈতিক সমতা ও সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা। এই চেতনা থেকেই তারা মামদানির পক্ষে দাঁড়িয়েছে। ফলে এই জয় শুধু একজন প্রার্থীর নয়, বরং এক প্রজন্মের আদর্শের জয়ড়যে প্রজন্ম বিশ্বাস করে, রাজনীতি মানে জনগণের সেবা।

এবার প্রশ্ন উঠছে, এই বিজয় যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানরত বাঙালীদের জন্য কী বার্তা বহন করে। প্রথমত, মামদানির মতো প্রগতিশীল রাজনীতিকের উত্থান অভিবাসী সম্প্রদায়ের আত্মবিশ্বাসকে বহুগুণে বাড়াবে। দীর্ঘদিন ধরে ইসলামবিদ্বেষ, অভিবাসীবিরোধী প্রচারণা এবং বর্ণবাদী রাজনীতির মধ্যে থাকা বাংলাদেশি অভিবাসীরা এখন নিজেদের রাজনৈতিক উপস্থিতি নতুনভাবে দেখতে পাবেন। নিউইয়র্কে বসবাসরত প্রায় ২ লক্ষাধিক বাংলাদেশি এখন এমন একজন মেয়রের নেতৃত্বে রয়েছেন, যিনি তাঁদের ধর্ম, জাতিগত পরিচয় বা অর্থনৈতিক অবস্থার ভিত্তিতে নয়, নাগরিক অধিকার ও মর্যাদার ভিত্তিতে দেখেন।

দ্বিতীয়ত, মামদানির নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির মধ্যে যে বিষয়গুলো রয়েছেড় বিনামূল্যে শিশুযত্ন, সাশ্রয়ী বাড়িভাড়া, গণপরিবহন সহজলভ্যতা, এবং সরকারি মুদিদোকানড়এসব উদ্যোগ নিউইয়র্কের বাংলাদেশি নিম্ন ও মধ্যবিত্ত অভিবাসীদের জীবনযাত্রায় সরাসরি ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। অনেক পরিবার, যারা ঘরভাড়ার চাপে কিংবা সন্তান লালনপালনের খরচে সংকটে ছিলেন, তাঁরা এখন এই নতুন প্রশাসনের *বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়*

অবৈধ অভিবাসন ও বাংলাদেশের ভাবমূর্তি

মোহাম্মদ গোলাম নবী

চলতি সপ্তাহে ঢাকায় অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ-ইতালি সম্পর্কবিষয়ক এক সেমিনারে ইতালির রাষ্ট্রদূত অ্যান্টোনিও আলেসান্দ্রো বলেছেন, 'অভিবাসন অবশ্যই আইনসিদ্ধ পথে হতে হবে' (বাসস, ১০ নভেম্বর ২০২৫)। তিনি জানান, চলতি বছরে প্রায় ১৮ হাজার বাংলাদেশি লিবিয়া হয়ে অবৈধভাবে ইতালিতে প্রবেশ করেছেন; অন্যদিকে মাত্র ৯ হাজার বাংলাদেশি নাগরিক বৈধ ভিসা পেয়েছেন, যাদের মধ্যে ৫৩০ জন শিক্ষার্থী। তাঁর সতর্কবার্তা ছিল আরও স্পষ্ট: অবৈধ অনুপ্রবেশ ও মিথ্যা আশ্রয় প্রার্থনা বাংলাদেশের পাসপোর্টের বৈশ্বিক অবস্থানকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে এবং দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ককে জটিল করে তুলছে।

রাষ্ট্রদূতের এই বক্তব্য কেবল পরিসংখ্যান হিসেবে দেখা যাবে না; বরং একটি গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক বার্তা। বাংলাদেশের জন্য অভিবাসন একদিকে অর্থনৈতিক শক্তির উৎস, অন্যদিকে ভাবমূর্তি রক্ষারও বিষয়। শেখ হাসিনার সরকারের ১৫ বছরের লুটপাটে বিধ্বস্ত অর্থনীতির দেশ ঘুরে দাঁড়াতে পেরেছে কোটি প্রবাসী শ্রমিকের পাঠানো রেমিট্যান্সের কারণে। কিন্তু এর মধ্যেই ক্ষুদ্র এক দল বাংলাদেশি মিথ্যা তথ্য, জাল নথি তৈরি ও অবৈধ পথে বিদেশ যাওয়ার অপচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। তাদের কারণে বাংলাদেশি অভিবাসনপ্রত্যাশী সবার বিশ্বাসযোগ্যতাই প্রশ্নবিদ্ধ।

বাংলাদেশ থেকে অবৈধভাবে বিদেশ যাওয়ার ইতিহাস নতুন নয়। তবে এত ব্যাপকভাবে অবৈধ পথে বিদেশে যাওয়ার প্রবণতা আগে ছিল না। আমার পরিচিত একজন ১৯৮২ সালে প্রথমবার বিদেশ গিয়েছেন; কানাডায় অন-অ্যারাইভাল ভিসা নিয়ে পড়তে। একবার গল্পচ্ছলে বলেছিলেন, ২০১০ সালের পর কানাডার ভিসা নিতে তাঁকে এমন সব কাগজপত্র দিতে হয়েছিল, যা কল্পনাতেও ছিল না।

এরশাদবিরোধী আন্দোলন থেকে বাংলাদেশিদের মধ্যে বিদেশে রাজনৈতিক আশ্রয়ের আবেদন করার বুদ্ধি শুরু হয়, যা পরের প্রতিটি রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর আগের চেয়ে আরও বেশি মাত্রায় প্রয়োগ হয়েছে। ২০১৩ সালের পর রাজনৈতিক নিপীড়নের পাশাপাশি 'জঙ্গি হামলার ঝুঁকিতে' থাকার অজুহাতও যুক্ত হয়েছে। বাস্তবে যত বাংলাদেশি রাজনৈতিক আশ্রয়ের আবেদন করে, তার সব না হলেও বেশির ভাগই মনগড়া। কার্যত জাতীয় স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে ব্যক্তিস্বার্থ-নির্ভরতা।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন এজেন্সি ফর অ্যাসাইলাম বলছে, ২০২৪ সালে ইউরোপে প্রায় ৪৩ হাজার বাংলাদেশি আশ্রয় চেয়েছে, যার ৯৬ শতাংশের আবেদন প্রত্যাখ্যাত। এত বিপুলসংখ্যক মিথ্যা আবেদন প্রকৃত ভিসাপ্রার্থীর সুযোগও সংকীর্ণ ও কঠিন করে তুলেছে। প্রবাসী ও অভিবাসী সংগঠনের মত অনুযায়ী, ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে যারা ইউরোপে পৌঁছাতে চান, তাদের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ধরা পড়েন বা মারা যান। বাকি দুই-তৃতীয়াংশই কোনোভাবে গন্তব্যে পৌঁছান। তবে যারা ব্যর্থ হন তাদের কাহিনি তত বেশি প্রকাশ পায় না। যারা সফল হয়ে বাড়িতে রেমিট্যান্স পাঠান, গ্রামের লোকজন তাদের কথা শুনে উৎসাহিত হয়। তাকে অনুকরণ করতে চায়। এভাবেই 'সফলতার' বিপজ্জনক দৃষ্টান্ত গড়ে ওঠে।

অন্যদিকে যারা বৈধভাবে বিদেশে যান, তাদের মধ্যেও অনেকে স্থানীয় আইন মানার ক্ষেত্রে অমনোযোগী। কেউ আবার ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পরও থেকে যান; কেউ অবৈধভাবে কাজ করেন, কেউ অপরাধ চক্রের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। এসব আচরণ শুধু ব্যক্তিগত লজ্জার নয়; প্রবাসী বাংলাদেশি ও দেশের জন্য অবমাননাকর। ইতালির রাষ্ট্রদূতের কথা গভীর চিন্তার বিষয়: অবৈধ অভিবাসন বাংলাদেশের পাসপোর্টের মান কমিয়ে দিচ্ছে, যা শেষ পর্যন্ত দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতার ওপরেও প্রভাব ফেলতে পারে।

এ অবস্থায় ইতালির সঙ্গে প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সম্প্রতি স্বাক্ষরিত 'মাইগ্রেশন অ্যান্ড মোবিলিটি' সমঝোতা স্মারক একটি ভালো উদ্যোগ। এর মাধ্যমে বৈধ পথে অভিবাসন বাড়ানো, সিজনাল ও নন-সিজনাল কর্মী নিয়োগ, কারিগরি প্রশিক্ষণ, ভাষা শেখানো এবং কোটা বৃদ্ধির অনুকূল পরিবেশ তৈরির আশা করা হচ্ছে।

তবে কেবল চুক্তি স্বাক্ষর করলেই সমস্যা মিটবে না, আরও অনেক কিছু করতে হবে। প্রথমত, গ্রামে গ্রামে সচেতনতা ও *বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়*

Advanced
SENIOR CARE
ADVANCED SENIOR DAY CARE
DAY CARE SERVICE
We have strong connections with MLTC.
Anthem
S W H
Senior Whole Health.
VILLAGECAREMAX
And More
SHAHAB UDDIN SAGOR
MANAGING DIRECTOR
NIMME NAHAR
DIRECTOR
উত্তম সেবাই
আমাদের লক্ষ্য
718 799 1007
• We Provide Transportation for Pick-up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
CONTACT US
daycare@shahabsagor.com
220-05, Jamaica Ave, NY 11428

SCAN FOR YOUR FREE TICKETS

USBCCI BUSINESS EXPO 25

SCAN FOR SPONSORSHIP OPPORTUNITIES

Bridging Businesses Beyond Borders

November 21–22, 2025, 10AM-5PM Daily

DoubleTree by Hilton New York LaGuardia Airport
104-04 Ditmars Blvd, East Elmhurst, NY 11369

EVENT HIGHLIGHTS

EXHIBITORS: 50+ | PANELS: 5+ | ATTENDEES: 1000+

OUR SPONSORS

POWERED BY	PLATINUM SPONSOR	GOLD SPONSOR	SILVER SPONSOR	CORPORATE SPONSOR	SUPPORTING PARTNER
ঠিকানা	ONAL GALLANT	UNITED PUBLIC ADJUSTERS & APPRAISERS, INC.	Horeca NYC	guidance RESIDENTIAL	SBA

CONFIRMED EXIBITORS

rivertel, Citizens Bank, UPSKILL CONSULTANCY, AHAD&CO CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS, New York State Empire State Development, INTERNATIONAL SECURITY SERVICES, BHAVLEEN SABHARWAL LAW OFFICE, AMC LAW, New York State Workers' Compensation Board, raju law, INTERLINKED360, inument, SJ INNOVATION AI FIRST SOLUTIONS, accompany capital, AT&T, SUNRUN, Tabby, TRANS ATLANTIC LOGISTICS INC, USBD GROUP LLC, QEDC, Screenshot Elegance in Every Impression, ADP, Nacmias Law Firm, Eventure, Citywide Insurance Agency, NYSIF New York State Insurance Fund, RECOMM WE FUND, Bright Horizon Solutions, IRS Department of the Treasury Internal Revenue Service, RiBANA organic, Signature Collection

Organized by: USBCCI U.S. Bangladesh Chamber of Commerce & Industry

Co-Organizer: SME FOUNDATION

In association

In collaboration: Queens Chamber of Commerce

Media Partner: DAILY NEWS

SPONSORSHIP & EXHIBITOR OPPORTUNITIES AVAILABLE

WWW.USBCCIBUSINESSEXPO.COM
(+1) 212-347-6364
INFO@USBCCI.ORG

KARNAFULLY HOME CARE LLC

A TRUSTED INSTITUTION FOR HOME CARE SERVICES

KARNAFULLY HOME CARE

WE ARE LICENSED HOME CARE SERVICES AGENCY

We Care
Your Family
Like Ours

LHCSAs

Our Services in New York Counties

We Provide The Following Home Care Services

HHA (Home Health Aide)
PCA (Personal Care Assistant)
CDPAP (Consumer Directed Personal Assistance Program)

Service Areas (Boroughs & Counties)

- Queens
- Nassau
- Suffolk
- Bronx
- Westchester
- Dutchess
- Orange
- Rockland
- Sullivan
- Ulster

NYS Department of Health LHCSAs

Main Office
37-20 74th Street, 2nd Fl,
Jackson Heights, NY, 11372

Jamaica Office
167-18 Hillside Ave, 2nd Fl,
Jamaica, NY, 11432

Mohammed Hasem, EA, MBA
President and CEO

MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent

Fax: 347-338-6799

347-621-6640

পেয়ারা না লেবু- কোনটি বেশি উপকারী?

পরিচয় ডেস্ক: পেয়ারা এবং লেবুই দুটিই স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। এই দুই ফলেই পর্যাপ্ত পরিমাণে ভিটামিন সি রয়েছে।
ভিটামিন সি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। সেই সঙ্গে কোষ রক্ষা করে। ত্বকের উজ্জ্বলতা ধরে রাখতেও ভিটামিন সি'য়ের তুলনা নেই। এ কারণে ভিটামিন সি গ্রহণ জরুরি।
অনেকের ধারণা, লেবুতে সবচেয়ে বেশি ভিটামিন থাকে। আসলেই কি তাই?
ভারতীয় গণমাধ্যম 'টাইমস অব ইন্ডিয়া'র এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, পেয়ারায় কমলার তুলনায় তিনগুণ বেশি ভিটামিন সি থাকে। আর লেবুর চেয়ে চার গুণ বেশি ভিটামিন সি পাওয়া যায়। প্রতি ১০০ গ্রাম লেবুতে প্রায় ৫৩ মিলিগ্রাম ভিটামিন সি থাকে। অন্যদিকে একই পরিমাণে পেয়ারায় ২২৮ মিলিগ্রাম ভিটামিন সি পাওয়া যায়।
পেয়ারার উপকারিতা : পেয়ারায় থাকা অ্রান্টিঅক্সিডেন্ট, ফাইবার , ভিটামিন সি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।
লেবুর উপকারিতা : লেবু হজমে সাহায্য করে। সেই সঙ্গে শরীর ডিটক্স করে। নিয়মিত লেবু খেলে ত্বক পরিষ্কার থাকে।
পেয়ারা না লেবু ?
পেয়ারা ও লেবু দুটি ফলেরই আলাদা উপকারিতা রয়েছে। ভিটামিন সি'য়ের উৎস হিসেবে পেয়ারা বেশি উপকারী। তবে নিয়মিত দুটি ফল খেলেই শরীর ভালো থাকবে।
যেভাবে খাবেন : পেয়ারা কাঁচা খাওয়া যায় আবার জুস করেও খেতে পারেন। লেবু পানি, সালাদ বা শরবত করে খাওয়া যায়।

প্রতিদিন সকালে এক কোয়া রসুন খাওয়ার উপকারিতা

পরিচয় ডেস্ক: রান্নার অন্যতম দরকারি উপকরণ রসুন। স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী রসুন কাঁচাও খাওয়া যায়। নিয়মিত এক কোয়া কাঁচা রসুন খেলে রান্নার চেয়ে বেশি উপকারিতা মেলে। এ কারণে এটিকে সুপারফুডও বলা হয়। তবে যাদের রসুনে অ্যালার্জি আছে বা যাদের কাঁচা রসুন খেলে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হয় তাদের এড়ানো ভালো।
প্রতিদিন রসুন খাওয়ার উপকারিতা:
রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : ভিটামিন সি এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ রসুন রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে।
হজমশক্তি: যাদের হজমের সমস্যা রয়েছে তাদের দৈনন্দিন খাদ্যতালিকায় রসুন যোগ করা খুবই জরুরি।
রক্তে শর্করার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে থাকে : প্রতিদিন সকালে এক কোয়া রসুন খেলে রক্তে শর্করার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে থাকে।
কোলেস্টেরল:প্রতিদিন রসুন খেলে উচ্চ রক্তচাপ এবং খারাপ কোলেস্টেরল কমাতে সাহায্য করে।
ক্যান্সারের ঝুঁকি কমে: অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে ভরপুর রসুন খেলে কিছু নির্দিষ্ট ক্যান্সারের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে।
ত্বকের জন্য উপকারী : ভিটামিন সি এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে ভরপুর রসুন খাওয়া ত্বকের জন্যও উপকারী।
ওজন কমাতে সহায়ক : যারা ওজন কমাতে চাইছেন তারা প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় রসুন যোগ করতে পারেন। রসুন শরীরের অপ্রয়োজনীয় ক্যালোরি ঝরাতে সাহায্য করে।

শীতে মিষ্টি আলু কেন খাবেন

পরিচয় ডেস্ক: শীতের বাজারে নানা ধরনের শাকসবজির ভিড়ে পাওয়া যাচ্ছে মিষ্টি আলু। অনেকেই হয়তো জানেন না, এর উপকারিতা এতটাই বেশি যে এটাকে শীতকালীন সুপার ফুড বললেও ভুল হবে না। এই সময় মিষ্টি আলু খেলে নানা উপকারিতা মিলবে। যেমন:
হজমে সহায়ক
মিষ্টি আলুতে থাকা প্রাকৃতিক ফাইবার আপনাকে দীর্ঘ সময় পেট ভরা রাখতে সাহায্য করে। যারা ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে চান তাদের জন্য এটি বিশেষভাবে উপকারী। এতে থাকা ফাইবার হজমশক্তি উন্নত করে এবং কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে।
ভিটামিনের পাওয়ার হাউস
মিষ্টি আলুতে ভিটামিন এ, বি৬, সি এবং ম্যাঙ্গানিজ সহ অনেক প্রয়োজনীয় অনেক পুষ্টি উপাদান রয়েছে। ভিটামিন এ দৃষ্টিশক্তির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী করে। ভিটামিন সি সর্দি-কাশি এবং ফ্লুর প্রতিরোধ হিসেবে কাজ করে। মিষ্টি আলুর রঙ যত গাঢ় হবে, এতে বিটা-ক্যারোটিন তত বেশি থাকবে, যা এটিকে আরও পুষ্টিকর করে তুলবে।
মস্তিষ্কের স্বাস্থ্যের জন্য ভালো
মিষ্টি আলুতে থাকা বিভিন্ন পুষ্টি উপাদান স্মৃতিশক্তি উন্নত করে এবং মস্তিষ্ককে দ্রুত কাজ করতে সাহায্য করে। এটি নিউরোডিজেনারেটিভ যেমন-আলঝাইমার রোগ প্রতিরোধেও সাহায্য করতে পারে।
প্রাকৃতিক শক্তিবর্ধক
মিষ্টি আলুকে কার্বোহাইড্রেটের একটি দুর্দান্ত উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এতে থাকা কার্বোহাইড্রেট ধীরে ধীরে শরীরে শক্তি নির্গত করে।
হৃদরোগের জন্য উপকারী
মিষ্টি আলুতে প্রচুর পরিমাণে পটাশিয়াম এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকায় এটি হৃদরোগের জন্য উপকারী বলে মনে করা হয়। পটাশিয়াম শরীরে সোডিয়ামের প্রভাবকে ভারসাম্যপূর্ণ করে, রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। এতে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট শরীরের প্রদাহ কমাতে ভূমিকা রাখে।
ডায়াবেটিস রোগীরা খেতে পারেন
ডায়াবেটিস রোগীরাও মিষ্টি আলু খেতে পারেন। এর গ্লাইসেমিক সূচক মাঝারি, যার অর্থ হল এগুলি ধীরে ধীরে শক্তি বৃদ্ধি করে এবং রক্তে শর্করার মাত্রা হঠাৎ করে বৃদ্ধি পায় না। তবে, ডায়াবেটিসে আক্রান্তদের সীমিত পরিমাণে, সেদ্ধ বা ভাজা অবস্থায় খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়।
গবেষণা কী বলে?
গবেষণায় দেখা গেছে, বেগুনি মিষ্টি আলুতে পাওয়া নির্দিষ্ট জৈব সক্রিয় যৌগগুলি মস্তিষ্কের জন্য খুবই উপকারী। এই যৌগগুলিতে প্রদাহ-বিরোধী এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা মস্তিষ্কের প্রদাহ কমায় এবং কোষগুলিকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করে।

শরীরের জন্য উপকারী ৫ শাক

পরিচয় ডেস্ক: অনেকেরই শাক পছন্দের খাবার। শাক শুধু খেতেই সুস্বাদু নয়, বরং পুষ্টিগুণেও ভরপুর। পুষ্টিবিদরা বলছেন, প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় বিভিন্ন ধরনের শাক রাখলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে, হজমশক্তি উন্নত হয়। সেই সঙ্গে সামগ্রিক স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটে। কমবেশি সব শাকই উপকারী। তবে কিছু কিছু শাকে পুষ্টিগুণ একটু বেশিই থাকে। যেমন:

পালং শাক

পালং শাক বাঙালির পছন্দের শাকগুলির মধ্যে একটি। এটি আয়রন, ভিটামিন এ, সি এবং কে-এর চমৎকার উৎস। পালং শাক রক্তশূন্যতা প্রতিরোধে সাহায্য করে। এটি হাড়ের স্বাস্থ্যের জন্যও উপকারী। পুষ্টিবিদদের মতে, পালং শাক হজমশক্তি উন্নত করে। এতে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ক্যানসারের ঝুঁকি কমায়।

নটে শাক

এই শাক ভিটামিন সি, আয়রন এবং ক্যালসিয়ামে সমৃদ্ধ। এটি রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে এবং হৃদরোগ প্রতিরোধে ভূমিকা রাখে। নোটশাক সাধারণত ভেজে বা তরকারি হিসেবে খাওয়া হয়। রোজ খাদ্যতালিকায় এই শাক রাখলে ত্বক ও চুলের স্বাস্থ্য ভালো থাকে।

পুঁইশাক

পুঁইশাক সবার পছন্দের একটি শাক। এটি ফাইবার, ভিটামিন এ এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে ভরপুর। পুঁইশাক হজমশক্তি বাড়ায় এবং কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে। পুঁইশাকের ডাঁটা দিয়ে তৈরি তরকারি অনেক জনপ্রিয়। এই শাক প্রতিদিন খেলে চোখের স্বাস্থ্য ভালো থাকে। এই শাক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।

মেথি শাক

কিছুটা তিতকুটে শাকের এই শাকের পুষ্টিগুণ অসাধারণ। এটি ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে, রক্তে শর্করার মাত্রা কমাতে এবং কোলেস্টেরল কমাতে সহায়ক। এটি ভেজে বা তরকারি হিসেবে খাওয়া যায়। পুষ্টিবিদরা বলেন, মেথি শাক গর্ভবতী মহিলাদের জন্য বিশেষ উপকারী।

কলমি শাক

কলমি শাক খুবই সহজলভ্য একটি শাক। এটি ভিটামিন এ, সি এবং খনিজ পদার্থে সমৃদ্ধ। কলমি শাক হজমে সাহায্য করে। এই শাক শরীরের প্রদাহ কমায়। কলমি শাকের কোমল পাতা এবং ডাঁটা দুটোই রান্নায় ব্যবহার করা যায়। এটি রক্ত পরিশোধন এবং ত্বকের স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী।

পুষ্টিবিদদের মতে, প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় এই শাকগুলি রাখলে শরীরের পুষ্টির চাহিদা পূরণ হয়। তবে, শাক রান্নার আগে অবশ্যই ভালোভাবে ধুয়ে নেওয়া উচিত। পুষ্টিবিদদের ভাষায়, শাক বেশি সিদ্ধ করলে এর পুষ্টিগুণ নষ্ট হতে পারে, তাই হালকা ভাপে বা সামান্য রান্না করে খাওয়া ভালো।

জেনে নিন হাসির স্বাস্থ্য উপকারিতা

পরিচয় ডেস্ক: হাসি এমন আবেগের প্রকাশ যা আমাদের মন এবং শরীরকে সুস্থ রাখতে দারুন কাজ করে। অনেক গবেষণায় দেখা গেছে, জোরে হাসলে শুধু আমাদের মনই হালকা রাখে তা নয়,বরং শারীরিক স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রেও ইতিবাচক পরিবর্তন আনে। হাসি থে রাপির আরও অনেক স্বাস্থ্য উপকারিতা রয়েছে। যেমন-

মানসিক চাপ কমানো: গবেষণায় দেখা গেছে ,হাসি কর্টিসলের মাত্রা কমায়। এর ফলে মন সব ধরনের চাপ ভালোভাবে মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়।

হৃদরোগের স্বাস্থ্য: যুক্তরাষ্ট্রের কানসাস বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গবেষণায় দেখা গেছে,অনেক চাপের মধ্যে থাকলেও হাসি হৃৎস্পন্দন এবং রক্তচাপ কমায়।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি: হাসি এমন এক অনুভূতি যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। যার ফলে শরীর অসুস্থতার বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারে।

ব্যথা কমায়: হাসির সময় নিঃসৃত এন্ডোরফিন প্রাকৃতিক ব্যথানাশক হিসেবে কাজ করে।

শারীরিক স্বাস্থ্যের উন্নতি : হাসি একটি দুর্দান্ত ব্যায়াম। এটি রক্ত সঞ্চালন উন্নত করে এবং পেশি শিথিল করে। হাসি রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণেও সাহায্য করে। দীর্ঘস্থায়ী রোগে ভুগছেন এমন ব্যক্তিদের জন্য হাসি থেরাপি খুবই উপকারী হতে পারে। হাসতে হলে, আপনি কমেডি শো দেখতে পারেন অথবা বন্ধুদের সাথে রসিকতাও করতে পারেন।

হাসি, সামাজিক সংযোগ এবং আত্মবিশ্বাস

হাসি এমন এক অভিব্যক্তির প্রকাশ যা অন্যদের মধ্যেও সংক্রমিত হয়। সুইডেনের উপসালা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গবেষণায় দেখা গেছে, যে কাউকে হাসতে দেখলে পর্যবেক্ষকের মস্তিষ্কের মিরর নিউরন সক্রিয় হয়, যার ফলে তার মধ্যেও হাসি সংক্রমিত হয়। এই প্রকাশ সামাজিক বন্ধনকে আরও শক্তিশালী করে।

খাবার খাওয়ার পর এলাচ খেলে কী হয়?

পরিচয় ডেস্ক: খাবারের স্বাদ বাড়াতে এলাচের জুড়ি নেই। আবার খাবার খাওয়ার সময় এই এলাচ কামড়ে পড়লেই মেজাজ বিগড়ে যায়। এই মসলার স্বাস্থ্য উপকারিতা এত বেশি, যা জেনে অবাক হবেন। মুখের দুর্গন্ধ দূর করা থেকে শুরু করে হার্ট-ফুসফুস ভালো রাখতেও সাহায্য করে এই এলাচ। বিশেষ করে দুপুরে কিংবা রাতের ভারি খাবার খাওয়ার পর এলাচ খেলে দ্রুতই ভালো ফল পাওয়া যায়।

খাবার খাওয়ার পর এলাচ কেন খাবেন?

খাবার হজমে সমস্যা হলে খাওয়ার পর ২-৩টি এলাচ চিবিয়ে খান। এতে গ্যাস্ট্রিক, পেট ফাঁপা কিংবা ভারী খাবারের পর পেটের অস্বস্তি অনেকটাই কমে যায়। ঝাল-মসলাদার খাবার খাওয়ার পর বুকজ্বালা বা বমি বমি ভাব হলেও এলাচ খেতে পারেন।

মুখের দুর্গন্ধ দূর করতে এলাচ চিবিয়ে খেতে পারেন। এটি মুখের ব্যাকটেরিয়া মেরে ফেলে এবং মাড়ি ও দাঁতের সংক্রমণও কমাতে সাহায্য করে।

প্রাকৃতিক ডিটক্স হিসেবে কাজ করে এলাচ। এটি শরীরের টক্সিন বা দূষিত পদার্থ বের করে দেয়। এতে কিডনির স্বাস্থ্যও ভালো থাকে।

এলাচে থাকা পটাসিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম ও অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখে, এবং রক্তসঞ্চালন উন্নত করে। এর ফলে হৃদরোগের ঝুঁকি কমে যায়। কোলেস্টেরলের মাত্রাও নিয়ন্ত্রণে থাকে। আবার কার্ডিওভাস্কুলার রোগের ঝুঁকি এড়াতে হলে খাবার খাওয়া শেষে এলাচের দানা চিবিয়ে খান।

শ্বাসকষ্ট বা হাঁপানি, কাশি, কফের সমস্যা হলে এলাচ খাওয়া বা এলাচ দিয়ে চা পান করা উপকারী হতে পারে। এটি শ্বাসযন্ত্র পরিষ্কার রাখে এবং ঠাণ্ডাজনিত সমস্যাও কমাতে সাহায্য করে।

রক্তে শর্করা মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে এলাচ। এটা বিপাক ক্রিয়া সুষ্ঠভাবে হতে সাহায্য করে। ইনসুলিন নিয়ন্ত্রণ করে। ডায়াবেটিক রোগীরা প্রতিদিন ১-২টি এলাচ চিবিয়ে খেতে পারেন।

ইলিশ কোরমা

পরিচয় ডেস্ক: পরিচয় ডেস্ক: ইলিশ কোরমা হলো একটি সুস্বাদু বাঙালি রান্না যেখানে ইলিশ মাছকে দই, বাদাম বাটা এবং মশলার সাথে রান্না করা হয়। এটি সাধারণত পোলাও বা ভাতের সাথে পরিবেশন করা হয় এবং এর প্রধান উপকরণ হলো ইলিশ মাছ, পেঁয়াজ বাটা, আদা বাটা, রসুন বাটা, বাদাম বাটা (ঐচ্ছিক), দই এবং বিভিন্ন মশলা যেমন এলাচ ও দারুচিনি।

উপকরণ: ইলিশ মাছ (টুকরা করা), পেঁয়াজ বাটা, আদা বাটা, রসুন বাটা, বাদাম বাটা (বাদাম, কাজু বা পেস্তা), টক দই, নারকেলের দুধ (ঐচ্ছিক), এলাচ, দারুচিনি, কাঁচা মরিচ, লবণ ও চিনি স্বাদমতো, তেল

প্রণালী: প্রথমে কড়াইতে তেল গরম করে এলাচ ও দারুচিনি দিয়ে পেঁয়াজ কুচি ভাজুন। পেঁয়াজ বাদামী হলে আদা বাটা ও রসুন বাটা দিয়ে কষিয়ে নিন। এরপর বাদাম বাটাও দিতে পারেন। কাঁচা মরিচ, লবণ এবং চিনি দিয়ে ভালো করে মশলা কষিয়ে নিন।

টক দই ফেটিয়ে বা নারকেলের দুধ দিয়ে একটি মসৃণ মিশ্রণ তৈরি করুন এবং মশলার সাথে মিশিয়ে দিন। ইলিশ মাছের টুকরাগুলো মশলার মিশ্রণে দিয়ে হালকাভাবে মাখিয়ে নিন। মাছগুলো ঢেকে দিন এবং অল্প আঁচে রান্না করুন যতক্ষণ না মাছ সেদ্ধ হয় এবং মশলা ঘন হয়ে আসে। যদি চান, ওপর থেকে কাঁচা মরিচ বা ধনে পাতা ছড়িয়ে পরিবেশন করতে পারেন।

পরিবেশন: ইলিশ মাছের কোরমা সাধারণত ভাত বা পোলাওয়ের সাথে পরিবেশন করা হয়।

কচুমুখী দিয়ে ইলিশ

পরিচয় ডেস্ক: কচুমুখী দিয়ে ইলিশ একটি সুস্বাদু বাঙালি পদ। এই রান্নায় ইলিশ মাছের সাথে কচুর মুখি ব্যবহার করা হয়, যা দুটি উপাদানের স্বাদকে একে অপরের পরিপূরক করে তোলে।

উপকরণ (সাধারণত যা লাগে): ইলিশ মাছ (টুকরো করা), কচুর মুখি, পেঁয়াজ কুচি, হলুদ গুঁড়ো, মরিচ গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, জিরা গুঁড়ো, আদা বাটা, রসুন বাটা, লবণ, সরিষার তেল, কাঁচা মরিচ, পানি, ধনে পাতা (সাজানোর জন্য)

প্রণালী: প্রথমে ইলিশ মাছ হালকা হলুদ, মরিচ ও লবণ দিয়ে মেখে ভেজে তুলে নিন। কচু মুখিগুলো খোসা ছাড়িয়ে টুকরো করে নিন এবং সামান্য হলুদ দিয়ে ভাজুন। এবার কড়াইতে তেল গরম করে পেঁয়াজ কুচি ভেজে নিন। এরপর আদা, রসুন বাটা দিয়ে কষিয়ে হলুদ, মরিচ, ধনে ও জিরা গুঁড়ো দিয়ে ভালোভাবে কষান।

মশলা কষানো হলে ভাজা কচুর মুখি যোগ করে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করুন। প্রয়োজনে কিছুটা পানি ও লবণ দিয়ে ঢেকে দিন। কচুর মুখি সেদ্ধ হওয়া পর্যন্ত রান্না করুন।

কচুর মুখি সেদ্ধ হয়ে গেলে ভেজে রাখা ইলিশ মাছগুলো দিয়ে দিন। কাঁচা মরিচ ফালি এবং সামান্য পানি দিয়ে কিছুক্ষণ ঢেকে রান্না করুন। মাছ ও কচু সেদ্ধ হয়ে ঝোল ঘন হয়ে এলে ধনে পাতা ছড়িয়ে নামিয়ে নিন।

এই রান্নাটি গরম ভাতের সাথে খেতে খুব সুস্বাদু লাগে।

জ্যাকসন হাইটসে বাঙালি খাবারের সেরা রেঁস্তোরা

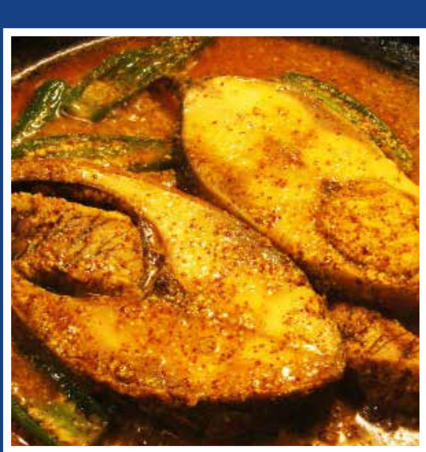

সীমিত আসন, টেকআউট, ক্যাটারিং এবং ডেলিভারীর জন্য খোলা

ইত্যাদি
Ittadi
ITTADI GARDEN & GRILL
73-07 37th Road Street, Jackson Heights
NY 11372, Tel: 718-429-5555

ইলিশ পোলাও

পরিচয় ডেস্ক: ইলিশ পোলাও হলো ইলিশ মাছ এবং পোলাওয়ের চাল দিয়ে তৈরি একটি সুস্বাদু খাবার। এটি সাধারণত ঘি, মশলা এবং অন্যান্য উপাদানের সাথে রান্না করা হয়। পোলাওয়ের চালের সাথে ইলিশ মাছের টুকরা, পেঁয়াজ, আদা, রসুন, হলুদ, জিরা, ধনে এবং গরম মশলার মিশ্রণ দিয়ে এই রান্নাটি তৈরি করা হয়।

উপকরণ: পোলাওয়ের চাল, ইলিশ মাছের টুকরা, পেঁয়াজ কুচি, আদা বাটা, রসুন বাটা, হলুদ গুঁড়া, জিরা গুঁড়া, ধনে গুঁড়া, গরম মশলা (এলাচ, লবঙ্গ, দারুচিনি), সরিষার তেল বা ঘি, লবণ, কাঁচা মরিচ (ইচ্ছা অনুযায়ী), পানি

পদ্ধতি: চাল ধুয়ে প্রস্তুত করা: চাল ভালো করে ধুয়ে কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রাখুন। ইলিশ মাছ ভাজা: ইলিশ মাছের টুকরা হালকা লবণ ও হলুদ মেখে হালকা ভেজে তুলে রাখুন।

মশলা কষানো: হাঁড়িতে তেল বা ঘি গরম করে পেঁয়াজ কুচি ভেজে তাতে আদা-রসুন বাটা, হলুদ, জিরা, ধনে গুঁড়া এবং গরম মশলা দিয়ে কষিয়ে নিন। চাল ও পানি যোগ করা: কষানো মশলার মধ্যে চাল দিয়ে কিছুক্ষণ ভেজে নিন। এরপর পরিমাণমতো গরম পানি ও লবণ দিয়ে ঢেকে দিন।

মাছ যোগ করা: চাল সেদ্ধ হয়ে এলে বা পানি শুকিয়ে এলে ভেজে রাখা ইলিশ মাছের টুকরা উপরে দিয়ে সাবধানে মিশিয়ে দিন।

দম দেওয়া: ঢাকনা দিয়ে একদম অল্প আঁচে কিছুক্ষণ দমে রাখুন যাতে মাছের ফ্লেভার পোলাওয়ের সাথে ভালোভাবে মিশে যায়।

পরিবেশন: গরম গরম পরিবেশন করুন।

ইলিশ বিরিয়ানি

পরিচয় ডেস্ক: ইলিশ বিরিয়ানি হলো ইলিশ মাছ দিয়ে তৈরি এক বিশেষ ধরনের বিরিয়ানি, যা সাধারণত ভাত ও মশলার সঙ্গে ইলিশ মাছ মিশিয়ে রান্না করা হয়। এটি একটি সুস্বাদু ও ভিন্ন স্বাদের খাবার, যা তৈরি করতে চাল, ইলিশ মাছ, পেঁয়াজ, আদা-রসুন বাটা, দই, ঘি এবং বিভিন্ন মশলা ব্যবহার করা হয়।

উপকরণ: ইলিশ মাছ ছোট টুকরা করে কাটা। পোলাও চাল যেমন বাসমতি চাল। পেঁয়াজ কুচি করা। আদা বাটা ও রসুন বাটা, টক দই গ্রেভির ভিত্তি হিসেবে। তেল ও ঘি গরম মশলা (যেমন এলাচ, লবঙ্গ, দারুচিনি)। অন্যান্য মশলা (যেমন হলুদ, মরিচ গুঁড়া, জিরা গুঁড়া)। কেওয়া জল বা গোলাপ জল (ঐচ্ছিক)। কাঁচা মরিচ ও ধনে পাতা (সাজানোর জন্য)।

পদ্ধতি: ইলিশ মাছের টুকরাগুলো হলুদ, লবণ ও অন্যান্য মশলা দিয়ে মেখে হালকা ভেজে নিন। ভাত রান্না পোলাও চাল লবণ ও কিছু গরম মশলা দিয়ে সেদ্ধ করে নিন (তবে পুরোপুরি সেদ্ধ হবে না)।

মশলা কষানো: একটি বড় প্যানে তেল ও ঘি গরম করে পেঁয়াজ কুচি ভেজে নিন। এরপর আদা-রসুন বাটা ও অন্যান্য মশলা দিয়ে কষিয়ে নিন। গ্রেভি তৈরি কষানো মশলায় টক দই যোগ করে ভালো করে মিশিয়ে গ্রেভি তৈরি করুন।

বিরিয়ানি দমে বসানো: একটি হাঁড়ির নিচে প্রথমে ভাজা ইলিশ মাছের টুকরাগুলো বিছিয়ে দিন। এরপর এর উপর সেদ্ধ করা ভাতের একটি স্তর দিন। তার উপর মশলার গ্রেভি ছড়িয়ে দিন। এরপর আবার ভাতের আরেকটি স্তর দিন।

দম দেওয়া: হাঁড়ির মুখ ভালোভাবে বন্ধ করে অল্প আঁচে দমে রাখুন, যাতে চাল সেদ্ধ হয় এবং সমস্ত উপকরণ একসঙ্গে মিশে একটি সুগন্ধ তৈরি হয়।

এই রেসিপিটি একটি সাধারণ ধারণা মাত্র, এটি বিভিন্নভাবে তৈরি করা যায়। এই ধরনের বিরিয়ানি তৈরির জন্য ইন্টারনেটে অনেক ভিডিও এবং রেসিপি পাওয়া যায়, যা দেখে আপনি আরও সহজভাবে ইলিশ বিরিয়ানি তৈরি করতে পারেন।

ঘরোয়া স্পেশাল কাচ্চি বিরিয়ানি
সুস্বাদু খাবারের ঘরোয়া আয়োজন
G HALAL
Ghoroa
Sweets & Restaurant
the taste of home
www.ghoroa.com, email: ghoroa@yahoo.com
Jamaica Location:
168-41 Hillside Avenue,
Jamaica, NY 11432,
Tel: 718-262-9100
718-657-1000
Brooklyn Location:
478 McDonald Ave,
Brooklyn, NY 11218
Tel: 718-438-6001
718-438-6002

এসাইলাম সেন্টার / স্টপ ডিপোর্টেশন

আমেরিকায় গ্রীনকার্ড/ বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন

বাংলাদেশ/ইন্ডিয়া/পাকিস্তান/নেপাল/সাউদ আমেরিকা/আফ্রিকা এবং অন্যান্য

একটি রাজনৈতিক/ধর্মীয়/সামাজিক ও নাগরিক অধিকার বিষয়ক এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।

প্রশ্ন হলো, আপনার এই কেইসটি কে তেরী করেছে এবং কে আপনাকে ইমিগ্রেশনে / কোর্টে রিপ্রেজেন্ট করছে?

কেন আমাদের কাছে আসবেন

- আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্তর যোগাযোগ করুন।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দুরূহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপি'র সর্বাধিক কেইসে আমরাই জয়লাভ করেছি।)
- ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
- আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনেকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
- ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ ডিভোর্স /ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
- দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকার JEWISH ATTORNEY দের সাহায্য নিন এবং আমেরিকায় আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
- ফ্রি কন্সালটেন্সি

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি

(আমরা নিন্দিত এবং সমালোচিত। কিন্তু আপনার সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়)

৭৩-৪৮, ৭২ স্টিট, ২য় তলা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২ ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৮, ৯১৭-৭২২-১৪০৯

ই-মেইল:LEGALNETWORK.US@GMAIL.COM

KHAN'S TUTORIAL
30 YEARS OF EXCELLENCE
Grade 7
SHSAT
UP TO
$200 OFF
KHAN'S SIGNATURE SHSAT
Sale ends Sunday November 16th, 2025
Digital & In-Person At 8 Locations!
SHSAT Group Class
• Saturdays or Sundays
• Fundamentals
Specialized HS Test
• Stuyvesant
• Bronx Science
• Brooklyn Tech
4,862+
Students Accepted Over 30 Years!
Stuyvesant HS
Bronx Science
Brooklyn Tech
Affordable. Proven. Trusted.
Call Now at (718) 938-9451 or Visit KhansTutorial.com

হোয়াইট হাউসে সাবেক 'জিহাদি

১২ পৃষ্ঠার পর

গোলান মালভূমি ফেরত চাওয়ার দাবি জোরালোভাবে তুলছে না। তাদের দাবি সীমিত রয়েছে ইসরায়েলের সম্প্রতি দখল করা বাফার জোনগুলো থেকে সেনা প্রত্যাহারের মধ্যে। কিছু প্রতিবেদনে অবশ্য বলা হচ্ছে, দামেস্ক শান্তিচুক্তির পূর্বশর্ত হিসেবে অন্তত গোলানের এক-তৃতীয়াংশ ফেরত চায়। আবার কেউ কেউ ধাপে ধাপে সেনা প্রত্যাহার বা লিজ চুক্তির মতো জটিল প্রস্তাবও দিয়েছেন। অন্যদিকে ইসরায়েলি কর্মকর্তারা স্পষ্ট জানিয়েছেন, গোলানের ওপর ইসরায়েলের সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি না দিলে কোনো ধরনের চুক্তিই সম্ভব নয়।

আল-শারার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক মিত্র তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান। তিনিও সম্পূর্ণ কূটনৈতিক স্বাভাবিকীকরণের বিরোধিতা করছেন। কারণ, এতে আঙ্কারার আঞ্চলিক প্রভাব কমে ইসরায়েল ও সৌদি আরবের প্রভাব বাড়তে পারে।

এদিকে সিরিয়ার সাধারণ মানুষ বিষয়টি নিয়ে যথেষ্ট সন্দিহান। দামেস্ক ও আলেপ্পোর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সমালোচনার ঝড় উঠেছে। অনেকের অভিযোগ, আল-শারা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পাওয়ার আশায় সিরিয়ার জমি বিকিয়ে দিচ্ছেন।

যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের কাছে একটি বিষয় পরিষ্কারড়পশ্চিমা চাহিদার সিরিয়া মানে ইরান ও তার 'প্রতিরোধ জোটের' জন্য এক ভয়াবহ ধাক্কা। যদি দামেস্ক তেহরান ও হিজবুল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে, তবে আঞ্চলিক শক্তির ভারসাম্য নাটকীয়ভাবে চলে যাবে ওয়াশিংটনের উপসাগরীয় মিত্র ও তেল আবিবের পক্ষে। নেতানিয়াহু বিষয়টি একেবারে স্পষ্টই বলেছেন, ইরান ও হিজবুল্লাহর দুর্বলতাই সিরিয়ার সঙ্গে আলোচনাকে 'সম্ভব' করে তুলেছে।

মূল প্রশ্ন হচ্ছে, আল-শারার হাতে কি যথেষ্ট রাজনৈতিক পুঁজি আছে নিজের প্রতিশ্রুতিগুলো বাস্তবায়নের জন্য? তিনি এখনো একটি বিভক্ত দেশের শাসক, তাঁর নিরাপত্তা বাহিনীর আনুগত্যও প্রশ্নবিদ্ধ। তাঁর নিজের জোটের মধ্যেই তুরস্ক-সমর্থিত গোষ্ঠীগুলোর বিরোধিতা রয়েছে। একসময় জিহাদি কমান্ডার হিসেবে তাঁর অতীত তাঁকে আসাদকে উৎখাত করার সক্ষমতা দিয়েছে বটে; কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য প্রয়োজন ভিন্ন দক্ষতা।

বাজির মঞ্চে এক জিহাদি

আল-শারার হোয়াইট হাউস সফর খুবই ঝুঁকিপূর্ণ এক বাজি। এই বাজির অংশীদার আরও অনেকে। ট্রাম্প ও নেতানিয়াহুর বাজি হচ্ছে, অর্থনৈতিক প্রলোভন ও কূটনৈতিক স্বীকৃতির সমন্বয়ে তাঁরা এক সাবেক সন্ত্রাসী নেতাকে নির্ভরযোগ্য অংশীদারে রূপান্তর করতে পারবেন।

অন্যদিকে সদ্য ক্ষমতায় আসা সিরীয় প্রেসিডেন্ট বাজি ধরেছেন যে তিনি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও পুনর্গঠনের অর্থায়ন পেতে পারেন। সেটি নিজের দেশের জনগণকে সম্পূর্ণভাবে দূরে সরিয়ে না দিয়েই কিংবা সিরিয়ার দীর্ঘমেয়াদি ভূখণ্ডগত দাবি বিসর্জন না দিয়েই।

আল-শারা হয়তো মনে করছেন, যুদ্ধবিধ্বস্ত এক জাতির জন্য তিনি বাস্তববাদী পথই নিচ্ছেন; কিন্তু যে জনগণ এত ত্যাগ স্বীকার করেছে, তাদের কাছে এই বাস্তববাদই আত্মসমর্পণের মতো।

সামনের মাসগুলোই নির্ধারণ করবে আল-শারা স্বীকৃতি অর্জন করতে পারবেন কি না, আত্মসমর্পণ ছাড়া পুনর্গঠন এগিয়ে নিতে পারবেন কি না, স্বাধীনতা হারানো ছাড়া এবং বৈধতা অর্জন করতে পারেন বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া।

আপাতত আহমেদ আল-শারা দাঁড়িয়ে আছেন এক বিশাল কূটনৈতিক পরীক্ষার কেন্দ্রে। যা হয়তো অস্থির এক অঞ্চলকে স্থিতিশীল করবে, নয়তো নতুন করে আগুন জ্বালিয়ে দেবে এমন এক ভূমিতে, যা ইতিমধ্যেই সহ্য করেছে অগণিত যন্ত্রণা। জাসিম আল-আজযাভি মধ্যপ্রাচ্যের সাংবাদিক ও টেলিভিশন উপস্থাপক। কাজ করেছেন এমবিসি, আবুধাবি টিভি ও আলজাজিরা ইংরেজিতে, মিডিল ইস্ট মনিটর থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্তাকারে অনূদিত

ট্রাম্প কি রাজার শাসন চালাচ্ছেন

১২ পৃষ্ঠার পর

মহাপরিদর্শকের তদন্তে বিষয়গুলোর মীমাংসা হয় না। এখন এসব গোপনে নিষ্পত্তি হচ্ছে। ফলে জনসমক্ষে কোনো রেকর্ডই থাকছে না। একটি মেধাভিত্তিক সরকারি ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হলো সরকার যেন রাজদরবারের মতো না চলে, আনুগত্যের চেয়ে দক্ষতা যেন বেশি মূল্য পায়। কিন্তু যখন বিশ্বস্ত লোকদের অভিজ্ঞদের ওপরে প্রাধান্য দেওয়া হয়, তখন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যোগ্যতার বদলে সম্পর্কের ভিত্তিতে। এতে তদারকি বা জবাবদিহি দুর্বল হয়ে পড়ে।

ট্রাম্পের আমলে দেখা যাচ্ছে, যে পদগুলোর জন্য সিনেটের অনুমোদন দরকার, সেসব পদে 'ভারপ্রাপ্ত' কর্মকর্তাদের বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। নীতিমালা প্রকাশের আগে মন্তব্য করার সময়সীমা আগে ছিল ৬০ দিন। এখন তা কমিয়ে ৩০ দিন করা হয়েছে। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঘোষণা এত তাড়াহুড়ায় দেওয়া হচ্ছে যে সঠিক পর্যালোচনার সুযোগই থাকছে না।

যেভাবে রাজা হেনরি তাঁর বিশ্বস্ত লোকদের গুরুত্বপূর্ণ পদে বসাতেন বা কোনো কোনো পদ ফাঁকা রেখেই শাসন চালাতেন, তেমনি যুক্তরাষ্ট্রেও ইন্সপেক্টর জেনারেলদের পদ দীর্ঘদিন খালি পড়ে থাকার কারণে তদন্তের গতি কমে গেছে। অন্তর্বর্তীকালীন কর্মকর্তাদের মধ্যে যাঁদের রাজনৈতিক সমর্থন দুর্বল, তাঁরা আইন প্রয়োগে অনাগ্রহী।

ট্রাম্পকে রাজা ঘোষণা করা হয়নি। কারণ, একজন প্রেসিডেন্ট কখনো রাজা হতে পারেন না। তিনি নির্বাচন ছাড়া শাসন করতে পারেন না, সংসদের অনুমোদন ছাড়া অর্থ খরচ করতে পারেন না, আদালত ভেঙে দিতে পারেন না বা অঙ্গরাজ্যগুলোর ক্ষমতা বিলুপ্ত করতে পারেন না। কিন্তু বাস্তবতা হলো, প্রতিষ্ঠানগুলোর কাঠামো এখনো টিকে থাকলেও তাদের কার্যকারিতা বদলে গেছে। ট্রাম্পের মাথায় রাজমুকুট না থাকলেও তিনি কার্যত রাজা হয়েই আছেন বলে মনে হচ্ছে। কারলা নরলফ টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনৈতিক বিজ্ঞানের অধ্যাপক, ইংরেজি থেকে অনূদিত

বাংলাদেশে আত্মপ্রকাশ করতে

১০ পৃষ্ঠার পর

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বসুন্ধরা সিটি ডেভেলপমেন্ট লিমিটেডের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অব.) ক্যাপ্টেন শেখ এহসান রেজা, বসুন্ধরা গ্রুপের চিফ মার্কেটিং অফিসার জনাব জিয়াউল হক সিকদার, এবং হেড অব বিজনেস ডেভেলপমেন্ট জনাব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ।

বসুন্ধরা সিটি ডেভেলপমেন্ট লিমিটেডের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অব.) ক্যাপ্টেন শেখ এহসান রেজা বলেন, "বসুন্ধরা সিটি ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড ও বিশ্ববিখ্যাত আইসক্রিম ব্র্যান্ড বাসকিন-রবিনস-এর মধ্যে এই অংশীদারিত্ব বাংলাদেশের মানুষের জন্য আন্তর্জাতিক মানের আইসক্রিম অভিজ্ঞতা উপহার দেওয়ার নতুন দিগন্ত খুলে দেবে। এই অংশীদারিত্ব আমাদের যাত্রায় আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। বাংলাদেশের মানুষের জন্য বিশ্বমানের ব্র্যান্ড ও অভিজ্ঞতা নিয়ে আসার যে প্রয়াস আমরা চালিয়ে যাচ্ছি, বাসকিন-রবিনস তারই একটি উদাহরণ।

তিনি আরো বলেন, "বাসকিন-রবিনস বিশ্বজুড়ে তাদের বৈচিত্র্যময় ৩১টি ফ্লেভার এবং গুণগত মানের জন্য সুপরিচিত। আমরা বাংলাদেশের বাজারেও সেই আন্তর্জাতিক সব ফ্লেভার নিয়ে আসব, যেন দেশের মানুষ বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতোই প্রিমিয়াম মানের আইসক্রিম উপভোগ করতে পারেন" অনুষ্ঠানে জানানো হয়, প্রাথমিকভাবে বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা ও বসুন্ধরা সিটি শপিং মলে আউটলেট চালুর পরিকল্পনা রয়েছে। পরবর্তীতে ধীরে ধীরে দেশের প্রধান প্রধান শহরে শাখা সম্প্রসারণের মাধ্যমে বাংলাদেশের আইসক্রিম বাজারে নতুন মানদণ্ড স্থাপন করবে বাসকিন-রবিনস। এই সহযোগিতায় একদিকে থাকবে বাসকিন-রবিনসের আন্তর্জাতিক খ্যাতি ও অভিজ্ঞতা, অন্যদিকে থাকবে বসুন্ধরা গ্রুপের শক্তিশালী স্থানীয় উপস্থিতি ও ব্যবস্থাপনা সক্ষমতা। উভয় প্রতিষ্ঠানের এই সমন্বয় বাংলাদেশের ভোক্তাদের জন্য নিয়ে আসবে উচ্চমানের পণ্য, উন্নত গ্রাহকসেবা এবং সৃজনশীল বিপণন উদ্যোগের এক নতুন অভিজ্ঞতা।

বাস্কিন-রবিনস সম্পর্কে

১৯৪৫ সালে ক্যালিফোর্নিয়ায় প্রতিষ্ঠিত বাস্কিন-রবিনস বর্তমানে বিশ্বের সর্ববৃহৎ আইসক্রিম স্পেশালিটি স্টোর চেইন, যার রয়েছে ৫০টিরও বেশি দেশে ৭,৮০০টির বেশি আউটলেট। "৩১টি ভিন্ন স্বাদচ-এর বিখ্যাত ধারণা থেকে শুরু করে নানা প্রিমিয়াম আইসক্রিম, ডেজার্ট ও বেভারেজের মাধ্যমে ব্র্যান্ডটি বিশ্বজুড়ে কোটি কোটি গ্রাহকের মনে জায়গা করে নিয়েছে।

বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্পের

১০ পৃষ্ঠার পর

এই খাতের ওপর নির্ভরশীল। বিজিএমইএ-এর দেয়া তথ্য অনুযায়ী, গত ১৪ মাসে সাভার, গাজীপুর, চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ ও নরসিংদীতে মোট ৩৫৩টি কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে, যার ফলে এক লাখ ১৯ হাজার ৮৪২ জন শ্রমিক কর্মহীন হয়ে পড়েছেন।

সবচেয়ে বড় ধাক্কা লেগেছে সাভারে, যেখানে ২১৪টি কারখানা বন্ধ হয়েছে, এর মধ্যে ১২২টি স্থায়ীভাবে এবং ৯২টি অস্থায়ীভাবে। প্রায় ৩১ হাজার শ্রমিক এখানে কাজ হারিয়েছেন, যার মধ্যে ছেইন অ্যাপারেলস, জেনারেশন নেক্সট ফ্যাশন ও সাফওয়ান আউটারওয়্যারের মতো বড় কারখানাও রয়েছে। গাজীপুরে ৭২টি কারখানা বন্ধ হয়ে ৭৩ হাজারেরও বেশি শ্রমিক বেকার হয়েছেন, যেখানে বেক্সিমকো গ্রুপের ১৩টি পোশাক কারখানা স্থায়ীভাবে বন্ধ হওয়া বড় ধাক্কা হিসেবে দেখা দিয়েছে।

বিজিএমএমইএ’র সাবেক সহ-সভাপতি এ বি এম শামসুদ্দিন বলেন, ‘‘যদি সত্যি কথা বলি, তাহলে বাংলাদেশের গার্মেন্টস মালিকেরা ভালো নেই। নির্বাচিত সরকারের দিকে চেয়ে বসে আছে বায়াররা। ছোট ফ্যাক্টরিগুলো টিকতে পারছে না। তারা বন্ধ করে চলে যাচ্ছে। এর মধ্যে সরকার শ্রম আইন সংশোধন করে আরেক বিপদ তৈরি করেছে। আসলে এখানে আমাদের কোনো অভিভাবক নেই। এতিমের মতো টিকে আছে সেক্টরটি”

বাংলাদেশ সেন্টার ফর ওয়ার্কার সলিডারিটির প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক কল্পনা আখতার বলেন, ‘‘জুলাই-আগস্ট অভ্যুত্থানে তো শ্রমিকরাও অংশ নিয়েছিলেন। বৈষম্য নিরসনের যে দাবিতে আন্দোলন হয়েছিল, সেটা নিরসন হয়নি। উল্টো কাজ হারিয়ে শ্রমিকেরা বেকার হয়ে যাচ্ছেন। শ্রমিকদের ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না। শ্রমিকেরা যে কাতারে ছিলেন সেই কাতারেই রয়ে গেছেন। যারা বেকার হয়েছেন তাদের সংসার কোনভাবেই চলছে না। নতুন কিছু গার্মেন্টস হলেও সেখানে তো সবার কর্মসংস্থান হচ্ছে না”

কার্গো ভিলেজে আগুন: ১০০ কোটি টাকার ক্ষতি

সর্বশেষ হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে অগ্নিকাণ্ডে ৫১৬ পোশাক কারখানার প্রায় ১০০ কোটি টাকার স্যাম্পল বা নমুনা পুড়ে গেছে বলে জানিয়েছে বিজিএমইএ। এতে সরবরাহ চেইন ব্যাহত হওয়ার ফলে রপ্তানি কার্যক্রম অন্তত এক মাস পিছিয়ে পড়তে পারে বলে এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে সংগঠনটি।

প্রত্যক্ষ এ ক্ষতির বাইরে প্রকৃত ক্ষতির পরিমাণ এক হাজার কোটি টাকার কম নয় বলেও প্রতিবেদনে জানানো হয়। এর আগে গত ১৮ অক্টোবর কার্গো ভিলেজে দুর্ঘটনার পরপরই সদস্য কারখানার ক্ষয়ক্ষতির তথ্য চেয়ে চিঠি দেয় বিজিএমইএ। শেষ পর্যন্ত ৫১৬টি কারখানা তাদের ক্ষয়ক্ষতির এসব তথ্য জানিয়েছে। এতে দেখা যায়, ৫১৬ কারখানার সম্মিলিত ক্ষতির পরিমাণ ৮০ লাখ ডলার, যা স্থানীয় মুদ্রায় ৯৬ কোটি টাকা।

রপ্তানির পরিসংখ্যান যা বলছে

পোশাক খাত দেশের রপ্তানি আয়ের সবচেয়ে বড় উৎস। সাম্প্রতিক এই সংকট শুধু শিল্প মালিকদের নয়, বরং সার্বিক অর্থনীতির ওপরও গুরুতর প্রভাব ফেলছে বলে মনে করছেন বিকেএমইএর সাবেক সভাপতি ফজলুল হক। তিনি বলেন, ‘‘অ্যামেরিকার বাজারে মন্দা, চাহিদা কম এবং রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার ফলে রপ্তানি কমছে। অনিশ্চয়তার মধ্যে বড় ক্রেতারা কার্যাদেশ দেবে না। এখন নির্বাচিত সরকার এলে হয়ত পরিস্থিতি বদলাতে পারে” সর্বশেষ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্য অনুযায়ী নতুন অর্থবছরের শুরুতে অর্থাৎ জুলাই মাসে দেশের সার্বিক রপ্তানি আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ২৫ শতাংশ বেড়েছিল। এরপর টানা তিনমাস ধরে নেতিবাচক ধারা চলছে। সবশেষ অক্টোবরে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি কমেছে সাত শতাংশেরও বেশি। এতে দেখা যায়, রপ্তানি কম হয়েছে ৫১ কোটি ডলার, যা দেশীয় মুদ্রায় ছয় হাজার ১২০ কোটি টাকার মতো। গত বছরের অক্টোবরে রপ্তানি হয় ৪১৩ কোটি ডলারের পণ্য। এবছরের অক্টোবরে তা ৩৬২ কোটি ডলারে নেমে এসেছে। কিন্তু সার্বিকভাবে অর্থবছরের প্রথম চার মাসের হিসাবে রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধি ২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে। চলতি বছরের হিসাবে তা আরো বেশি।

বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মানিত ফেলো ড. গোলাম মোয়াজ্জেম অবশ্য মনে করেন মালিকরা যতটা খারাপ বলছেন পরিস্থিতি ততটা খারাপ নয়। ডয়চে ভেলেকে তিনি বলেন, ‘‘গার্মেন্টস মালিকরা যা বলছেন তার সঙ্গে কিন্তু রপ্তানি সূচক মিলছে না। মালিকরা বলছেন, গার্মেন্টস বন্ধ হচ্ছে, অর্ডার নেই, শ্রমিকরা কাজ হারাচ্ছেন। কিন্তু আমাদের রপ্তানি সূচক দুই অংকের ঘরেই রয়েছে। শুধুমাত্র গত মাসে এক অংকে নেমেছে। অর্থাৎ আমাদের রপ্তানি আগের মতোই রয়েছে। হতে পারে বড় কারখানাগুলো থেকে রপ্তানি বেশি হচ্ছে, ছোট কারখানাগুলো হয়ত ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আসলে নির্বাচিত সরকার ছাড়া সঠিক বিনিয়োগ হয় না”

সংশোধিত শ্রম আইন নিয়ে মালিকদের উদ্বেগ

সম্প্রতি বাংলাদেশ শ্রম আইন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ নীতিগত ও চূড়ান্তভাবে অনুমোদন দিয়েছে সরকার। কিন্তু কিছু সংশোধনী নিয়ে নাখোশ মালিকেরা। বিজিএমইএ সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বলেন, ‘‘একতরফাভাবে সংশোধিত শ্রম আইন শিল্পে অস্থিরতা বাড়াবে। একই সঙ্গে বৈদেশিক বিনিয়োগ কমাবে, রপ্তানি খাতকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে ও দেশের অর্থনীতি দুর্বল করে তুলবে। নতুন আইনে শিল্প মালিক ও শ্রমিক কোনো পক্ষের স্বার্থই সংরক্ষিত হয়নি”

শ্রম সংশোধন অধ্যাদেশকে ‘ভারসাম্যহীন’ ও ‘অযৌক্তিক’ আখ্যা দিয়ে বিজিএমইএ সভাপতি বলেন, ‘‘উপদেষ্টা পরিষদে একতরফাভাবে শ্রম আইন সংশোধন করে মাত্র ২০ জন শ্রমিকের সম্মতিতে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের বিধান করা হয়। এই সিদ্ধান্ত বাস্তবতা বিবর্জিত। কারণ মাত্র ২০ জন শ্রমিক দিয়ে একটি ইউনিয়ন গঠন করা হলে কারখানাগুলোতে এমন ব্যক্তিরা ট্রেড ইউনিয়ন করবেন, যারা শিল্পসংশ্লিষ্ট নন। এটি অন্তর্দ্বন্দ্ব ও শিল্পে অস্থিতিশীলতা তৈরি করবে। এতে বিনিয়োগকারীদের আস্থা কমবে এবং উদ্যোক্তারা নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপন বা পরিচালনায় নিরুৎসাহিত হবেন” শ্রম অধ্যাদেশ পুনর্বিবেচনার জন্য সরকারের প্রতি আহবান জানিয়ে বিজিএমইএ সভাপতি বলেন, শিল্প, শ্রমিক ও অর্থনীতির বাস্তব চাহিদা বিবেচনায় নতুন আইন প্রণয়ন করতে হবে। আইন যেন শিল্পের প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা নষ্ট না করে; বরং টেকসই উন্নয়নকে সমর্থন করে।

প্রসঙ্গত, পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে মোট শ্রমিকের ১০ শতাংশ বা ন্যূনতম ১০ জন শ্রমিকের সম্মতিতে ইউনিয়ন গঠনের বিধান রয়েছে, পাকিস্তানে যা ২০ শতাংশ। বর্তমানে তৈরি পোশাকশিল্পে এক হাজার ৪০০টির বেশি ট্রেড ইউনিয়ন ও ৮১টি ফেডারেশন রয়েছে।

বাংলাদেশ গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সহ-সভাপতি জলি তালুকদার বলেন, ‘‘বর্তমান সরকারের আমলে দুই থেকে তিন লাখ শ্রমিক কাজ হারিয়ে বেকার হয়ে পড়েছেন। এই সরকারের সময়েও চারজন শ্রমিককে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। এখন তারা ট্রেড ইউনিয়নও বন্ধ করতে চায়। যা কোনভাবেই প্রত্যাশিত না। বরং এই সরকারের সময় আমরা দেখেছি, বেতন ভাতার আন্দোলনে যাওয়া শ্রমিককে গুলি করা হয়েছে। কোনো সুযোগ সুবিধা তো বাড়েইনি, দিন দিন খারাপের দিকে যাচ্ছে শ্রমিকদের অবস্থা”

৭৮ শতাংশ পোশাক শ্রমিক পর্যাপ্ত খাদ্য জোগাতে পারেন না

দেশের তৈরি পোশাক খাতে কর্মরত শ্রমিকদের প্রায় ৩২ শতাংশ ন্যূনতম মজুরির কম আয় করেন এবং ৭৮ শতাংশ শ্রমিক পরিবারের জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য জোগাতে পারেন না। প্রতি আট জনের একজন শ্রমিক ঋণের জালে আটকা পড়েছেন। সাব-কন্ট্রাক্টেড ও মিশ্র ধরনের কারখানায় ১২ ঘণ্টার শিফট বা অতিরিক্ত কাজ করা সাধারণ ঘটনা। বাংলাদেশ লেবার ফাউন্ডেশনের (বিএলএফ) ‘বাংলাদেশের পোশাক শিল্পে জবরদস্তিমূলক শ্রম ও শিশুশ্রম : ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ ও সমাধানে দিকনির্দেশনা’ শীর্ষক একটি গবেষণা প্রতিবেদনে এসব তথ্য জানানো হয়।

গত ২৮ অক্টোবর গবেষণা প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হয়। গবেষণা প্রতিবেদনে আরো উল্লেখ করা হয়, পোশাক সরবরাহ শৃঙ্খলের নিম্নস্তরে এখনো জবরদস্তিমূলক শ্রম ও শিশুশ্রম বিদ্যমান। শিশুশ্রমিকদের প্রায় ৮০ শতাংশ সাব-কন্ট্রাক্টেড বা মিশ্র চুক্তিভিত্তিক কারখানায় কাজ করে। তাদের ৯৯ শতাংশ সপ্তাহে ৩৬ ঘণ্টার বেশি কাজ করে এবং চাকরিতে জয়েন করার ক্ষেত্রে বয়স-সংক্রান্ত নথি জাল করার ঘটনাও খুবই সাধারণ বিষয়।

- সমীর কুমার দে, জার্মান বেতার ডয়চে ভেলের ঢাকা প্রতিনিধি।

কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল’ গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএস (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্ক- এর বিভিন্ন ল’ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এ্যাট ল’

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা ন্যূনতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি ও আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ সরাসরি গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার L Visa’র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু’বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্রাক্টিস, ডিভোর্স, পারিবারিক, লিগালাইজেশনসহ সকল ধরণের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম - শনিবার)।

আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারেন।

আপনার সম্পত্তি ব্যাবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.

Queens Main Office:
143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435, Tel: (212) 714-3599, Fax: (718) 408-3283, ashoklaw.com

Bronx Office: Karmaker & Lewter, PLLC
1506 Castlehill Avenue, Bronx, NY 10462, Tel: (718) 662-0100, ashok@ashoklaw.com

Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates, Ltd.
Dream Apartments, Apt. C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

নিউইয়র্কে মামদানির জয়ে বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট

১৪ পৃষ্ঠার পর

সুবিধা পাবেন। তৃতীয়ত, মামদানির এই নীতি ও সাফল্য অভিবাসী তরুণ প্রজন্মকে রাজনৈতিক অংশগ্রহণে উৎসাহিত করবে। যুক্তরাষ্ট্রে জন্ম নেওয়া বা বড় হওয়া বাংলাদেশি তরুণদের জন্য এটি এক বড় অনুপ্রেরণাড়্যে তারাও মূলধারার রাজনীতিতে অংশ নিয়ে নেতৃত্ব দিতে পারে। মামদানির উত্থান প্রমাণ করেছে, বর্ণ, ধর্ম বা অভিবাসী পরিচয় কোনো বাধা নয়, বরং নীতিতে দৃঢ় থাকা আর জনগণের পাশে দাঁড়ানোই রাজনীতির আসল শক্তি। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে মামদানির এই জয়ের প্রতিফলন গভীর। এখানে রাজনীতি দীর্ঘদিন ধরে অর্থনৈতিক ক্ষমতা, প্রভাবশালী পরিবার ও দলে দলে আনুগত্যের মাধ্যমে পরিচালিত হয়েছে। মামদানি দেখিয়ে দিয়েছেন, এসব না থাকলেও গণমানুষের আস্থা অর্জন সম্ভবড়্যদি রাজনীতি হয় সেবার, প্রতিশ্রুতির, ও নৈতিকতার। তাঁর জয় তাই মনে করিয়ে দেয়, রাজনীতির পুনর্জাগরণ সম্ভব তখনই, যখন জনগণের প্রশ্নগুলোকে গুরুত্ব দেওয়া হয়, এবং রাজনীতিকরা মানুষের জীবনমান পরিবর্তনের লক্ষ্যে কাজ করেন।

ডোনাল্ড ট্রাম্পের পরাজয় ও মামদানির উত্থানড়এ দুটি ঘটনার মধ্যে এক গভীর প্রতীকী সম্পর্ক আছে। ট্রাম্প ছিলেন বিভাজনের রাজনীতির প্রতীক; মামদানি হয়েছেন ঐক্যের প্রতীক। ট্রাম্প মানুষকে ধর্ম, বর্ণ, অভিবাসী পরিচয়ে ভাগ করেছেন; মামদানি বলছেন, "এই শহর সবার।" ট্রাম্প যেখানে ভয়ের রাজনীতি করেছেন, মামদানি সেখানেই আশা জাগিয়েছেন।

এই নির্বাচনের ফলাফল আমেরিকান গণতন্ত্রে এক বার্তা দিয়েছেড়্নৈতিকতা এখনো জিততে পারে, বিবেক এখনো পুঁজির চেয়ে শক্তিশালী হতে পারে। আর বাংলাদেশসহ বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোর তরুণ প্রজন্মের জন্য এটি একটি শিক্ষাড়্যে স্বপ্ন বাস্তব হয় তখনই, যখন রাজনীতি আবার মানুষের হাতে ফিরে আসে। মামদানির উত্থান তাই কেবল নিউইয়র্কের গল্প নয়, এটি মানবতার, সমতার, এবং গণতন্ত্রের পুনরাবিষ্কারের গল্প।

মামদানির সামনে আগামী বছরগুলোতে সুযোগও রয়েছে অনেক কিন্তু কাজ করবার জন্য বাধাও কম নয়। যদি তিনি তাঁর ঘোষণাকৃত কর্মসূচি সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে সফল হন, তাহলে এটি শুধু নিউইয়র্ক নয়, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে এক রূপান্তরেও পরিণত হতে পারে। অন্যদিকে যদি তিনি প্রশাসনিক বাস্তবতা ও দল-রাজনীতির চাপে আটকে পড়েন, তাহলে এই তরুণ-প্রজন্মের প্রত্যাশার সঙ্গে তার সাদৃশতা প্রশ্নবিদ্ধ হতে পারে। যেকোনো ক্ষেত্রে, মামদানির রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ বর্তমান সময়ে নজরকাড়া এক পরীক্ষা-ভিত্তি পর্যায়ে রয়েছে।

মামদানির জয় প্রমাণ করেছেড়্রাজনীতি আবারও মানবিক হতে পারে, যদি নেতৃত্ব সাহসী হয় এবং জনগণের পাশে থাকে। আর নিউইয়র্কের মেয়রের চেয়ারে বসে এই তরুণ অভিবাসী নেতার প্রতিটি পদক্ষেপ এখন কেবল আমেরিকার নয়, বিশ্বজুড়ে নিপীড়িত মানুষের আশা হয়ে উঠেছে। তাঁর এই বিজয় বিশ্ব রাজনীতিতে এক নৈতিক জাগরণের সূচনা, যা হয়তো একদিন ঢাকাতেও প্রতিধ্বনিত হবে। রাজু আলীম: কবি ও সাংবাদিক। দৈনিক সমকাল এর সৌজন্যে

অবৈধ অভিবাসন ও বাংলাদেশের ভাবমূর্তি

১৪ পৃষ্ঠার পর

সতর্কতামূলক কার্যক্রম নিতে হবে। তাদের বোঝাতে হবে, জমিজমা বিক্রি করে সন্তানকে সাগরপথে পাঠানো মানে ঝুঁকি ও ধ্বংস। দ্বিতীয়ত, রিক্রুটার ও দালাল এবং তাদের সহযোগীদের বিরুদ্ধে প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে কঠোর অভিযান চালাতে হবে। তৃতীয়ত, দেশে দক্ষতা উন্নয়ন ও বাস্তব কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়াতে হবে। কারণ দক্ষতা ছাড়া বৈধ চ্যানেলগুলোতেও প্রবেশ কঠিন। এ জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণ, ভাষা শিক্ষা ও কর্মসংস্থান সংযোগ আবশ্যক। চতুর্থত, বাংলাদেশি মিশনগুলোর মাধ্যমে নতুন অভিবাসীদের জন্য আইন ও আচরণগত ধারণা দেওয়ার পাশাপাশি স্থানীয় জব মার্কেট ও শ্রম অধিকার বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া বাধ্যতামূলক করা দরকার।

বিদেশে যাওয়া অপরাধ নয়, বরং আমাদের দেশের আকার ও জনসংখ্যা বিবেচনায় আরও অন্তত এক কোটি তরুণকে বিদেশে পাঠানো হতে পারে বেকারত্ব দূর ও বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের বড় ক্ষেত্র। কিন্তু বিদেশে গিয়ে নিজের দেশকে ছোট করা যে নৈতিক অপরাধ এ কথা প্রাথমিক পর্যায় থেকেই শিশুদের শেখাতে হবে। প্রবাসীরা বাংলাদেশের অঘোষিত দূত আমাদেরকে বুঝতে হবে।

বস্তুত 'নিজে বাঁচলে বাপের নাম' ধারণা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। আমাদের বুঝতে হবে, আচরণ দিয়েই বিশ্ববাসী আমাদের দেশকে চেনে। যে দেশের নাগরিক সত্যবাদী, দায়িত্বশীল ও আইন মান্য করে, সেই দেশের সম্মান তৈরি হয় বিদেশের মাটিতে। এখন বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন এই দায়িত্ববোধ সবার মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া। বিদেশে গিয়ে নিজেকে টিকিয়ে রাখার সঙ্গে সঙ্গে দেশের মর্যাদাও টিকিয়ে রাখা প্রকৃত দেশপ্রেম। মোহাম্মদ গোলাম নবী: কলাম লেখক; প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক, রাইট টার্ন।

দুর্বল রাজস্ব, উচ্চ মূল্যস্ফীতির

১০ পৃষ্ঠার পর

আইএমএফ মনে করে, মধ্য মেয়াদে শাসনব্যবস্থা শক্তিশালী করা, যুব বেকারত্ব হ্রাস এবং অর্থনৈতিক বহুমুখীকরণ ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ব্যাপক কাঠামোগত সংস্কার প্রয়োজন, যা বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি সম্ভাবনাকে বাড়াবে এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নিশ্চিত করবে। আইএমএফের বিবৃতিতে বলা হয়, বাংলাদেশ সরকার সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষায় প্রশংসনীয় অগ্রগতি করেছে। তবে দুর্বল কর রাজস্ব এবং আর্থিক খাতের মূলধন ঘাটতির কারণে এখনো আর্থিক চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি কিছুটা কমে ৩ দশমিক ৭ শতাংশ হয়েছে। কারণ, গত বছরের গণ-অভ্যুত্থানের ও অন্যান্য অনিশ্চয়তায় উৎপাদনে বিঘ্ন হয়। অন্যদিক মূল্যস্ফীতি দুই অঙ্ক থেকে ৮ শতাংশে নেমেছে। তবে মূল্যস্ফীতি এখনও উচ্চ রয়েছে।

আইএমএফ মিশন প্রধান ক্রিস পাপাজর্জিও বলেন, "বাহ্যিক ভারসাম্য রক্ষা ও মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সরকার রাজস্ব ও আর্থিক নীতিতে কঠোরতা এনেছে। মে মাসে বিনিময় হার সংস্কার শুরু করার পর বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ আবারও পুনর্গঠন হতে শুরু করেছে।চ তবে তিনি সতর্ক করেন, দুর্বল কর রাজস্ব আদায় এবং আর্থিক খাতের পুঁজি ঘাটতি বাংলাদেশের জন্য এখনও বড় ঝুঁকি হিসেবে রয়ে গেছে।

আইএমএফ বলছে, এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বাংলাদেশের করব্যবস্থা সহজ, ন্যায়সঙ্গত এবং বিস্তৃত করতে হবে। দৃঢ় সংস্কার বাস্তবায়ন করা গেলে ২০২৫-২৬ ও ২০২৬-২৭ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি প্রায় ৫ শতাংশে উন্নীত হতে পারে, এবং ২০২৬-২৭ অর্থবছর নাগাদ মূল্যস্ফীতি ৫.৫ শতাংশে নেমে আসবে (যদিও ২০২৬ সালে তা ৮.৮ শতাংশে থাকবে বলে অনুমান করছে সংস্থাটি)। সংস্থাটি সতর্ক করেছে, "রাজস্ব ও ব্যাংকিং খাতে সংস্কারে বিলম্ব বা দুর্বল পদক্ষেপ প্রবৃদ্ধিকে আরও দুর্বল করবে, মুদ্রাস্ফীতি বাড়াবে এবং সামষ্টিক স্থিতিশীলতায় নতুন ঝুঁকি তৈরি করবে।চ বিবৃতিতে বলা হয়, "সামাজিক খাতে ব্যয় ও অবকাঠামো বিনিয়োগ বাড়াতে যথেষ্ট রাজস্ব আদায়ের জন্য উচ্চাভিলাষী কর সংস্কার প্রয়োজন। সম্ভাব্য পদক্ষেপগুলোর মধ্যে রয়েছেড়্হ্রাসকৃত ভ্যাট হার বাতিল করা, অপ্রয়োজনীয় কর অব্যাহতি তুলে দেওয়া (অপরিহার্য পণ্য ও সেবা ব্যতীত), এবং সব প্রতিষ্ঠানের জন্য সর্বনিম্ন টার্নওভার করহার বৃদ্ধি করা।চ এসব সংস্কারের পাশাপাশি কর প্রশাসনকে আরও কার্যকর ও স্বচ্ছ করতে অব্যাহত প্রচেষ্টা চালাতে হবে বলে সংস্থাটি উল্লেখ করেছে। আইএমএফ বলেছে, সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনা, বিনিয়োগের তদারকি উন্নত করা এবং ভর্তুকি ব্যয় রাজস্ব সক্ষমতার মধ্যে সীমিত রাখা হলে সম্পদ পুনর্বণ্টনে সহায়তা মিলবে। এতে সামাজিক সুরক্ষা বেষ্টনী সম্প্রসারণ ও ব্যাংক খাতে প্রয়োজনীয় সহায়তার দেওয়ার মতো দরকারি রাজস্বের সুযোগও তৈরি হবে। বিবৃতিতে আরও বলা হয়, দুর্বল ব্যাংকগুলোর সমস্যা মোকাবিলায় একটি বিশ্বস্ত ও সমন্বিত সরকারি কৌশল প্রণয়ন করতে হবে। সেখানে মূলধন ঘাটতি, প্রয়োজনীয় সরকারি সহায়তা, আইনি কাঠামোয় পুনর্গঠন এবং অর্থের উৎস নির্ধারণ করা থাকবে। এ ছাড়া রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের সম্পদ মান পর্যালোচনা প্রয়োজন। ব্যাংক পরিচালনা, স্বচ্ছতা, নিরাপত্তা এবং খেলাপি ঋণ পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া উন্নয়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

ডিসেম্বরের মধ্যে খেলাপি ঋণ

১০ পৃষ্ঠার পর

বৈঠকে এ নির্দেশনা দেন। বিষয়টি নিশ্চিত করে এনআরবিসি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও মো. তৌহিদুল আলম খান টিবিএসকে বলেন, "এ বছরের ডিসেম্বরের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হারে এনপিএল (নন-পারফর্মিং লোন) কমাতে সব ব্যাংককে একযোগে কাজ করতে বলেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। নিয়মনীতির মধ্যে থেকেই এ উদ্যোগ নিতে হবে।চ তিনি আরও বলেন, সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংক এনপিএল বা অকার্যকর ঋণ (খেলাপি ঋণ) ব্যবস্থাপনায় ব্যাংকগুলোর জন্য বিস্তারিত সার্কুলার জারি করেছে। এসব নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যাংকগুলো ঋণগ্রহীতাদের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে অকার্যকর ঋণ পুনঃতফসিল বা পুনর্গঠন করতে পারবে। এতে দুর্দশাগ্রস্ত ঋণগ্রহীতারা সহায়তা পাবেন এবং খাতজুড়ে শৃঙ্খলা বজায় থাকবে। সভায় উপস্থিত আরেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক টিবিএসকে জানান, "সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এনপিএল বেড়েছে বলে জানিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। খেলাপি কমানোর জন্য যেসব নীতিগত সহায়তা দেওয়া হয়েছে, সেগুলো কার্যকর হচ্ছে কিনা তা জানতে চাওয়া হয়। ব্যাংকগুলো তাদের অবস্থান জানায় এবং কয়েকটি ব্যাংক ইতোমধ্যে খেলাপি কমাতে পদক্ষেপ নিয়েছে বলেও জানিয়েছে।চ

বাংলাদেশ ব্যাংক শক্তিশালী ঋণ পুনরুদ্ধার কার্যক্রম বাড়ানোর ওপর জোর দিচ্ছে। পাশাপাশি অনাদায়ী বা আদায়-অযোগ্য ঋণ অবলোপন এবং টেকসই ঋণ পুনঃতফসিলের মতো পদক্ষেপের মাধ্যমে সামগ্রিক খেলাপি ঋণের বোঝা কমানোর পরামর্শ দিয়েছে। আরেকজন এমডি বলেন, "নীতি সহায়তার মাধ্যমে খেলাপি ঋণ কমাতে তাগিদ দেওয়া হয়েছে। ব্যাংকগুলো বলেছেড় রিকভারি বাড়ানো, অনাদায়ী পুরোনো ঋণ অবলোপন এবং পুনঃতফসিলড় এই তিন পথেই খেলাপি কমানো সম্ভব।চ

Law Office of Mahfuzur Rahman

Mahfuzur Rahman, Esq.
এটর্নী মাহ্‌ফুজুর রহমান
Attorney-At-Law (NY)
Barrister-At-Law (UK)

Admitted in US Federal Court
(Southern & Eastern District, Court of Appeals 2nd Circuit and Ninth Circuit.)
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন।
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, ন্যাচারালাইজেশন এবং সিটিজেনশীপ, এসাইলাম, ডিপোর্টেশন, Cancellation of Removal, VAWA পিটিশন, লিগ্যালাইজেশন, বিজনেস ইমিগ্রেশন (H-1B, L1B, J1, EB1, EB2, EB3, EB5)
ফ্যামিলি ল' আনকনটেষ্টেড এবং কনটেষ্টেড ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট এবং কাস্টডি, এলিমনি।

- ব্যাংক্রাপ্সী
- ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট ডিসপিউট
- রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং
- উইল্‌স
- ইনকোর্পোরেশন
- ক্রেডিট কনসলিডেশন
- পার্সনাল ইঞ্জুরি (এক্সিডেন্ট, কনস্ট্রাকশন)
- মর্গেজ
- ক্রিমিন্যাল এবং সিভিল লিটিগেশন
- ট্যাক্স ম্যাটার

Appointment : 347-856-1736
JACKSON HEIGHTS
75-21 Broadway, 3rd Fl, Elmhurst, NY 11373
Tel: 347-856-1736, Fax: 347-436-9184
E-mail: attymahfuz@gmail.com

সর্বনিম্ন মূল্যে বাংলাদেশ ভ্রমণ করুন
আমরা যেকোন ট্রাভেল এজেন্সী
অনলাইন/ইন্টারনেট প্রাইস থেকে কমমূল্যে টিকেট দিয়ে থাকি
জেএফকে-ঢাকা-জেএফকে
JFK-Dhaka-JFK

আমেরিকার যেকোন স্টেট থেকে বাংলাদেশসহ
বিশ্বের যেকোন দেশে সুলভে ভ্রমণ করুন
LOWEST GUARANTEED PRICES
Emirates ETIHAD AIRWAYS QATAR AIRWAYS KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES SAUDIA DELTA

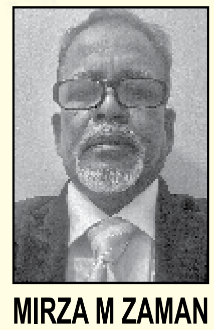

MIRZA M ZAMAN
(SHAMIM) - CEO

Cheapest Domestic & International Air Tickets
GLOBAL NY 1 TRAVELS, INC
168-47, Hillside ave, 2nd Floor
Jamaica NY-11432
OFFICE: 718-205-2360, CELL: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com
অনলাইনে সবচেয়ে কমমূল্যে
এয়ার টিকেট এবং হোটেল বুকিং দিন

NY HOME CARE
Get paid to take care of your loved ones
আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী
37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372
718-874-0047
Email:info@yourdreamhomecare.com
www.yourdreamhomecare.com
আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি
Contact with us
718-874-0047
We Hire & Train HHA/PCA
Certificate Holders AIDES
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেটসহ
এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি
M AZIZ
CEO & President
Your Dream Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA
বাড়ীভাড়া বাবদ ৮০০ ডলার বা তার অধিক পেতে সহায়তা করি
প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।
পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন
Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129
এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
আমরা কোনো ফি নেই না।
আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।
Jamaica Office:
168-25A Hillside Ave, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
(718) 725-1332, (718) 971-0064
Jamaica Office:
168-47 Hillside Ave, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
(929) 400-4785, (718)874-0047
Sutphin Branch
Mohammad Khair(Director)
97-01 Sutphin, Blvd
Jamaica NY 11435
(929)-225-0746, (718) 755-0153
(718) 718-874-0047
Ozone Park Office
7721-101 Ave. Ozone Park
New York 11416
(718) 874-0047, 347-771-0115
Ozone Park Office
720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208
(646) 500-1657, (718)874-0047
1088 Liberty Avenue,
Brooklyn NY 11208
(929) 283-8432
Fulton Office:
584 Nostrand Ave. NY 11216
(646) 5001657
Bronx Office
2140 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-391-4841, 718-874-0047 (Office)
Fax 718-874-0069
Bangladesh Plaza
3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215
(347) 357-4252, (347) 520-9699
Buffalo Office:
1156 Broadway Buffalo, NY 14212
(347) 335-3617, (718) 874-0047
1299 Harlem Road
Buffalo, NY 14094
(716) 400 1446
Albany Office
114 Quail St. Albany, NY 12203
518-379-5496, 518-243-9096
718-864-2061

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.
Secure, Fast, Reliable.
বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন
জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইট্স ও ব্রঙ্কস শাখা সপ্তাহে ০৭ দিনই খোলা থাকে
আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা
ঘরে বসে টাকা পাঠাতে আপনার মোবাইল থেকে
Sonali Exchange Mobile App
ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০
সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098789
সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন
CORPORATE 212-808-0790
ATLANTA 770-936-9906
BROOKLYN 718-853-9558
JACKSON HTS 718-507-6002
BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150
MICHIGAN 313-368-3845
OZONE PARK 347-829-3875
PATERSON 973-595-7590
আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

ডিজিটাল ট্রাভেলস
এস্টোরিয়া
Time to
FLY DHAKA
ঝামেলামুক্ত
এয়ার টিকেটের নিশ্চয়তা
সামার সেল চলছে
সীমিত সময়ের জন্য
BOOK AIR TICKET
718-721-2012
www.digitaltraveltour.com
আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়
25-78 31st Street, New York, NY-11102
সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে
30th Avenue Station

যুক্তরাষ্ট্রের মেডিকেয়ার প্রতারণার

৫০ পৃষ্ঠার পর

অস্ত যাচ্ছিল। লাল-কমলা আকাশে মিশে যাচ্ছিল দূরের ছায়াপথগুলো, আর ছোট্ট ফেডারেল কারাগারের প্রাচীরে জ্বলছিল এক নিস্প্রভ সোলার ল্যাম্প। ভিতরে, এক সেলে এক মহিলা বসে ছিলেন একটি খোলা বইয়ের পাশে। নাম তার শারমিন আহমেদ। বয়স চল্লিশের কোঠায়। চোখে ক্লান্তি, কিন্তু ঠোঁটে এক বিস্ময়কর নির্লিপ্ততা।

বইয়ের পাতায় যা লেখা ছিল, তা কেবল সাহিত্যিক কল্পনা নয়। তা ছিল তাঁর নিজের জীবনকথার এক অধ্যায়। সেই অধ্যায়, যার শুরু হয়েছিল মিশিগানের ডিয়ারবর্নে এক হেলথ কেয়ার ক্লিনিক দিয়ে, আর শেষ হয়েছিল কারাগারে। এই গল্পে ছিল মেডিকেল সেবার নামে মিলিয়ন মিলিয়নড লারের প্রতারণা, সরকারি অর্থ আত্মসাৎ, ডাক্তারদের স্বাক্ষর জাল করা এবং একাধিক মানুষের জীবন তছনছ করে দেওয়ার নির্মম কৌশল।

এই গল্প আমেরিকার স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সাদা চাদরের নিচে লুকিয়ে থাকা কালো ছায়ার প্রতিচ্ছবি। যেখানে শারমিন শুধু একজন ব্যক্তি নন, তিনি এক সিস্টেমের প্রতীক। এক অভিবাসী নারীর স্বপ্ন ও নীতিহীন সাফল্যের বিষাক্ত রূপকথা।

ডেট্রয়েট শহরের প্রান্তে, ডিয়ারবর্ন এলাকায় ২০১০ সালে যাত্রা শুরু করে একটি ছোট্ট ক্লিনিক অষয অসবৎরপধহ গবফরপধষ ঈধৎব। নাম শুনলেই মনে হতো, যেন এটি আমেরিকার হৃদয়ে গড়ে ওঠা এক সেবাপরায়ণ প্রতিষ্ঠান। সাইনবোর্ডে বড় করে লেখা ছিল, “ডব পধৎব ভড়ৎ ুড়ঁৎ ভধসরষু.” অথচ ভিতরের গল্পটা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন।

শারমিন আহমেদ ছিলেন এই ক্লিনিকের মালিক ও প্রধান সংগঠক। তিনি ছিলেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত, আমেরিকার নাগরিক। জীবনে অনেক লড়াই করে তিনি এখানে পৌঁছেছিলেন। কাগজে-কলমে এই প্রতিষ্ঠানে হোম হেলথ কেয়ার সেবা, নার্সিং, ডায়াগনস্টিক টেস্ট এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য বিশেষ চিকিৎসা সেবা দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বাস্তবে, সেটি ছিল এক লাবণ্যময় প্রতারণার কারখানা।

তিনি গড়ে তোলেন একটি দক্ষ অসৎ কর্মীবাহিনী। কয়েকজন লাইসেন্সধারী ডাক্তার, যাদের অধিকাংশই কখনো ক্লিনিকে আসতেন না। ১২ জন ভ্রাম্যমাণ নার্স, যাদের কাজ ছিল ফাঁকা ঘরে রোগী খুঁজে বের করা। আর ছিলেন ৩ জন চতুর বিলিং ম্যানেজার, যারা জানতেন কোন কোডে কোন দাবির পেছনে কত টাকা পাওয়া যায়।

২০১৩ সাল থেকে শুরু হয় অপারেশন। মেডিকেয়ার ও মেডিকেডের রেজিস্ট্রিতে একটি চমকপ্রদ অগ্রগতি দেখা যায়। শুধু এই এক ক্লিনিক থেকেই প্রতি মাসে আসছে লাখ লাখ ডলারের বিল। রোগীরা ছিলেন অধিকাংশ বয়স্ক, অভিবাসী, কখনো কখনো তারা জানতেনও না যে তারা কোনো হেলথ কেয়ার নিচ্ছেন।

শারমিনের অফিসে প্রতিদিন তৈরি হতো একেকটি নাট্যাংশ। মেডিকেল রিপোর্ট বানানো হতো কম্পিউটারে, সাইন দেওয়া হতো ড. ডেভিড উইলিয়ামসের নামে, যিনি তখন শহরের অন্য প্রান্তে গলফ খেলছিলেন। নার্স মেরি জোহনসনের নাম ব্যবহার করে জমা দেওয়া হতো শত শত রোগীর রিপোর্ট, অথচ তিনি জীবনে একবারও শারমিনের ক্লিনিকে পা রাখেননি। এক ইমেইলে শারমিন লিখেছিলেন তার বিলিং ম্যানেজারকে, “ডব হববফ সড়ৎব ংরমহধঁৎবং. ঞযরং বিবশ, ৩০০ ঢ়ধঃরবহঃং সঁংঃ মড়.”

হিসাবটা ছিল এরকম:

ঙ প্রতি রোগী: ৳১২০০

ঙ ডাক্তারকে কিকব্যাক: ৳২০০

ঙ নার্স কমিশন: ৳১৫০

ঙ ক্লিনিক লাভ: ৳৮৫০

এই কৌশলে মাত্র চার বছরেই (২০১৩ থেকে ২০১৭) তোলা হয় ৳২.৩ মিলিয়ন ডলার।

২০১৭ সালে U.S. Department of Health & Human Services (HHS) I Office of Inspector General (OIG) তাদের ডেটা অ্যানালাইটিক্স টুলে পায় এক লাল সংকেত: “টহঁংঁধষ ভৎবয়ঁবহপু ড়ভ যড়সব ারংরঃং ধহফ ৎবঢ়বধঃ ফরধমহড়ংঃরপং ভৎড়স ধ ংরহমষব উবঃৎড়রঃ পষরহরপ.”

ঋইও তখন নিযুক্ত করে এক গোপন এজেন্ট, যার ছদ্মনাম ছিল “Mr. Salim”। মাথায় হ্যাট, হাতে ভাঁজ করা প্রেসক্রিপশনড়একজন রোগী সেজে ঢুকে পড়েন একজন গোয়েন্দা। নার্সরা তাকে বলেন, “DonÕt worry. YouÕll get the money for gas too. Just sign here.” তিনি সই করলেন, কিন্তু চিকিৎসা নয়, পেলেন কেবল চায়ের কাপ ও এক বোতল পানির অফার।

এই মুহূর্ত থেকেই শুরু হয় এক ভয়ঙ্কর অনুসন্ধান। সার্চ ওয়ারেন্ট নিয়ে ২০১৯ সালে তল্লাশি চালানো হয় শারমিনের বাসা, অফিস এবং ব্যাংক অ্যাকাউন্টে। উদ্ধার হয় ৫০০টি নকল মেডিকেল রিপোর্ট, ১২টি জাল স্বাক্ষরের স্ট্যাম্প মেশিন এবং ১৫ লাখ ডলারের সমমূল্যের গয়না ও নগদ অর্থ।

২০২০ সালের জানুয়ারিতে শারমিন আহমেদ ফেডারেল আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়ান। তার মুখে ছিল অনুশোচনার ছায়া, কিন্তু চোখে স্পষ্ট এক অন্তর্নিহিত হিসেব।

প্রথম দিনের শুনানিতে প্রসিকিউটর তুলে ধরেন একাধিক অকাট্য প্রমাণ:

ঙ ইমেইল চেইন, যেখানে লেখা: “We will edit the diagnosis. Keep it high—Medicare pays more for severity.”

ঙ অডিও রেকর্ডিং, যেখানে শোনা যায় শারমিন এফবিআই-এর গোপন এজেন্টকে বলছেন: “Doctors send patients. We make the bills. Nobodz checks—this is America!”

ঙ ফিনান্সিয়াল রেকর্ড, যেখানে দেখা যায় ক্লিনিক থেকে অর্থ ধীরে ধীরে ঢুকেছে তার ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টে, সেখান থেকে গেছে গাড়ি, জুয়েলারি, এবং মিশিগানে একটি দোতলা বাড়ির পেমেন্টে।

তাকে প্রস্তাব দেওয়া হয় ঢ়ষবধ ফবধষ; যদি তিনি তার সহযোগীদের নাম বলেন, তবে সাজা হ্রাস পাবে। শারমিন রাজি হন। আদালতের হলরুমে দাঁড়িয়ে বলেন, “আমি ভুল করেছি। তবে আমি একা ছিলাম না।” তার স্বীকারোক্তির ফলে কিছু সহযোগী, যেমনড়ড. রবার্ট ক্লার্ক এবং বিলিং ম্যানেজার লিসা মার্টিনেজকেও গ্রেফতার করা হয়।

শারমিন আহমেদ যুক্তরাষ্ট্রে এসেছিলেন ২০০২ সালে। প্রথমে ছিলেন টেক্সাসে। বিয়ে ভেঙে যাওয়ার পর একা মেয়ে নিয়ে চলে আসেন ডেট্রয়েট। এখানে তিনি একটি নার্সিং হোমে কাজ শুরু করেন। দক্ষতা ছিল, আত্মবিশ্বাসও ছিল অগাধ।

তবে আমেরিকার স্বপ্ন বডড ব্যয়বহুল। নিজের নামে একটি প্রতিষ্ঠান খুলে যখন সমাজে একজন সফল অভিবাসী নারী হিসেবে পরিচিত হচ্ছিলেন, তখনই লোভ নামক অসুখটি গ্রাস করে তার বিবেক।

স্থানীয় বাংলাদেশি কমিউনিটিতে তিনি ছিলেন পরিচিত মুখ। নানান অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দিতেন। তাই যখন তার গ্রেফতার ও দোষস্বীকারের খবর ছড়িয়ে পড়ে, তখন অনেকেই হতবাক হন।

২০২১ সালের অক্টোবরে রায় ঘোষিত হয়। পাঁচ বছরের জেল, আড়াই মিলিয়ন ডলার জরিমানা এবং ২.৩ মিলিয়ন ডলার রেস্টিটিউশন আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হয়। সঙ্গে ক্লিনিকের লাইসেন্স বাতিল এবং সব ব্যক্তিগত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়।

বর্তমানে শারমিন (বন্দী নম্বর ৬৮৭৫৪-০৩৯) আলাবামার ফেডারেল কারেকশনাল ইনস্টিটিউশনে সাজা ভোগ করছেন। তিনি এখন অপেক্ষা করছেন মুক্তির। ২০২৬ সালের মার্চে তার মুক্তির সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারিত হয়েছে।

ডেট্রয়েটের শীতল বাতাসে এখনো কেউ কেউ স্মরণ করেন “শারমিন আপা”-কে। কেউ তার কাছ থেকে ঋণ নিয়েছিলেন, কেউ চিকিৎসার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। আবার কেউ মনে রাখেন তাকে “ফেক সেবা দাতা” হিসেবে। শারমিন হয়তো একদিন মুক্ত হবেন, নতুন জীবন শুরু করবেন। কিন্তু সেই জীবনের ভেতরেও থেকে যাবে একটি ছায়া, একটি নাম, যা আজীবন তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকবে—”Medicare Fraud Convict”।

-নজরুল ইসলাম মিন্টু, কানাডা থেকে প্রকাশিত দেশেবিদেশে টিভির নির্বাহী পরিচালক ও সাপ্তাহিক দেশেবিদেশের সম্পাদক

তথ্যসূত্র:

U.S. v. Sharmin Ahmed, Case No. 2:19-cr-20305 (Eastern District of Michigan)
HHS-OIG Home Health Fraud Report, 2022
Detroit Free Press Archive, October 2021
FBI Detroit Field Office, Medicare Fraud Releases

(সংযুক্ত শারমিন আহমেদ-এর কল্পিত ছবি)

বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক
Bangladesh Society, Inc.
86-24 Whitney Avenue, Elmhurst, New York 11373 • Tel: 718-440-8547 • email: info@bangladeshsocietyinc.com • www.bangladeshsocietyinc.com

সদস্যপদ গ্রহণ ও
গঠনতন্ত্র সংশোধনী আহ্বান

শেষ তারিখ : ৩০ নভেম্বর , রোববার ২০২৫

বাংলাদেশ সোসাইটি, ইনকের পক্ষ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত সকল প্রবাসী বাংলাদেশিদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, সংগঠনের বার্ষিক সাধারণ সভা আগামী ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হবে। যে সকল প্রবাসীরা এই সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী, অথচ এখনও আজীবন সদস্য হননি অথবা ২০২৫ সালের জানুয়ারি মাস থেকে এখন পর্যন্ত সাধারণ সদস্যপদ নবায়ন করেননি, তাদেরকে আগামী ৩০ নভেম্বরের মধ্যে আজীবন বা সাধারণ সদস্যপদ গ্রহণ করার জন্য বিনীত অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

সাধারণ সভার নিয়মিত কার্যসূচির পাশাপাশি সংগঠনের গঠনতন্ত্রকে আরও আধুনিক, বাস্তবসম্মত এবং প্রজন্ম-উপযোগী রূপে রূপান্তর করার লক্ষ্যে গঠনতন্ত্র সংশোধনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যে একটি বিশেষজ্ঞ উপকমিটি গঠন করা হয়েছে। আমরা সকল আজীবন ও সাধারণ সদস্যের কাছে আন্তরিক আহ্বান জানাচ্ছি, আপনারা গঠনতন্ত্র সম্পর্কিত আপনাদের মতামত, প্রস্তাব ও পরামর্শ আগামী ৩০ নভেম্বরের মধ্যে লিখিতভাবে গঠিত কমিটির নিকট অথবা বাংলাদেশ সোসাইটির কার্যকরী পরিষদের যে কোনো কর্মকর্তার নিকট জমা দেন।

চাইলে সংগঠনের ই-মেইল (info@bangladeshsocietyinc.com) ঠিকানায়ও লিখিত মতামত ও পরামর্শ পাঠাতে পারেন। কমিটি শুধুমাত্র ৩০ নভেম্বরের মধ্যে প্রাপ্ত লিখিত প্রস্তাবসমূহ বিবেচনা করবে এবং সেগুলোর আলোকে সংশোধনের খসড়া সাধারণ সভায় উপস্থাপন করা হবে।

উল্লেখ্য, সাধারণ সভার দিন কোনো মৌখিক বা লিখিত নতুন প্রস্তাব গ্রহণ করা হবে না।

অনুরোধক্রমে

আতাউর রহমান সেলিম
সভাপতি, ৯১৭-২৯৪-০৯৭০

মোহাম্মদ হোসেন খান
চেয়ারম্যান, গঠনতন্ত্র সংশোধনী কমিটি
৫১৬-৩৪৩-৯৪৫৬

মোহাম্মদ আলী
সাধারণ সম্পাদক, ৯১৭-৩০২-০৪৪৩

মঞ্জুর আহমদ চৌধুরী
সদস্য, গঠনতন্ত্র সংশোধনী কমিটি
৯১৭-৫৮৪-৭৮০৮

মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম
সদস্য, গঠনতন্ত্র সংশোধনী কমিটি
৯১৭-৫৭৬-৬৩২৩

সিরাজ উদ্দিন আহমদ (সোহাগ)
সদস্য, গঠনতন্ত্র সংশোধনী কমিটি
৬৪৬-৩৫০-৯৮৭০

এম আর খান সেলিম
সদস্য, গঠনতন্ত্র সংশোধনী কমিটি
৬৪৬-২৮৬-৯২৫৬

মো: মহিউদ্দিন দেওয়ান
সদস্য, গঠনতন্ত্র সংশোধনী কমিটি
৯১৭-৫২৩-১৩৪৪

রিজু মোহাম্মদ
সদস্য, গঠনতন্ত্র সংশোধনী কমিটি
৭১৮-৫৮১-৬৬৩৭

প্রচারে: রিজু মোহাম্মদ, *প্রচার সম্পাদক*

ট্রাম্পের অনুরোধে এপস্টিনের সঙ্গে

৬ পৃষ্ঠার পর

ইমেইলে খোদ মার্কিন প্রেসিডেন্টের নামও উল্লেখ রয়েছে।

মনোযোগ সরানোর চেষ্টা, অভিযোগ ডেমোক্র্যাটদের

ডেমোক্র্যাটরা অভিযোগ করেছেন, এপস্টিনের সঙ্গে নিজের সম্পর্ক নিয়ে ওঠা প্রশ্ন থেকে মনোযোগ সরানোর জন্যই ট্রাম্প এই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন।

মার্কিন হাউস ওভারসাইট কমিটির প্রকাশিত ইমেইলগুলোতে বহু প্রভাবশালী ব্যক্তির নাম উঠে এসেছে। ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের এক পর্যালোচনায় দেখা গেছে, প্রকাশিত ২,৩২৪টি ইমেইল থ্রেডের মধ্যে ১,৬০০টিরও বেশি থ্রেডে ট্রাম্পের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

কমিটির শীর্ষ ডেমোক্র্যাট রবার্ট গার্সিয়া বলেছেন, ট্রাম্প “এপস্টিনের সঙ্গে নিজের সম্পর্ক নিয়ে নতুন ও গুরুতর প্রশ্ন” এড়াতেই নজর ঘোরানোর চেষ্টা করছেন।

ক্লিনটনের পাশাপাশি ট্রাম্প জানান যে তিনি বিচার বিভাগকে ব্যাংক জেপিমরগ্যান চেজ, সাবেক ট্রেজারি সেক্রেটারি ল্যারি সামার্স এবং লিঙ্কডইন এর প্রতিষ্ঠাতা ও ডেমোক্র্যাট দাতা রিড হফম্যানের সঙ্গেও অ্যাপস্টিনের যোগসূত্র তদন্তের অনুরোধ জানিয়েছেন।

ট্রাম্প সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লিখেছেন, “এপস্টিন একজন ডেমোক্র্যাট ছিল, এবং সে ডেমোক্র্যাটদের সমস্যা, রিপাবলিকানদের নয়! তারা সবাই তার সম্পর্কে জানে, ট্রাম্পকে নিয়ে সময় নষ্ট করবেন না। আমাকে দেশ চালাতে হবে!”

মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদে আগামী সপ্তাহে এপস্টিন সম্পর্কিত সমস্ত ফাইল প্রকাশের বিষয়ে ভোটাভুটি হওয়ার কথা রয়েছে, যার আগেই ট্রাম্প এই তদন্তের অনুরোধ করলেন।

ডেমোক্র্যাট সদস্য অ্যাডেলিতা গ্রিজালভার শপথ গ্রহণের পরই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়। তিনি হাউসে যোগ দিয়েই ফাইলগুলো প্রকাশের জন্য একটি ডিসচার্জ পিটিশনে স্বাক্ষর করেন। তার স্বাক্ষরটি ছিল ২১৮তম, যা ফ্লোর ভোটের জন্য প্রয়োজনীয় চূড়ান্ত স্বাক্ষর। এই পিটিশনে ডেমোক্র্যাটদের সঙ্গে চারজন রিপাবলিকান সদস্যও যোগ দেন।

বুধবার প্রকাশিত নথিতে ২০১৭ সালে অ্যাপস্টিন ও ল্যারি সামার্সের ই-মেইল যোগাযোগ দেখা যায়। এক বার্তায় সামার্স তখনকার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে নিয়ে নিজের মতামত দেন, “… বিরোধী, অর্থনীতি ইত্যাদির দিক থেকে ডি.জে.টি [ট্রাম্প] পৃথিবীর সবচেয়ে ভাগ্যবান মানুষ, তবু মনে করি, তার পৃথিবী একসময় ভেঙে পড়বে।”

সামারসের একজন প্রতিনিধি ২০২৩ সালে ওয়াল স্ট্রিট জার্নালকে জানান, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক এই প্রেসিডেন্ট “এপস্টিনের সাজার পরেও তার সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্য গভীরভাবে অনুতপ্ত”।

নথিগুলোতে এপস্টিন এবং তার দীর্ঘদিনের সহযোগী গিসলাইন ম্যাক্সওয়েলের মধ্যে ইমেইল চালাচালির তথ্যও রয়েছে, যিনি বর্তমানে যৌন পাচারের অভিযোগে ২০ বছরের কারাদণ্ড ভোগ করছেন।

২০১১ সালের এক ইমেইলে অ্যাপস্টিন ম্যাক্সওয়েলকে লিখেছেন: “তোমাকে বুঝতে হবে, যে কুকুরটি এখনো ঘেউ ঘেউ করেনি—সে হচ্ছে ট্রাম্প। [ভুক্তভোগী] তার সঙ্গে আমার বাড়িতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়েছে।”

ট্রাম্প বছরের পর বছর ধরে এপস্টিনের বন্ধু ছিলেন, তবে তিনি দাবি করেছেন যে ২০০০-এর দশকের শুরুতে তাদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়, যা ছিল এপস্টিনের প্রথম গ্রেপ্তারের দুই বছর আগে। ট্রাম্প বরাবরই এপস্টিনের সঙ্গে সম্পর্কিত কোনো অন্যায়ের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

অন্যদিকে, বিল ক্লিনটনও এপস্টিনের অপরাধ সম্পর্কে কোনো কিছু জানার বিষয়টি দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করেছেন। জেপি মরগান চেজের একজন মুখপাত্র বলেছেন, এপস্টিনের সঙ্গে তাদের “যেকোনো ধরনের সম্পর্ক” থাকার জন্য তারা অনুতপ্ত এবং প্রতিষ্ঠানটি “তাকে তার জঘন্য কাজ করতে সাহায্য করেনি।”

কংগ্রেসকে উদ্দেশ্য করে লেখা এক চিঠিতে এপস্টিনের হাত থেকে বেঁচে ফেরা ব্যক্তিরা এবং তার বিরুদ্ধে অন্যতম প্রধান অভিযোগকারী ভার্জিনিয়া গিফ্রের পরিবার সব ফাইল প্রকাশের পক্ষে ভোট দেওয়ার জন্য মার্কিন আইনপ্রণেতাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। চিঠিতে বলা হয়, “আপনারা যখন ভোট দেবেন, আমরা ব্যালট বাক্সে আপনাদের সিদ্ধান্ত মনে রাখব।”

আল শারাকে পারফিউম ছিটিয়ে

৭ পৃষ্ঠার পর

যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়ে যায়। কেউ একে ‘অস্বস্তিকর রসিকতা’, আবার কেউ ‘ট্রাম্পীয় কূটনীতির হাস্যরস’ বলে মন্তব্য করেন।

বৈঠকের মূল আলোচ্য বিষয় ছিল আসাদ-পরবর্তী সিরিয়ায় স্থিতিশীলতা, মার্কিন সেনা প্রত্যাহার ও আইএসবিরোধী অভিযান; তবে ‘পারফিউম পর্ব’ সেটিকে ছাপিয়ে যায়। ১৩ নভেম্বর পর্যন্ত ভিডিওটি এক্স (টুইটার), ইনস্টাগ্রাম ও ইউটিউবে লাখোবার দেখা হয়েছে এবং এটি নিয়ে নানা মিম, মন্তব্য ও কূটনৈতিক আচরণবিধি নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে।

২০২৪ সালের শেষ দিকে সিরিয়ার দীর্ঘদিনের শাসক বাশার আল-আসাদের পতনের পর যুক্তরাষ্ট্র-সিরিয়া সম্পর্ক নতুনভাবে গঠিত হচ্ছে, এবং এই বৈঠক ছিল সেই প্রক্রিয়ার অংশ।

আহমেদ আল-শারা, যিনি একসময় হায়াত তাহরির আল-শাম (এইচটিএস)-এর নেতা এবং পূর্বে ‘আবু মুহাম্মদ আল-জোলানি’ নামে পরিচিত ছিলেন, এখন সিরিয়ার অন্তর্বর্তীকালীন প্রেসিডেন্ট।

অতীতের জিহাদি পরিচয় থেকে বেরিয়ে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জনের চেষ্টা করছেন তিনি। তার এই সফর ছিল সিরিয়ার নতুন সরকারের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম উচ্চপর্যায়ের যোগাযোগ।

বৈঠকে সিরিয়ার পুনর্গঠন, শরণার্থী প্রত্যাবর্তন ও পূর্বাঞ্চল থেকে মার্কিন সেনা প্রত্যাহার নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। ট্রাম্প বৈঠকে তাঁর ব্যবসায়িক ধাঁচের কূটনৈতিক ভঙ্গিতে ব্যক্তিগত মন্তব্য ও উপহার বিনিময়ের মাধ্যমে আলোচনাকে প্রাণবন্ত করেন। তাঁর দেওয়া পারফিউমটি ছিল ‘ট্রাম্প ফ্র্যাগ্রেন্স’ ব্র্যান্ডের, যা ১৯৮০-এর দশক থেকে তিনি বাজারজাত করে আসছেন। ইসলামিক সংস্কৃতিতে অ্যালকোহলযুক্ত সুগন্ধি বিতর্কিত হলেও, আল-শারা উপহারটি গ্রহণ করেন।

এই ভিডিও প্রকাশের পর নানা প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। কেউ একে কূটনৈতিক সৌজন্যের সীমা লঙ্ঘন বলেছেন, আবার কেউ মনে করেছেন এটি সম্পর্ক গঠনের এক ‘মানবিক মুহূর্ত’। ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ মহল এক্সে লেখে, এটি ছিল ‘ট্রাম্পের স্বভাবসুলভ আকর্ষণের কৌশল।;

ঘটনার পর আল-শারা দামেস্কে ফিরে ধন্যবাদ জানিয়ে একটি টুইট করেন, যদিও পারফিউম ঘটনার কোনো উল্লেখ করেননি।

বিশ্লেষকদের মতে, এই সফর ছিল সিরিয়া-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কের ইতিহাসে এক নজিরবিহীন অধ্যায়—১৯৪৬ সালে স্বাধীনতার পর এটাই কোনো সিরীয় প্রেসিডেন্টের প্রথম হোয়াইট হাউস সফর।

৪৩ বছর বয়সি আল-শারা একসময় আল-কায়েদা-সংযুক্ত এইচটিএস-এর নেতা ছিলেন। ২০০৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ইরাক আক্রমণের সময় তিনি আল-কায়েদায় যোগ দেন ও পরে মার্কিন বাহিনীর হাতে গ্রেফতার হন। মুক্তির পর আসাদবিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। ২০১৩ সালে যুক্তরাষ্ট্র তাঁকে ‘বৈশ্বিক সন্ত্রাসী’ ঘোষণা করে এবং মাথার দাম ১ কোটি ডলার নির্ধারণ করে।

তবে ২০১৬ সালে আল-শারা আল-কায়েদার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে এইচটিএস-কে আরও বাস্তববাদী সংগঠন হিসেবে পুনর্গঠন করেন। ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে এইচটিএস অভিযান চালিয়ে আসাদ সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে—যেখানে যুক্তরাষ্ট্র, ইসরাইল ও তুরস্কের সহায়তা ছিল বলে জানা যায়।

পরবর্তীতে আল-শারা অন্তর্বর্তীকালীন প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং ইরান-রাশিয়ার প্রভাবমুক্ত থেকে তুরস্ক, উপসাগরীয় দেশ ও পশ্চিমা বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদারের ঘোষণা দেন। পরবর্তীতে যুক্তরাষ্ট্র তাঁর প্রতি নরম অবস্থান নেয়, নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে এবং সম্প্রতি তাকে ‘বৈশ্বিক সন্ত্রাসী’ তালিকা থেকেও বাদ দেয়।

বিবিসি তথ্যচিত্রের জন্য দুঃখ প্রকাশ

৬ পৃষ্ঠার পর

করেছিল যে আমরা বক্তৃতার একটি একক অবিচ্ছিন্ন অংশ দেখাচ্ছিলাম—যেখানে আসলে বিভিন্ন সময়ের উদ্ধৃতি দেখানো হয়েছিল—এবং এতে এই ভুল ধারণা দেয় যে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সরাসরি সহিংস কর্মকাণ্ডের জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন।”

একজন বিবিসি মুখপাত্র জানান, রোববার পাওয়া চিঠির জবাবে বিবিসির আইনজীবীরা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের আইনি দলকে উত্তর পাঠিয়েছেন।

তিনি বলেন, “বিবিসির চেয়ারম্যান সমীর শাহ আলাদাভাবে হোয়াইট হাউসে একটি ব্যক্তিগত চিঠি পাঠিয়ে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে স্পষ্ট করেছেন যে তিনি এবং করপোরেশন ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারির প্রেসিডেন্টের বক্তৃতার সম্পাদনার জন্য দুঃখিত, যা অনুষ্ঠানে দেখানো হয়েছিল।”

তিনি আরও যোগ করেন, “যদিও বিবিসি ভিডিও ক্লিপটি যেভাবে সম্পাদনা করা হয়েছিল, তার জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখিত, আমরা দৃঢ়ভাবে মনে করি—এখানে মানহানির দাবির কোনো ভিত্তি নেই।”

বিবিসির অনুষ্ঠান “প্যানোরামা”তে ট্রাম্পের একটি বক্তৃতার দুটি ভিন্ন অংশকে এমনভাবে সম্পাদনা করে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল, যাতে মনে হচ্ছিল তিনি ২০২১ সালের জানুয়ারিতে ক্যাপিটল হিলের দাঙ্গায় উসকানি দিচ্ছেন।

মূলত, ট্রাম্পের সেই দিনের ভাষণ আক্রমণাত্মক হলেও “লড়াই” করার আহ্বান এবং ক্যাপিটলে গিয়ে “সাহসী সিনেটর ও কংগ্রেসম্যানদের উৎসাহিত করার” পরামর্শ—দুটি ভিন্ন অংশে বলা হয়েছিল। তথ্যচিত্রটিতে এই দুটি অংশ জুড়ে দিয়ে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়, যেন তিনি সহিংসতার জন্য সরাসরি ডাক দিচ্ছেন। ফক্স নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প বলেন, তার বক্তৃতা “বিকৃত” করা হয়েছে এবং যেভাবে এটি উপস্থাপন করা হয়েছে, তা দর্শকদের সঙ্গে “প্রতারণা” হয়েছে। রোববার ট্রাম্পের আইনজীবীদের কাছ থেকে একটি চিঠি পায় বিবিসি। সেখানে তথ্যচিত্রটির “সম্পূর্ণ ও ন্যায্য প্রত্যাহার”, ক্ষমা প্রার্থনা এবং বিবিসির কারণে “প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের যে ক্ষতি হয়েছে তার জন্য যথাযথ ক্ষতিপূরণ” প্রদানের দাবি জানানো হয়।

করপোরেশনকে প্রতিক্রিয়া জানানোর জন্য শুক্রবার স্থানীয় সময় রাত ১০টা পর্যন্ত সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে।

ট্রাম্পের আইনি দলকে পাঠানো জবাবে বিবিসি পাঁচটি প্রধান যুক্তি তুলে ধরে জানিয়েছে, কেন তারা মনে করে অভিযোগগুলোর কোনো ভিত্তি নেই।

প্রথমত বিবিসি বলছে, তাদের মার্কিন চ্যানেলে “প্যানোরামা” পর্বটি সম্প্রচারের অধিকার ছিল না এবং তারা এমনটি করেনিও। তথ্যচিত্রটি যখন বিবিসি আইপ্লেয়ারে ছিল, তখন তা শুধু যুক্তরাজ্যের দর্শকদের জন্যই সীমাবদ্ধ ছিল। দ্বিতীয়ত, করপোরেশনটির দাবি—তথ্যচিত্রটি ট্রাম্পের কোনো ক্ষতি করেনি, কারণ এর অল্প কিছুদিন পরই তিনি পুনরায় নির্বাচিত হন।

তৃতীয়ত বিবিসি বলছে, ক্লিপটি বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়নি। বরং দীর্ঘ বক্তৃতা সংক্ষিপ্ত করতে এটি সম্পাদনা করা হয়েছিল, এবং তা কোনো বিদ্বেষ থেকে করা হয়নি।

চতুর্থত, তাদের যুক্তি—ক্লিপটি কখনোই বিচ্ছিন্নভাবে বিবেচনার জন্য তৈরি করা হয়নি। এটি এক ঘণ্টাব্যাপী অনুষ্ঠানের মাত্র ১২ সেকেন্ডের অংশ ছিল, যেখানে ট্রাম্পের সমর্থনে অনেক বক্তব্যও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

সব শেষে, জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয়ে মতামত ও রাজনৈতিক বক্তব্য—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মানহানি আইনের অধীনে ব্যাপক সুরক্ষা পায়।

বিবিসির এক অভ্যন্তরীণ সূত্র জানিয়েছে, করপোরেশন যে যুক্তিগুলো তুলে ধরেছে এবং নিজেদের প্রতিরক্ষার বিষয়ে তারা অভ্যন্তরীণভাবে বেশ আত্মবিশ্বাসী।

এবার “নিউজনাইটের” বিরুদ্ধেও ট্রাম্পের বক্তব্য বিকৃতির অভিযোগ

বৃহস্পতিবার আরও একটি অভিযোগ উঠেছে বিবিসির বিরুদ্ধে। প্যানোরামা পর্বটি প্রচারের দুই বছর আগেই, ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারির ট্রাম্পের বক্তব্য বিভ্রান্তিকরভাবে সম্পাদনা করা হয়েছিল “নিউজনাইট” অনুষ্ঠানে। ২০২২ সালের ওই নিউজনাইট পর্বের সম্পাদনাটি প্যানোরামার সম্পাদনা থেকে কিছুটা ভিন্ন ছিল।

ভিডিওতে ট্রাম্পকে বলতে দেখা যায়, “আমরা ক্যাপিটলের দিকে হেঁটে যাব। এবং আমরা আমাদের সাহসী সিনেটর এবং কংগ্রেস সদস্যদের উৎসাহিত করব। এবং আমরা লড়াই করি। আমরা সর্বশক্তি দিয়ে লড়াই করি। এবং যদি তোমরা সর্বশক্তি দিয়ে লড়াই না করো, তাহলে তোমাদের আর কোনো দেশ থাকবে না।”

এরপর ক্যাপিটল দাঙ্গার ফুটেজের ওপর উপস্থাপক কার্স্টি ওয়ার্কের কণ্ঠে শোনা যায়, “এবং তারা লড়াই করেছিল।”

৬ জানুয়ারির দাঙ্গাকে “অভ্যুত্থান প্রচেষ্টা” হিসেবে বর্ণনা করে কূটনৈতিক পদ ত্যাগের পর ট্রাম্পের সমালোচক হয়ে ওঠা হোয়াইট হাউসের সাবেক চিফ অফ স্টাফ মিক মালভেনি, একই পর্বে ওই ক্লিপের প্রতিক্রিয়ায় বলেন—ভিডিওটি ট্রাম্পের বক্তৃতা “জোড়া লাগিয়ে” তৈরি করা হয়েছে।

তিনি বলেন, “সর্বশক্তি দিয়ে লড়াই করার ওই লাইনটি আসলে বক্তৃতার আরও পরের অংশ, কিন্তু ভিডিওতে এমনভাবে দেখানো হয়েছে যেন দুটি কথাই তিনি একই সময়ে বলেছেন।”

টেলিগ্রাফে বৃহস্পতিবার প্রকাশিত প্রতিবেদনের প্রতিক্রিয়ায় বিবিসির একজন মুখপাত্র জানান, বিবিসি “সর্বোচ্চ সম্পাদকীয় মান” বজায় রাখে এবং বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ট্রাম্পের আইনি দলের একজন মুখপাত্র টেলিগ্রাফকে বলেন, “এখন এটা স্পষ্ট যে বিবিসি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের বিরুদ্ধে ধারাবাহিকভাবে মানহানিকর কর্মকাণ্ডে লিপ্ত রয়েছে।” খবর বিবিসির।

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
CenterLight
Anthem.
Hamaspik
MetroPlusHealth
SWH
FUHAD HUSSAIN
LIFE & HEALTH INSURANCE AGENT
MOHAMMAD ZAHID ALAM
CHIEF FINANCIAL OFFICER
SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
A SISTER CONCERN OF SHAH NAWAZ GROUP
সর্বোচ্চ সেবার নিশ্চয়তা
CALL US NOW:
718-516-3425
SNG
SHAH NAWAZ
CONTACT US:
Off: 718-516-3425
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
78-06 101 Ave, Suite C
Ozone Park, NY 11416

আওয়ামী লীগ অংশ

৯ পৃষ্ঠার পর

গুমের মতো অপরাধের বিচার শুরু নিয়ে অধ্যাপক ইউনূস বলেছেন,“আমরা একই সাথে দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো গুমের মতো নৃশংস অপরাধের বিচার কাজ শুরু করেছি”

সংস্কারের ক্ষেত্রে ব্যাপক অগ্রগতি অর্জন

অধ্যাপক ইউনূস জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে বলেছেন, “সংস্কারের ক্ষেত্রেও আমরা ব্যাপক অগ্রগতি অর্জন করেছি”

তিনি বলেন,“অন্তর্বর্তী সরকার নিজ উদ্যোগে বা বিভিন্ন সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবের ভিত্তিতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারের কাজ সম্পন্ন করেছে। কিছু প্রস্তাবিত সংস্কারের কাজ এখনো চলমান আছে”

তিনি আরও বলেন,“অধ্যাদেশের মাধ্যমে বা বিদ্যমান আইন সংশোধন করে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, বিচার ব্যবস্থাপনা, আর্থিক খাতে স্বচ্ছতা, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, ডিজিটালাইজেশন সম্প্রসারণ ও দুর্নীতি প্রতিরোধে বিভিন্ন সংস্কার সম্পন্ন করা হয়েছে” ভবিষ্যতে সুশাসনের জন্য এসব সংস্কার বড় ভূমিকা রাখবে উল্লেখ করে প্রধান উপদেষ্টা বলেন,“আমরা আশা করি, আগামী নির্বাচিত সরকার সংসদে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে এসব সংস্কার গ্রহণ করবে”

সুস্থ নির্বাচন অনুষ্ঠানে সরকারের ভূমিকা

প্রধান উপদেষ্টা বলেছেন,“সুস্থ নির্বাচন অনুষ্ঠান আমি ঘোষণা করেছি যে আগামী ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এই নির্বাচন উৎসবমুখর, অংশগ্রহণমূলক ও সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠানের জন্য আমরা সব প্রস্তুতি গ্রহণ করছি” তিনি বলেন, “আমাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব আমরা সঠিকভাবে পালন করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করে যাচ্ছি”

রাষ্ট্র কাঠামো সংস্কারে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের ভূমিকা

প্রধান উপদেষ্টা বলেন,“রাষ্ট্র কাঠামো সংস্কারের প্রস্তাব তৈরির লক্ষ্যে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন নিরলসভাবে গত প্রায় নয় মাস ধরে কাজ করেছে। এ সময় কমিশন জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা করেছে”

তিনি বলেন, “অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে, ধৈর্য সহকারে রাজনৈতিক দলগুলো কমিশন কর্তৃক উত্থাপিত বিভিন্ন সংস্কার প্রস্তাব নিয়ে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেছেন। মতের পার্থক্য থাকলেও তা কমিয়ে আনার চেষ্টা করেছেন, এবং অনেক বিষয়ে ঐকমত্যে আসতে পেরেছেন”

তিনি আরও বলেন, “দেশবাসী সরাসরি সম্প্রচারের মাধ্যমে এই পুরো কার্যক্রম দেখতে পেরেছেন—এটি বাংলাদেশের রাজনীতির ক্ষেত্রে তো বটেই, পৃথিবীর অনেক দেশের জন্যও এক অভূতপূর্ব ঘটনা। এটি ভবিষ্যৎ রাজনীতির জন্য আশাব্যঞ্জক” অধ্যাপক ইউনূস বলেন, “আমি ঐকমত্য কমিশনের সদস্যদের এবং রাজনৈতিক দলগুলোর নেতৃবৃন্দকে গণতান্ত্রিক চর্চার এই অসাধারণ আয়োজনকে সফল করার জন্য আবারও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ঐকমত্য কমিশনের প্রণীত জুলাই সনদে সংবিধান বিষয়ক ৩০টি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার প্রস্তাবে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ঐকমত্য তৈরি হয়েছে—এটি একটি ঐতিহাসিক অর্জন”

তিনি বলেন,“কিছু প্রস্তাবে সামান্য ভিন্ন মত আছে; বাকি অল্প কিছু প্রস্তাবে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় অনেক দূরত্ব আছে, যা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অস্বাভাবিক কিছু নয়। তবে খতিয়ে দেখলে দেখা যায়, এসব প্রস্তাবের ক্ষেত্রেও আসলে মতভিন্নতা খুব গভীর নয়” প্রধান উপদেষ্টা বলেন,“কেউ সংবিধানে পরিবর্তন চান, কেউ আইনের মাধ্যমে—কিন্তু সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা, নীতি ও লক্ষ্য নিয়ে কারও মধ্যে মতভেদ নেই। কাজেই রাজনৈতিক দলগুলোর প্রকাশ্য বক্তব্য যতটা পরস্পরবিরোধী মনে হয়, জুলাই সনদ বিশ্লেষণ করলে ততটা মতপার্থক্য দেখা যায় না। এটি আমাদের অনন্য অর্জন, যা জাতিকে এগিয়ে যেতে সাহস জোগায়”

জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন আদেশ ২০২৫ অনুমোদন

প্রধান উপদেষ্টা ভাষণে বলেছেন,“এসব বিবেচনায় রেখে এবং রাজনৈতিক দলগুলোর স্বাক্ষরিত জুলাই সনদকে মূল দলিল হিসেবে ধরে নিয়ে, অন্তর্বর্তী সরকার আজকের উপদেষ্টা পরিষদের সভায় জুলাই জাতীয় সনদ সংবিধান সংস্কার বাস্তবায়ন আদেশ ২০২৫ অনুমোদন করেছে। তিনি বলেন,“এটি একটি বিরাট খবর। প্রয়োজনীয় স্বাক্ষর শেষে এটি ইতোমধ্যে গেজেট নোটিফিকেশনের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে”

গুরুত্বপূর্ণ বিধান ও গণভোটের সিদ্ধান্ত

অধ্যাপক ইউনূস বলেন,“জুলাই সনদ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এই আদেশে আমরা কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিধান গ্রহণ করেছি। এর মধ্যে রয়েছে—সনদের সংবিধান বিষয়ক সংস্কার প্রস্তাবনার ওপর গণভোট আয়োজন এবং পরবর্তী সময়ে সংবিধান সংস্কার পরিষদ গঠনের সিদ্ধান্ত”

তিনি বলেন,“আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিনই গণভোট অনুষ্ঠিত হবে। অর্থাৎ, জাতীয় নির্বাচনের মতোই গণভোটও ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে একই দিনে হবে। এতে সংস্কারের লক্ষ্য বাধাগ্রস্ত হবে না, বরং নির্বাচন আরও উৎসবমুখর ও সাশ্রয়ী হবে। গণভোট অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে উপযুক্ত সময়ে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করা হবে”

গণভোটের প্রশ্ন

অধ্যাপক ইউনূস বলেন,“জুলাই সনদের আলোকে আমরা গণভোটের ব্যালটে উপস্থাপনযোগ্য প্রশ্নও নির্ধারণ করেছি। আমি প্রশ্নটি এখন আপনাদের সামনে পাঠ করে শোনাচ্ছি”

প্রশ্ন

“আপনি কি ‘জুলাই জাতীয় সনদ সংবিধান সংস্কার বাস্তবায়ন আদেশ ২০২৫’ এবং ‘জুলাই জাতীয় সনদের লিপিবদ্ধ সংবিধান সংস্কার সম্পর্কিত নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলোর প্রতি আপনার সম্মতি জ্ঞাপন করছেন?

ক) নির্বাচনকালীন সময়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার, নির্বাচন কমিশন এবং অন্যান্য সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান জুলাই সনদে বর্ণিত প্রক্রিয়ার আলোকে গঠন করা হবে। খ) আগামী সংসদ হবে দুই কক্ষবিশিষ্ট। জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলগুলোর প্রাপ্ত ভোটের অনুপাতে ১০০ সদস্যের একটি উচ্চকক্ষ গঠিত হবে এবং সংবিধান সংশোধনের জন্য উচ্চকক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ অনুমোদন প্রয়োজন হবে। গ) সংসদে নারীর প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি, বিরোধী দল থেকে ডেপুটি স্পিকার ও সংসদীয় কমিটির সভাপতি নির্বাচন, প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ সীমিতকরণ, রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বৃদ্ধি, মৌলিক অধিকার সম্প্রসারণ, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা এবং স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণসহ ৩০টি প্রস্তাব বাস্তবায়নে আগামী নির্বাচনে বিজয়ী দলগুলো বাধ্য থাকবে।

ঘ) জুলাই সনদে বর্ণিত অন্যান্য সংস্কার রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বাস্তবায়ন করা হবে।

গণভোটের দিন এই চারটি বিষয়ের ওপর একটিমাত্র প্রশ্নে ভোটাররা “হ্যাঁ” বা “না” ভোট দিয়ে মতামত জানাবেন।”

সংবিধান সংস্কার পরিষদ গঠন

প্রধান উপদেষ্টা বলেন,“গণভোটে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট যদি হ্যাঁ হয়, তবে আগামী সংসদ নির্বাচনে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি সংবিধান সংস্কার পরিষদ গঠিত হবে। এই প্রতিনিধিগণ একই সঙ্গে জাতীয় সংসদের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন”

তিনি বলেন, পরিষদ প্রথম *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

অনলাইনে পরিচয় পড়তে স্ক্যান করুন

37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

বারী হোম কেয়ার

BARI HOME CARE
YOUR HEALTH OUR CARE

Ultracare Family Wellness of NY, Inc.
Diana's Angels Home Care Inc.

PCA/HHA HOME CARE
Service Provider

Home care PCA/PA দের সর্বোচ্চ সাপ্তাহিক পেমেন্ট **Direct Deposit** এর মাধ্যমে দেওয়া হয়।
Home care সুবিধা পেতে আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আমরা **Medicaid** এর আবেদন ও নবায়নে সাহায্য করে থাকি।
We hire PCA Aides/ Provide Training & Certificate
We speak Bengali, Hindi, Urdu, Punjabi & Spanish

আমরা **HHA/PCA**
সার্টিফিকেট প্রদান করে
হোম কেয়ারে সকল সেবা প্রদান করছি।

PCA সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

NYS- licensed LHCSA Agency Offering Professional, compassionate care - we are ready to help you to Enroll PCA/HHA services.
Our Expert Team will guide you through the LHCSA transition with trained PCA ready to help.

THE BARI GROUP

BARI SUPERMARKET · BARI PARTY HALL · BARI RESTAURANT · BARI HOME CARE · BARI &BARI · BARI CHARITY FOUNDATION · BUTTERFLY SENIOR DAY CARE

Head Office:
37-16 73rd St., 4th FL
Suite 401
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-898-7100

Jamaica Office:
169-06 Hillside Ave,
2nd FL
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-291-4163

Bronx Office:
1412 Castle Hill Ave
2nd FL, Suite 201
Bronx, NY 10462
Tel:718-319-1000

Woodside Office:
49-22 30th Ave
Woodside
NY 11377
Tel: 347-242-2175

Brooklyn Office:
31 Church Ave, #8
Brooklyn, NY 11218
Tel: 347-837-4908
Cell: 347-777-7200

Long Island Office:
469 Donald Blvd.
Holbrook, NY 11741
Tel: 631-428-1901

Ozone Park Office:
1088 Liberty Ave
Brooklyn, NY 11208
Tel: 470-447-8625

Buffalo Office:
59 Walden Ave,
Buffalo, NY 14211
Tel: 716-891-9000
716-400-8711

Buffalo Office:
977 Sycamore St
2nd Floor,
Buffalo, NY 14212
Tel: 347-272-3973

Bari Tower:
74-09 37th Ave
Room 401
Jackson Heights,
NY 11372
Tel: 718-898-7100

CALL US TODAY: 718-898-7100, 631-428-1901

Fax: 646-630-9581, info@barihomecare.com www.barihomecare.com

আওয়ামী লীগ অংশ

৩২ পৃষ্ঠার পর

অধিবেশন শুরুর তারিখ থেকে ১৮০ কার্যদিবসের মধ্যে সংবিধান সংস্কার সম্পন্ন করবে। এরপর ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে সংসদ নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটের অনুপাতে উচ্চকক্ষ গঠন করা হবে, যার মেয়াদ থাকবে নিম্নকক্ষের মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত। জুলাই সনদ বাস্তবায়নের অঙ্গীকারনামা অনুযায়ী, সংবিধানে জুলাই জাতীয় সনদ অন্তর্ভুক্ত করার ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হবেঞ্জ

অর্থনীতির পুনরুদ্ধার ও বিনিয়োগ প্রবাহ

অধ্যাপক ইউনূস বলেন,ওপ্রিয় দেশবাসী, অভ্যুত্থানের পর দায়িত্ব গ্রহণ করে অর্থনীতিকে গভীর গহ্বর থেকে উদ্ধার করা ছিল আমাদের জন্য বিরাট চ্যালেঞ্জ। গত ১৫ মাসে আমরা সেই চ্যালেঞ্জ উতরাতে সক্ষম হয়েছি।

তিনি বলেন,ওরপ্তানি, বৈদেশিক বিনিয়োগ ও রিজার্ভসহ অর্থনীতির সব সূচকে দেশ ইতিবাচক ধারায় ফিরেছে। লুট হয়ে যাওয়া ব্যাংকিং খাত ঘুরে দাঁড়িয়েছে, মানুষের আস্থা ফিরে এসেছে। ব্যাংকিং খাতকে আরও শক্তিশালী করতে নানা পদক্ষেপ চলছেঞ্জ তিনি আরও বলেন,ওঅভ্যুত্থান-পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন দেশে বৈদেশিক বিনিয়োগ কমলেও বাংলাদেশে গণ-অভ্যুত্থান-পরবর্তী প্রথম বছরে এফডিআই ১৯.১৩% বৃদ্ধি পেয়েছে। এটি বৈশ্বিক প্রবণতার বিপরীতে এক অনন্য অর্থনৈতিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেঞ্জ প্রধান উপদেষ্টা বলেন,ওআগামী সপ্তাহে ডেনমার্কভিত্তিক মার্স গ্রুপের মালিকানাধীন এপিএম টার্মিনালস বিভ্রি সঙ্গে লালদিয়া কন্টেইনার টার্মিনাল প্রকল্পে ৩০ বছরের কনসেশন চুক্তি স্বাক্ষর হতে যাচ্ছে। ইউরোপীয় এই কোম্পানি ৫৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করবে ড়এটি বাংলাদেশের ইতিহাসে ইউরোপের সর্বোচ্চ একক বিনিয়োগ। লালদিয়া হবে দেশের প্রথম বিশ্বমানের গ্রিনপোর্টঞ্জ

ভোটাধিকার ও ঐক্যের আহ্বান

প্রধান উপদেষ্টা বলেন, ওপ্রিয় দেশবাসী, প্রায় দেড় যুগ ধরে জনগণ ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত ছিলেন। তারা আজ আসন্ন নির্বাচনে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য উন্মুখ হয়ে আছেন। আগামী ফেব্রুয়ারিতে একটি সুস্থ নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিষয়ে অভ্যুত্থানের স্বপক্ষের রাজনৈতিক দলগুলোকে অবশ্যই ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। তা না হলে জাতি এক মহাবিপদের সম্মুখীন হবেঞ্জ

তিনি বলেন,ওআমি আগেও বলেছিড় ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে ২০২৪ সালের জুলাইয়ে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দেশবাসী যে ঐক্য গড়ে তুলেছিল, আমরা জীবিতরা যেন অল্পস্বল্প ভিন্ন মত ও লঘু বিবাদে জড়িয়ে তার মর্যাদা ক্ষুণ্ন না করি। তিনি আরও বলেন,ওদেশের জনগণ যা চায়, তা হলোড় এই অগণিত হতাহতের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমরা যেন ভিন্ন মতের প্রতি সহনশীলতা দেখাই, দলীয় স্বার্থ অতিক্রম করে সম্মিলিত আকাঙ্ক্ষা ও জাতীয় চাওয়াকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরিঞ্জ অধ্যাপক ইউনূস বলেছেন,ওতাই আমি আশা করি, আমাদের এই সিদ্ধান্ত জাতির বৃহত্তর স্বার্থে রাজনৈতিক দলগুলো মেনে নেবে ড় একটি উৎসবমুখর জাতীয় নির্বাচনের দিকেঞ্জ আওয়ামী লীগ নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে না, যুক্তরাজ্যের মন্ত্রীকে জানালেন বাংলাদেশের অন্তবর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা

বাংলাদেশের অন্তবর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস আগামী জাতীয় নির্বাচনকে অবাধ, সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক করার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছেন। কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ আগামী জাতীয় নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে না বলেও তিনি জানিয়েছেন।

গত ১৩ নভেম্বর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ঢাকায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় যুক্তরাজ্যের আন্তর্জাতিক উন্নয়নবিষয়ক মন্ত্রী ব্যারোনেস জেনি চ্যাপম্যানের সঙ্গে বৈঠকে তিনি এ কথা জানান। বৈঠকে আসন্ন নির্বাচন, অবৈধ অভিবাসন, বাণিজ্য সম্প্রসারণ, রোহিঙ্গা সংকটসহ বিমান ও নৌ খাতে দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতা সম্প্রসারণের ইস্যু বিষয়ে আলোচনা হয়।

প্রধান উপদেষ্টা বলেন, আগামী ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে সময়মতোই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং তা হবে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও অংশগ্রহণমূলক। তিনি আশা প্রকাশ করেন, এই নির্বাচনে বিপুলসংখ্যক নতুন ভোটার প্রথমবারের মতো ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন। গত ১৬ বছরের স্বৈরতন্ত্রের সময়ে টানা তিনটিওকাটাছেঁড়াঞ্জ নির্বাচনের কারণে তারা ভোট দিতে পারেননি বলেও মন্তব্য করেন তিনি। অধ্যাপক ইউনূস জানান, সন্ত্রাসবিরোধী আইনের আওতায় কার্যক্রম স্থগিত থাকায় এবং পরে নির্বাচন কমিশন দলটির নিবন্ধন বাতিল করায় আওয়ামী লীগ নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে না।

বৈঠকে তিনি আরও বলেন, জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানে লাখো মানুষের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটিয়েওজুলাই সনদঞ্জ বাংলাদেশে একটিওনতুন সূচনাঞ্জ করেছে। ব্রিটিশ মন্ত্রী চ্যাপম্যান অধ্যাপক ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বতী সরকারের ভূমিকার প্রশংসা করেন। তিনি জুলাই সনদ নিয়ে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন ও রাজনৈতিক দলগুলোর চলমান সংলাপকেও ইতিবাচক হিসেবে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশের অভিবাসীদের মাধ্যমে যুক্তরাজ্যে আশ্রয়ের অপব্যবহার উদ্বেগজনকভাবে বাড়ছে। তিনি নিরাপদ ও বৈধ অভিবাসন নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্ব দেন।

জবাবে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, তার সরকার নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং আরও বেশি বাংলাদেশিকে বৈধ পথে বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ নিতে উৎসাহিত করছে।

রোহিঙ্গা ইস্যুতে দুই নেতা মানবিক সহায়তা অব্যাহত রাখার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন। অধ্যাপক ইউনূস বলেন, ক্যাম্পের তরুণেরা আশা-আকাঙ্ক্ষা হারিয়ে ক্রমশ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠছে। তিনি বলেন, তাদের শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। এ ছাড়া দুদেশের মধ্যে বাণিজ্য ও সহযোগিতা বাড়ানোর সম্ভাবনা নিয়েও আলোচনা হয়। প্রধান উপদেষ্টা জানান, বঙ্গোপসাগরে গবেষণার জন্য বাংলাদেশ যুক্তরাজ্যের একটি গবেষণা জাহাজ কিনছে। মন্ত্রী চ্যাপম্যান দুদেশের বিমান যোগাযোগ আরও জোরদারের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, এয়ারবাস ইন্টারন্যাশনালের প্রধান শিগগিরই বাংলাদেশ সফর করবেন। বৈঠকে আরও উপস্থিত ছিলেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা খলিলুর রহমান, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের এসডিজিবিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক লামিয়া মোরশেদ এবং বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাজ্যের হাইকমিশনার সারাহ কুক।

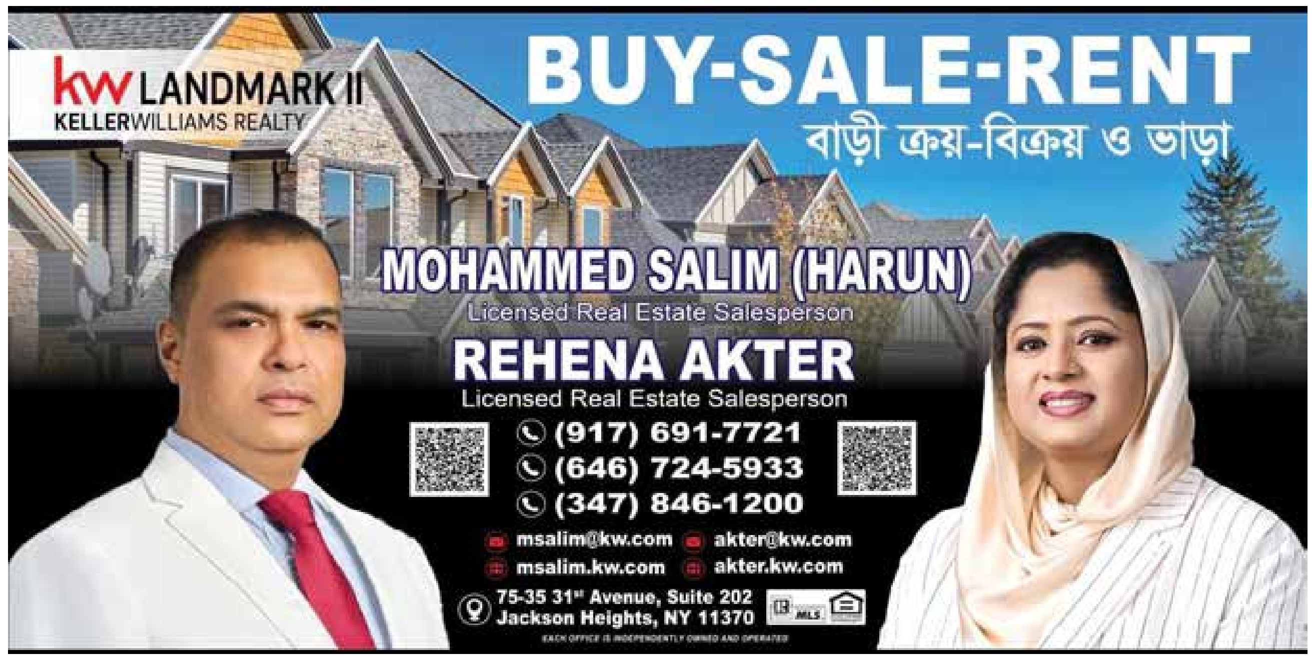

নিউইয়র্ক সিটি ইলেকট্রিশিয়ান

NASRIN CONTRACTING
FULL LICENCED @ INSURED
• 718-223-3856

আমরা যে সব কাজে পারদর্শি
- যে কোন ইলেকট্রিক বায়োলেশন রিমুভ
- সার্ভিস আপগ্রেট এবং নতুন
- ট্রাবল স্যুটিং এবং শটসার্কিট
- নিউওয়েরিং এবং পুরাতন ওয়েরিং
- ইলেকট্রিক আপগ্রেট
- সবধরনের লাইট, হায়হেট, সুইস আউট লাইট, নতুন ও আপগ্রেট
- সকল প্রকার ইলেকট্রিক কাজ করি
- রেসিডেন্টশিয়াল এবং কমার্শিয়াল

বিদ্রঃ কাউকে কাজ দিয়ে সমস্যায় আছেন অ-সমাপ্ত কাজ নিয়ে? নিশ্চিন্তে ফোন করুন। আপনার কাজ খুবই দায়িত্ব সহকারে শেষ করে বুঝিয়ে দিবো Inspection নিয়ে সমস্যা কল করুন

Nasrin Contracting Corp
116 Avenue C, Suite # 3C
Brooklyn, NY 11218
nysarker@gmail.com
nasrincontracting10@gmail.com
Visit Us : www.nasrincontractingcorp.com

Sahara Homes

NOW IS THE TIME TO LIVE THE AMERICAN DREAM!

BUY IT, LIVE IT AND ENJOY IT !!!

WALI KHAN, D.D.S
Family Dentistry

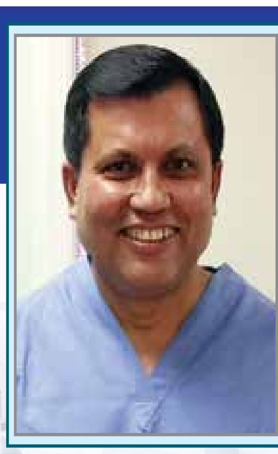

- স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা
- জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে চিকিৎসা
- অত্যাধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারে Implant/Biaces
- সব ধরনের মেডিকেইড/ ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন কার্ড গ্রহণ করা হয়

আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

জ্যাকসন হাইটস	ব্রঙ্কস ডেন্টাল কেয়ার
37-33 77TH STREET, JACKSON HEIGHTS NY 11372 TEL : 718-478-6100	1288 WHITE PLAINS ROAD BRONX NY 10472 TEL : 718-792-6991

Office Hours By Appointment

আমরা সব ধরনের ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করে থাকি

ARMAN CHOWDHURY, CPA
MBA I CMA I CFM

Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.

AUTHORIZED e-file PROVIDER

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

- Individual Income Tax
- Business Income Tax
- Non-Profit Tax Return
- Accounting & Bookkeeping
- Retirement and Investment Planning
- Tax Resolution (Individual & Business)

F to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

WOMEN'S MEDICAL OFFICE
(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)

OBSTETRICS & GYNECLOGICAL

ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী
Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obsterics & Gynecology) *Board Certified*

Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital

Gopika Nandini Are, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician
Flushing Hospital Medical Center

বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার

Dr. Alda Andoni, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician (OBS & GYN Dept.)
Flushing Hospital Medical Center

(F Train to 179th Street (South Side)

91-12, 175th St, Suite-1B
Jamaica, NY 11432

Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

নভেম্বরের ১২ দিনে বাংলাদেশে

১০ পৃষ্ঠার পর

টাকা। গেল বছরে একই সময়ে দেশে এসেছিল ৯৪৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। অর্থাৎ প্রবাহ বেড়েছে ৩৯ দশমিক ৬ শতাংশ। এ ছাড়া চলতি অর্থবছরের ১২ নভেম্বর পর্যন্ত দেশে এসেছে ১১ হাজার ৪৯৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

যা আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১৬.১ শতাংশ বেশি।

প্রসঙ্গত, অক্টোবর মাসে দেশে এসেছিল ২৫৬ কোটি ডলারের বেশি। এ ছাড়া সেপ্টেম্বরে ২৬৮ কোটি ৫৮ লাখ ৮০ হাজার ডলার, আগস্টে ২৪২ কোটি ১৮ লাখ ৯০ হাজার এবং জুলাইয়ে এসেছিল ২৪৭ কোটি ৮০ লাখ ডলার রেমিট্যান্স।

২০০ বছরের রীতি ভাঙল যুক্তরাষ্ট্র,

৭ পৃষ্ঠার পর

বাড়িয়ে রাউন্ড ফিগারে বা পূর্ণ সংখ্যায় সমন্বয় করবে, তখন ক্রেতাদের বার্ষিক অতিরিক্ত খরচ পড়বে প্রায় ৬ মিলিয়ন ডলার। রিচমন্ড ফেডারেল রিজার্ভের এক গবেষণায় একথা বলা হয়েছে।

এদিকে যুক্তরাষ্ট্রে এখন নজর পড়েছে পাঁচ সেন্ট মূল্যের নিকেল মুদ্রার দিকে। এর উৎপাদন খরচ প্রায় ১৪ সেন্টড় অর্থাৎ মূল্যমানের প্রায় তিন গুণ বেশি খরচ হচ্ছে। রিচমন্ড ফেডের হিসাব অনুযায়ী, এটিও বন্ধ করা হলে ভোক্তাদের বার্ষিক বাড়তি ব্যয় দাঁড়াবে প্রায় ৫৫ মিলিয়ন ডলার।

বাংলাদেশে ঘরে বাইরে টার্গেট

৫ পৃষ্ঠার পর

পরিসংখ্যান বলছে, চলতি বছরের প্রথম ৯ মাসে (জানুয়ারি-অক্টোবর) ৩৫১টি রাজনৈতিক সংঘর্ষ ও সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে। সহিংসতায় আহত হয়েছেন ৩ হাজার ৮৩৫ জন, নিহত ৯০ জন। এর মধ্যে বিএনপি-আওয়ামী লীগের মধ্যে সংঘর্ষে ৪২৭ জন আহত ও ৮ জন নিহত হয়েছেন। বিএনপি-জামায়াতের মধ্যে সংঘর্ষে আহত ৩৩৫ জন, নিহত ৩। আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ সংঘর্ষে ৫৬ জন আহত ও ৪ জন নিহত হয়েছেন। বিএনপির সঙ্গে বিএনপির সংঘর্ষে সর্বোচ্চ ১৯২৩ জন আহত ও ৩৩ জন নিহত হয়েছেন।

পুলিশের একাধিক কর্মকর্তা বলছেন, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা অনেকটাই নিষ্ক্রিয়। ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের পাশাপাশি মাঠ পুলিশের একটি অংশ দায়িত্ব নিয়ে কাজ করছে না। রাজনৈতিক সরকারের অপেক্ষায় কোনোমতে নিরাপদে সময় পার করার চেষ্টা করছেন। ফলে মাঠ পুলিশে আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে জোরালো পদক্ষেপ নিচ্ছে না। আর এই সুযোগটাই নিচ্ছে অপরাধীরা।

পুরানো ঢাকার লক্ষীবাজারের বাসিন্দা আমজাদ হোসেন বলেন, ঘরে কিংবা বাইরে আক্রান্ত হলে দ্রুত আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সহযোগিতা তারা পাবেন, এই ভরসা পাচ্ছেন না। সামাজিকভাবে প্রতিরোধেও কেউ এগিয়ে আসছে না। কয়েক দিন আগেও তার বাসা থেকে কয়েক শ মিটার দূরে প্রকাশ্যে মানুষের সামনে হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। হত্যার সেই নৃশংস দৃশ্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ছে। এসব দেখে ভয় ও আতংক আরও বাড়ছে।

পুলিশের এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেন, পুলিশের মনোবল ফেরানো, কার্যকর অপরাধ দমন কৌশল প্রণয়ন এবং প্রশাসনকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রাখার ক্ষেত্রে ঘাটতি রয়েছে। সরকারকে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতিতে কার্যকর, সাহসী ও দৃশ্যমান পদক্ষেপ নিতে হবে। তবে তিনি স্বীকার করেন যে, রাজনৈতিক সরকার না থাকায় পুলিশের অনেক কর্মকর্তাই অপরাধ নিয়ন্ত্রণে ঝুঁকি নিতে চাচ্ছে না।

ঢাকা মহানগর পুলিশের উপ-কমিশনার (ডিসি) তালেবুর রহমান বলেন, আমরা সব ধরণের অপরাধ প্রতিরোধে কাজ করছি। তার পরও বিচ্ছিন্ন অপরাধ ঘটনা ঘটছে। এখন হত্যাকাণ্ডসহ অপরাধের ঘটনার ঘটার পর আমরা অপরাধীদের আওতায় আনতে পারছি কিনা এটা হলো মুখ্য বিষয়। পুরানো ঢাকায় হত্যাকাণ্ডের পর আমরা কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আসামি গ্রেপ্তার করেছি।

হত্যাকাণ্ডে আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার বাড়ছে : রাজনৈতিক-অরাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডে অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার বেড়েছে। চট্টগ্রামে প্রকাশ্যে সরোয়ার হোসেন বাবলা নামে এক যুবককে গুলি করে হত্যার রেশ না কাটতেই সোমবার সকালে পুরানো ঢাকার রাস্তায় ফিল্মি স্টাইলে খুন করা হয় তারিক সাইফ মামুনকে। প্রকাশ্য দিবালোকের হত্যাকাণ্ডের আন্ডারওয়ার্ল্ডের সংযোগ দেখছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। গত বৃহস্পতিবার চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া উপজেলায় আবদুল মান্নান (৪০) নামে এক যুবককে গুলি করে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। নিহত মান্নান জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের রাজনীতিতে জড়িত ছিলেন। তাকে শটগান দিয়ে বুকে ও কপালের বাম পাশে তিনটি গুলি করা হয়েছে। চট্টগ্রামে একই রাতে খুন হয়েছেন মোবাইল সার্ভিসিংয়ের দোকানি আকাশ ঘোষ ও ইলেকট্রিশিয়ান আব্দুল্লাহ আল মাসুদ।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, লুটের পর উদ্ধার না হওয়া হাজারের বেশি অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র ও চোরাই পথে আসা অস্ত্র এসব হত্যাকাণ্ডের ব্যবহৃত হচ্ছে। গণ-অভ্যুত্থান চলাকালে এবং পরবর্তী সময়ে অনেক অস্ত্র-গুলি সন্ত্রাসীদের হাতে চলে গেছে। পুলিশের লুট হওয়া ১ হাজার ৩৪২টি অস্ত্র এখনও উদ্ধার করা যায়নি। সাম্প্রতিক সময়ে ঢাকার মোহাম্মদপুরের জেনেভা ক্যাম্পে মাদক কারবারিদের সংঘর্ষে থানা থেকে লুট হওয়া অস্ত্রের ব্যবহার দেখা গেছে। গত বছর ৫ আগস্টের পর থেকে এ পর্যন্ত চট্টগ্রাম শহর ও জেলায় খুন হয়েছেন ৩৫ জন। এর মধ্যে গুলিতে খুন ২২ জন। হত্যাকাণ্ডগুলোর মধ্যে অন্তত ১৫টি ঘটেছে রাজনৈতিক বিরোধের কারণে। এ ছাড়া গত ১৫ মাসে খুলনায় ৪১ জন হত্যার শিকার হন। এর মধ্যে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহৃত হয়েছে ১৫টিতে।

ঘরে ঢুকে হত্যাকাণ্ড : ঘরে ঢুকে খুনোখুনির ঘটনা ঘটেছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে রাজশাহী মহানগর দায়রা জজ আদালতের বিচারক মোহাম্মদ আবদুর রহমানের ভাড়া বাসায় ঢুকে ছেলে তাওসিফ রহমান সুমনকে ছুরিকাঘাত করে হত্যার ঘটনা ঘটে। হামলায় বিচারকের স্ত্রী আবদুর রহমানের স্ত্রী তাসমিন নাহার গুরুতর আহত হয়েছেন। ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বে ইমন নামে এক ব্যক্তি তাকে হত্যা করেন। গত মঙ্গলবার রাত সাড়ে তিনটার দিকে রাজধানীর বাড্ডার বাসায় ঢুকে মামুন শিকদার নামে এক ব্যক্তিকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। গত রবিবার সিলেটের কানাইঘাটে আবদুল হান্নানের (৫৫) ঘরে ঢুকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে ও পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। গত বুধবার ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট উপজেলায় ঘরে ঢুকে এক পরিবারের দুই সদস্যকে গলা কেটে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। নিহতরা হলেন রতন মিয়া (৩৩) ও তার সাত বছর বয়সী মেয়ে নুরিয়া আক্তার। পাওনা টাকা নিতে রংপুর থেকে ঢাকায় আসা কাঁচামাল ব্যবসায়ী আশরাফুল হককে হত্যার পর ২৬ টুকরো করা হয়েছে। পরিবারের দাবি, আর্থিক লেনদেনের কারণে আশরাফুলকে হত্যা করেছে তার বন্ধু জরেজ। সংবাদসুত্র দৈনিক আমাদের সময়

সিঙ্গেল’ থাকার প্রবণতা যেভাবে

৫ পৃষ্ঠার পর

সম্পর্কের প্রথাটি যে গতিতে পরিত্যক্ত হচ্ছে, তা রীতিমতো চমকে দেওয়ার মতো। উন্নত বিশ্বজুড়ে ‘সিঙ্গেলহুড’ বা একা থাকার প্রবণতা যেন এক নতুন মহামারী। ২৫-৩৪ বছর বয়সী আমেরিকানদের মধ্যে, কোনো সঙ্গী বা পার্টনার ছাড়া বসবাসকারী পুরুষের সংখ্যা গত পাঁচ দশকে দ্বিগুণ হয়ে ৫০%-এ দাঁড়িয়েছে, আর নারীদের ক্ষেত্রে এই সংখ্যা ৪১%। ২০১০ সাল থেকে, ৩০টি ধনী দেশের মধ্যে ২৬টিতেই একা বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা বেড়েছে। দ্য ইকোনমিস্ট -এর হিসাব অনুযায়ী, ২০১৭ সালের তুলনায় জুটি বাঁধার হার যদি একই থাকত, তবে আজ বিশ্বে কমপক্ষে ১০ কোটি কম সিঙ্গেল মানুষ থাকত। বিশ্বজুড়ে চলছে এক বিশাল ‘সম্পর্কের মন্দা’।

এই চিত্র দেখে একদল মনে করছেন, এটি সামাজিক ও নৈতিক অবক্ষয়ের চূড়ান্ত লক্ষণ। জনসংখ্যা বৃদ্ধি সমর্থক আন্দোলনের অনেকেই বিশ্বাস করেন, তরুণদের বিয়ে করে থিতু না হওয়ার এই ব্যর্থতা পশ্চিমা সভ্যতার কফিনে শেষ পেরেক ঠুকে দেওয়ার সামিল। অন্যরা আবার একে দেখছেন প্রশংসনীয় আত্মনির্ভরতার প্রতীক হিসেবে। ফ্যাশন ম্যাগাজিন ভোগ তো সম্প্রতি বলেই দিয়েছে, আজকের আধুনিক, উচ্চাকাঙ্ক্ষী তরুণীদের জন্য বয়ফ্রেন্ড থাকাটা কেবল অপ্রয়োজনীয়ই নয়, বরং রীতিমতো ‘লজ্জাজনক’। আসলে, এই সিঙ্গেলহুডের উত্থানকে এককথায় ভালো বা খারাপ বলা চলে না। কর্মক্ষেত্রে নারীদের বাধাগুলো সরে যাওয়ায় তাদের পছন্দের পরিধি এখন অনেক বিস্তৃত। তারা আগের চেয়ে অনেক বেশি স্বাবলম্বী, তাই একা থাকার সিদ্ধান্ত নিতে পারে এবং এর জন্য সামাজিক কলঙ্কেরও ভয় কম। তারা যত বেশি আর্থিকভাবে স্বাধীন হচ্ছে, তত কম তারা একজন অযোগ্য বা নির্যাতনকারী সঙ্গীর সাথে জীবন কাটাতে রাজি হচ্ছে।

তবে মুদ্রার অপর পিঠও রয়েছে। একা থাকাটা একদিকে যেমন মুক্তির স্বাদ দেয়, তেমনই তীব্র একাকীত্বও নিয়ে আসে। অনেক সিঙ্গেল মানুষই মুখে বলেন যে তারা এভাবেই খুশি, বিশেষ করে নারীরা। কিন্তু বিভিন্ন দেশের জরিপ বলছে, ৬০-৭৩% মানুষই আসলে একটি সম্পর্কে থাকতে চান। ২০১৯ সালের আমেরিকার এক জরিপে দেখা যায়, যদিও ৫০% সিঙ্গেল সক্রিয়ভাবে সঙ্গী খুঁজছিলেন না, তবে তাদের মধ্যে মাত্র ২৭% বলেছেন যে তারা সিঙ্গেল থাকাটা উপভোগ করছেন। বাকিরা হয়তো মনের মতো সঙ্গী খুঁজে না পেয়ে হতাশ হয়ে আশা ছেড়ে দিয়েছেন, অথবা বাজারে থাকা সঙ্গীরা তাদের পছন্দসই নয়।

সম্পর্কের বাজারে এই মন্দা কেন?

যদি এত মানুষ জুটি বাঁধতে চেয়েও না পারে, তবে সম্পর্কের ‘বাজারে’ নিশ্চয়ই বড়সড় কোনো গড়মিল রয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন, সোশ্যাল মিডিয়া এবং ডেটিং অ্যাপগুলো অবাস্তব প্রত্যাশা (ইনস্টাগ্রামে অন্যের সম্পর্ক দেখে মনে হয় যেন স্বর্গের বাগান) এবং অতিরিক্ত খুঁতখুঁতে স্বভাব তৈরি করেছে (বাম্বলের বেশিরভাগ নারীই নাকি ছয় ফুট লম্বা পুরুষ চান, যা ৮৫% সম্ভাব্য সঙ্গীকেই তালিকা থেকে বাদ দিয়ে দেয়)। আরেকটি বড় সমস্যা হলো তরুণ-তরুণীদের মধ্যে বেড়ে চলা রাজনৈতিক বিভেদ, যেখানে ছেলেরা ডানপন্থী এবং মেয়েরা বামপন্থী দিকে ঝুঁকছে।

অন্যান্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন, স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে জীবন কাটানোয় সামাজিক দক্ষতার অভাব দেখা দিয়েছে। সব বয়সী আমেরিকানরাই এখন সামনাসামনি কম মেলামেশা করে, তবে তরুণদের মধ্যে এই প্রবণতা ভয়াবহ। সোশ্যাল মিডিয়ার কারণে নারীদের মধ্যে বাইরে গেলে খারাপ পরিস্থিতিতে পড়ার ভয় এবং পুরুষদের মধ্যে কোনো ডেট ঠিকঠাক না হলে অপমানিত হওয়ার আতঙ্ক কাজ করে।

তবে সম্ভবত সবচেয়ে বড় কারণ হলো, একা থাকাটা সহজ হয়ে যাওয়ায় নারীদের প্রত্যাশার পারদও চড়েছে। অনেকের কাছেই, একজন মাঝারি মানের সঙ্গীর চেয়ে একা থাকাটাই এখন অনেক বেশি আকর্ষণীয়। নারীরা পুরুষদের তুলনায় বেশি করে চান যে তাদের সঙ্গী সুশিক্ষিত এবং আর্থিকভাবে সচ্ছল হোক। বহু পুরুষ এই ক্রমবর্ধমান প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হচ্ছে, কারণ তারা শিক্ষাগতভাবে নারীদের থেকে পিছিয়ে পড়ছে এবং চাকরির বাজারে হিমশিম খাচ্ছে।

এই সমস্যাগুলোর কিছু হয়তো নিজে থেকেই ঠিক হয়ে যাবে। একটি স্পষ্ট উপায় হলো, পুরুষদের আরও দায়িত্বশীল হওয়া, ঘরের কাজে আরও বেশি সাহায্য করা এবং নিজেদেরকে আরও আকর্ষণীয় সঙ্গী হিসেবে গড়ে তোলা। কিন্তু আলোকিত দেশ হিসেবে পরিচিত নর্ডিক দেশগুলোতেও সিঙ্গেলহুডের এই স্রোত কমার কোনো লক্ষণই নেই। ফিনল্যান্ড এবং সুইডেনে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ প্রাপ্তবয়স্ক একাই থাকেন। এই পরিবর্তন বিশ্বজুড়ে জন্মহারের নাটকীয় পতনকে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে। আর যেহেতু তরুণ, অবিবাহিত পুরুষরা বেশি সহিংস অপরাধ করে, তাই কম জুটি বাঁধা একটি বিশ্ব আরও বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে।

এমনও হতে পারে যে সম্পর্কের এই মন্দা আর কখনোই ঠিক হবে না। ভাবুন তো, ৭% তরুণ সিঙ্গেল বলছেন, তারা একটি এআই সঙ্গীর সাথে রোবোটিক প্রেম করতেও রাজি! আর এই ‘লাভবট’গুলো দিন দিন আরও উন্নত হবে। এআই ধৈর্যশীল, এআই দয়ালু; সে আপনাকে বাথরুম পরিষ্কার করতে বা আরও ভালো চাকরি খুঁজতে বলে না।

অনেকেরই হয়তো আশঙ্কা, কম দম্পতি এবং কম শিশুর একটি বিশ্ব আরও বিষণ্ন এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। তবে এই সম্ভাবনা নিয়ে শুধু আক্ষেপ করলেই তা এড়ানো যাবে না। আর মানুষের ব্যক্তিগত পছন্দের ওপর জোর খাটানো সরকারের কাজ নয়। আরও বেশি সিঙ্গেল মানুষের এক নতুন ভবিষ্যৎ দরজায় কড়া নাড়ছে। নির্মাণ সংস্থা থেকে শুরু করে কর বিভাগ পর্যন্ত, সবারই এই পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত হওয়া উচিত।

ক্রমাগত বাড়ছে খাদ্যপণ্যের দাম!

৫ পৃষ্ঠার পর

আরোপ করেন। ট্রাম্প প্রশাসনের দাবি এই শুল্ক মূল্যবৃদ্ধির উপরে প্রভাব ফেলে না। যদিও নির্বাচনের ফলাফল অন্য কথা বলেছে। বিশেষ করে গো-মাংসের বাড়তে থাকা দাম আমেরিকার রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, গো-মাংসের প্রধান রপ্তানিকারক ব্রাজিলের উপর শুল্ক আরোপকে আংশিকভাবে এই মূল্যবৃদ্ধির জন্য দায়ী করছে সাধারণ মানুষ। ইকুয়েডর, গুয়াতেমালা, এল সালভাদর এবং আর্জেন্টিনার সঙ্গে সম্প্রতি বাণিজ্যচুক্তি হয়েছে আমেরিকার। এরপরেই ট্রাম্পের এই নির্দেশ রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সীমান্ত সংঘাতের আবহে ভারতে

৫ পৃষ্ঠার পর

(সিএসসি) এর বৈঠকে যোগ দেবেন তিনি। যদিও, খলিলুর রহমানের সফর বা কনক্লেভ সম্পর্কে এখনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হয়নি।

বাংলাদেশে একাত্তরের ক্ষত সম্পূর্ণ বিস্মৃতপ্রায়! ক্রমশই পাকিস্তানের ঘনিষ্ঠ হচ্ছেন বাংলাদেশের ইউনুস। ৫০ বছর পর নিজেদের বন্দর পাক সেনাবাহিনীকে ব্যবহারের অনুমোদন দিল ইউনুসের অন্তর্বর্তী সরকার। চট্টগ্রাম বন্দরে নোঙর করেছে পাক নৌসেনার যুদ্ধজাহাজ। শুক্রবার বিকেলে ‘পিএনএস সইফ’ চট্টগ্রাম বন্দরে নোঙর করার পর রবিবার ঢাকা সফরে গিয়েছেন পাক নৌসেনা প্রধান অ্যাডমিরাল নাভিদ আশরাফও। যদিও গোটা বিষয়টিকে সম্পূর্ণভাব ‘সৌজন্য’র মোড়কে উপস্থাপিত করেছেন দু’দেশের সেনাকর্তারা। কিন্তু ৫০ বছর পর বাংলাদেশ যেভাবে পাক সেনাবাহিনীর ব্যবহারের জন্য নিজেদের এলাকা খুলে দিল, তাতে অন্যরকম গন্ধই পাচ্ছে ওয়াকিবহাল মহল। ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে ভারতবিরোধী গোপন ষড়যন্ত্র।

এই অবস্থায় নিরাপত্তা কনক্লেভের পাশাপাশি বাংলাদেশের খলিলুর রহমান এবং ভারতেরদোভালের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দিচ্ছে না রাজনৈতিক মহল। ছাত্র বিক্ষোভে সরকার পতনের পরে হাসিনাকে আশ্রয় দিয়েছে ভারত। তাঁর পর থেকে ক্রমাগত সম্পর্কের অবনতি হয়েছে দুই দেশের মধ্যে। সেই প্রসঙ্গ তুলে সম্প্রতি বার বার ইউনুস সরকারকে বিঁধেছেন হাসিনা। ভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন, তাঁর ধারণা বাংলাদেশের সঙ্গে নয়াদিল্লির সম্পর্ক মজবুত থাকা উপমহাদেশের রাজনীতির জন্য জরুরি। তাঁর সময়ের বিদেশনীতি থেকে সরে এসে ইউনুস সখ্য বাড়িয়েছেন পাকিস্তানের সঙ্গে। হাসিনার দাবি, পাকিস্তানের সঙ্গে সখ্য ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক নষ্ট করবে। তিনি বলেন, “ভারতের প্রতি ইউনুসের শত্রুতা বোকামো।”

এপ্রিল মাসে ব্যাংককে বিমসটেক শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে ইউনূস এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মধ্যে বৈঠকের পরেও দুই দেশের সম্পর্কের বরফ গলেনি। বাংলাদেশে একটি অবাধ, সুষ্ঠু এবং বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচনের আহ্বান জানিয়েছে ভারত। সেই আবহেই দুই দেশের মধ্যে আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

‘যুক্তরাষ্ট্রের যথেষ্ট মেধাবী জনবল

৫০ পৃষ্ঠার পর

প্রতিরক্ষা খাতের জটিল ভূমিকায় দীর্ঘদিন ধরে বেকার থাকা আমেরিকানদের সহজে কাজে লাগানো যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব নয়।

প্রশাসন এইচ-১বি ভিসার বিধিনিষেধকে বড় অগ্রাধিকার দেবে কি নাড় এমন প্রশ্নের জবাবে ট্রাম্প বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মেধাবী মানুষকে দেশে আনা দরকার। তিনি বলেন“আমাদের দেশে মেধা আনতে হবে” আমেরিকায় যথেষ্ট মেধা নেই কি নাড়এমন প্রশ্নের জবাবে ট্রাম্প বলেন“না, নেই। না, নেই... না, আপনার নেই... কিছু কিছু ক্ষেত্রে আপনার যথেষ্ট মেধাবী জনবল নেই এবং আপনাকে আনতে হবে... মানুষের শিখতে হয়”

এই অবস্থানের নমনীয়তা আসে এমন এক সময়, যখন ট্রাম্প প্রশাসন প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন কোম্পানির বিদেশি কর্মী নিয়োগে ব্যবহৃত এইচ-১বি ভিসা কর্মসূচিতে ব্যাপক দমননীতি চালাচ্ছে।

প্রযুক্তি কর্মী ও চিকিৎসকসহ ভারতীয় পেশাজীবীরাই এইচ-১বি ভিসার সবচেয়ে বেশি ব্যবহারকারী।

ডোনাল্ড ট্রাম্পের এইচ-১বি ভিসা ফি বৃদ্ধি

এই বছরের সেপ্টেম্বরে ট্রাম্প প্রশাসন“এইচ-১বি নন-ইমিগ্র্যান্ট ভিসা প্রোগ্রাম” সংস্কারের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে“কিছু নন-ইমিগ্র্যান্ট কর্মীর প্রবেশে বিধিনিষেধ” শীর্ষক একটি ঘোষণা জারি করে।

ঘোষণা অনুযায়ী, ২৫ সেপ্টেম্বরের পরে দাখিল করা নির্দিষ্ট এইচ-১বি আবেদনগুলোর যোগ্যতার শর্ত হিসেবে অতিরিক্ত ১,০০,০০০ মার্কিন ডলার পরিশোধ করতে হবে। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর পরে স্পষ্ট করে জানায়, নতুন ফি-এর প্রয়োজন কেবল সেই ব্যক্তি বা কোম্পানির জন্য প্রযোজ্য হবে যারা ২১ সেপ্টেম্বরের পরে নতুন এইচ-১বি আবেদন দাখিল করবে বা এইচ-১বি লটারিতে অংশ নেবে।

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS CORP.
মর্টগেজ
নিয়ে আপনি কি বাড়ী কিনতে চান?
LOW INCOME NO PROBLEM
ফ্রি পরামর্শ দিয়ে থাকি
আপনাদের সেবাই আমাদের লক্ষ্য
ইন্টারেস্ট রেট কম
রি-ফাইন্যান্সিং
ইনভেস্টমেন্ট
প্রি এপ্রোভাল
ফাস্ট ক্লোজিং
মর্টগেজ পরামর্শ
DIRECT LENDER
এক বছরের ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) দিয়ে বাড়ী কিনতে পারেন মাত্র ৫% ডাউন পেমেন্টে।
ট্যাক্সি ক্যাব এবং বিজনেস ওনারদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম।
যারা হোমকেয়ারে কাজ করেন, তাদের জন্য বিশেষ সুবিধা।
যাদের ওয়ার্ক পারমিট আছে, তারাও বাড়ী কিনতে পারবেন।
AKIB HUSSAIN
BRANCH MANAGER
(646) 920-4799
MOZEZA MONALISA
LOAN PRODUCTION COORDINATOR
(347) 403-6644
139-27 QUEENS BLVD SUITE 2, JAMAICA, NY 11435

Empire Care Agency
LHCSA Licensed Home Health Care
PCA / HHA SERVICE
WHY CHOOSE US?
We Pay The Highest Rate
Our Experienced Nurse Will Advocate for your more Hours
হোম কেয়ার সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন
আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট দিয়ে থাকি
OUR SERVICES
Skilled Nursing
Home Health Aides
Medicaiton Remindrs
Meal Preparation
Personal Care
Light Housekeeping
$23
Per Hour Giver to PCA & HHA Care Giver
WE SPEAK BANGLA, HINDI, URDU, PUNJABI, SPANISH
NURUL AZIM
CEO
516-451-3748
119-40 Metropolitan Ave
Suite 101C, Kew Gardens
NY 11415
516-900-7860
Fax: 212-381-0649
Empirehcam@gmail.com

‘গণভোটের চেয়ে আলুর মূল্য

৮ পৃষ্ঠার পর

রয়েছে। উনি যদি বুঝতেন, যাকে উনি এমপি নমিনেশন দিচ্ছেন, সেই লোকটাই কৃষকদের ওপর ছড়ি ঘুরিয়ে আলুর দামটা বাড়াচ্ছে”

তারেক রহমানের বক্তব্যকে “নিজের লোক দিয়ে সবকিছুর মূল্য বাড়িয়ে তারপর কৃষকদের ওপর দায় চাপানো” হিসেবে উল্লেখ করে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী আরও বলেন, “এটা একটা অপরাজনীতি। এ অপরাজনীতি গত ১৫ বছরে চলেছে। এটা আমাদের বন্ধ করতে হবে। এ জন্য যারা ভবিষ্যতে রাজনীতি করবেন, আমরা তাদের কাছে আহ্বান জানাব, আপনারা শালীন হোন, যথেষ্ট সংযমের পরিচয় দিন”

শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের একটি রায়ের তারিখ ঘোষণাকে (১৭ নভেম্বর) বাংলাদেশের বিচার বিভাগের একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক” হিসেবে দেখছেন তিনি।

নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর ভাষায়, “এ রায়ের আগে আওয়ামী লীগ অনলাইন থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গায় ভীতি ছড়িয়েছে। তাদের যে অর্থনৈতিক কাঠামো ছিল, গত ১৫ বছর তারা যা লুট করেছিল, ওই টাকা দিয়ে তারা ককটেল ফুটিয়েছে এবং বাসে আগুন দিয়েছে”

এ সময় ১৭ নভেম্বর আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে যে রায় ঘোষণা হবে, সেখানে শেখ হাসিনার সর্বোচ্চ শাস্তি দাবি করেন পাটওয়ারী।

সভায় এনসিপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সদস্যসচিব তাসনিম জারা বলেন, “বর্তমান সংবিধানে যে পদ্ধতিগুলো আছে, সেগুলোর মধ্যে প্রধানমন্ত্রী সরকারের প্রতিটি শাখাকে কুক্ষিগত ও রাজনীতিকরণ করতে পারেন। এ প্রতিষ্ঠানগুলো শুধু যারা ক্ষমতার কাছাকাছি আছেন, ক্ষমতায় আছেন, শুধু তাদেরই সুবিধা দেয়”

এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক সারোয়ার তুষার বলেন, “জুলাই সনদের মাধ্যমে যেটুকুই আমরা অর্জন করতে পারলাম, সেটাকে আমরা হারিয়ে যেতে দিতে চাই না। জুলাই সনদ বাস্তবায়ন আদেশ সরকারকেই জারি করতে হবে”

সভায় আরও বক্তব্য দেন এনসিপির যুগ্ম সদস্যসচিব প্রীতম দাশ, যুগ্ম সমন্বয়ক খান মুহাম্মদ মুরসালীন, কৃষক উইংয়ের যুগ্ম সমন্বয়কারী হাফসা জাহান ও সাঈদ উজ্জ্বল, সংগঠক সুলতান হোসেন প্রমুখ।

মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়

৮ পৃষ্ঠার পর

কোর্ট” সাজানো প্রহসন বলে উল্লেখ করেন শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, এ বিচার শুরু থেকেই “পূর্বনির্ধারিত দোষী সাব্যস্ততার” দিকে এগোচ্ছিল।

জাতিসংঘের তথ্য মতে, ক্ষমতা ধরে রাখার ব্যর্থ প্রচেষ্টায় শেখ হাসিনার সরকার প্রায় ১ হাজার ৪০০ মানুষকে হত্যা করে। দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার কয়েক সপ্তাহ আগে নিরাপত্তা বাহিনীকে বিক্ষোভকারীদের উপর গুলি চালানোর নির্দেশ দেওয়ার অভিযোগও রয়েছে তার বিরুদ্ধে।

সাক্ষাৎকারে শেখ হাসিনা সব অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, “আমি অস্বীকার করছি না যে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে, এমনকি অকারণে অনেক প্রাণহানিও হয়েছে” কিন্তু নিরস্ত্র বেসামরিক নাগরিকদের উপর গুলি চালানোর কোনও নির্দেশ কখনোই দেননি বলে জানান।

যদিও “বিবিসি আই”র মাধ্যমে যাচাই করা একটি ফাঁস হওয়া অডিও থেকে জানা যায় যে তিনি ২০২৪ সালের জুলাই মাসে প্রাণঘাতী অস্ত্র ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছিলেন। আদালতেও ওই অডিওটি উপস্থাপন করা হয়।

ডেইলি স্টারের নিজস্ব অনুসন্ধানেও তার এ ধরনের আদেশ জারির প্রমাণ মিলেছে। এরমধ্যে ২০২৪ সালের ১৮ জুলাই একটি রেকর্ডিংয়ে তিনি তার ভাগ্নে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র ফজলে নূর তাপসকে বলেন “আমার নির্দেশনা দেওয়া আছে। ওপেন নির্দেশনা দিয়ে দিছি এখন। এখন লেথাল ওয়েপন ব্যবহার করবে। সেখানেই পাবে সোজা গুলি করবে। এটা বলা আছে”

শেখ হাসিনা বিবিসিকে বলেন, তিনি নিজের আইনজীবী নিয়োগ করতে পারেননি। তিনি আরও বলেন, তার রাজনৈতিক বিরোধীরা আওয়ামী লীগকে নিষ্ক্রিয় করতেই তার পিছনে লেগেছে।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ এবং এর সহযোগী সংগঠনগুলির সকল কার্যক্রম নিষিদ্ধ রয়েছে।

তবে, যুক্তরাজ্যে শেখ হাসিনার আইনজীবীরা ট্রাইব্যুনালে ন্যায্য বিচার না পাওয়ার উদ্বেগ থাকার কথা জানিয়ে জাতিসংঘের কাছে জরুরি আবেদন করেছেন।

সাক্ষাৎকারে তার ১৫ বছরের শাসনামলে আইসিটি মামলাসহ আরও অভিযোগের বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে, তা অস্বীকার করেন শেখ হাসিনা।

আয়নাঘর নামে পরিচিত গোপন কারাগারের অস্তিত্ব সম্পর্কে জানতে চাইলে শেখ হাসিনা বলেন, তিনি এ সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন না। বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও জোরপূর্বক গুমের সঙ্গে জড়িত থাকার বিষয়টিও অস্বীকার করেন তিনি।

এরআগে ২৯ অক্টোবর রয়টার্স, এএফপি, দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট এবং ৭ নভেম্বর দ্য হিন্দু, হিন্দুস্তান টাইমস ও দ্য নিউ ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস হাসিনার লিখিত সাক্ষাৎকার প্রকাশ করে।

‘হাসিনা কেন ভারতে

৮ পৃষ্ঠার পর

ঢাকা ছেড়ে দিল্লিতে চলে এসেছিলেন হাসিনা। সেই থেকে ভারতেই ‘অজ্ঞাতবাসে’ রয়েছেন তিনি। সেখান থেকেই নভেম্বরের গোড়ায় ইমেলে তিন সংবাদমাধ্যমড় রয়টার্স, এএফপি এবং দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্টকে প্রথম সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন তিনি। এর পরে আরও কয়েকটি ভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে ইমেল সাক্ষাৎকার দেন হাসিনা। ওই সাক্ষাৎকারগুলিতে গত বছরের জুলাই-অগস্টের বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন-পর্বে বিপুল প্রাণহানির দায় চাপিয়েছিলেন পুলিশ ও প্রশাসনিক আধিকারিকদের কাঁধে। নাম না করে অভিযোগের আঙুল তুলেছিলেন ‘বিদেশি চক্রান্ত’ এবং আন্দোলনকারীদের একাংশের দিকেও।

পাশাপাশি, তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে কয়েকটি সাক্ষাৎকারে, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন-পর্বে রক্তপাতের জন্য ‘রাজনৈতিক নেতৃত্বের’ দায় রয়েছে বলেও স্বীকার করেছিলেন তিনি। প্রসঙ্গত, এর আগে গত ফেব্রুয়ারি মাসে ভারতের মাটিতে বসে হাসিনার সমাজমাধ্যমে বক্তৃতা করা নিয়েও আপত্তি তুলেছিল ইউনূস সরকার। বাংলাদেশ বিদেশ মন্ত্রকের তরফে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছেড় বাংলাদেশে মানবতাবিরোধী অপরাধে বিচারের মুখোমুখি এক কুখ্যাত পলাতক আসামিকে আশ্রয় দেওয়া এবং তাঁকে বাংলাদেশ বিরোধী ঘৃণামূলক বক্তব্য ও সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ডে উসকানি দেওয়ার জন্য মঞ্চ করে দেওয়াড় এমন পদক্ষেপ দু’দেশের মধ্যে গঠনমূলক দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সহায়ক নয়। ভারতীয় কূটনীতিককে বলা হয়েছে, অবিলম্বে শেখ হাসিনার গণমাধ্যমে কথা বলা বন্ধের বিষয়ে তিনি যেন নয়াদিল্লিকে ঢাকার অনুরোধ পৌঁছে দেন। সংবাদসুত্র আনন্দবাজার.কম

হাসিনা-পরবর্তী বাংলাদেশেও

৮ পৃষ্ঠার পর

আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো এই মরদেহগুলো শনাক্ত করতে ব্যর্থ হওয়ায় তাদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে”

বাংলাদেশের নৌপুলিশের দেয়া তথ্য অনুসারে, ২০২৫ সালের আগস্ট পর্যন্ত প্রতি মাসে নদী থেকে গড়ে ৪৩টি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। ২০২৪ সালে এই হার ছিল প্রতি মাসে গড়ে ৩৬।

কার্যকর পদক্ষেপ নিতে ইউনূস সরকারের ওপর চাপ বাড়ছে

নূর খান বলেন, পুলিশ ক্রমবর্ধমান মৃত্যুর সংখ্যা তদন্তের জন্য যথেষ্ট পদক্ষেপ নিচ্ছে না। ডিডাব্লিউকে তিনি বলেন, ‘‘সবগুলো যে হত্যাকাণ্ড সেটাও তো নিশ্চিত না। তবে এর মধ্যে কিছু তো বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ঘটে থাকতে পারে”

‘‘শুধু আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে নয়, মব সন্ত্রাসের মাধ্যমেও বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড হচ্ছে” বলেন এই মানবাধিকার কর্মী।

অক্টোবরে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (এইচআরডাব্লিউ), কমিটি টু প্রোটেক্ট জার্নালিস্টস (সিপিজে) সহ ছয়টি আন্তর্জাতিক অধিকার সংগঠন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসকে একটি যৌথ খোলা চিঠিতে মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধে আরও কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে।

চিঠিতে বলা হয়েছে, ‘‘আমরা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন যে নিরাপত্তা খাত মূলত সংস্কারবিহীনই রয়ে গেছে এবং নিরাপত্তাবাহিনীর সদস্যরা জবাবদিহিতা এবং সংস্কার প্রচেষ্টায় সম্পূর্ণ সহযোগিতা করছে না”

এইচআরডাব্লিউ-এর এশিয়া বিষয়ক উপ-পরিচালক মীনাক্ষী গাঙ্গুলি ডিডাব্লিউকে বলেছেন, সরকারের উচিত ‘নাগরিক সমাজ, ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক দলগুলোর” সঙ্গে কাজ করা যাতে বাংলাদেশিরা ‘বিচার ব্যবস্থার উপর আস্থা রাখে” এবং ‘ক্ষুব্ধ প্রতিবাদ এবং মব সহিংসতায় জড়িত হওয়া বন্ধ করে”।

তরুণ রাজনীতিবিদের মৃত্যু ও বিচারহীনতার সংস্কৃতি

জানুয়ারিতে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল- বিএনপির যুব সংগঠন যুবদলের নেতা তৌহিদুল ইসলামকে কুমিল্লা শহর থেকে ধরে নিয়ে যায় যৌথবাহিনী। পরদিন গোমতী নদীর কাছে তাকে অচেতন অবস্থায় পাওয়া যায় এবং হাসপাতালে নেওয়ার পরই তাকে মৃত ঘোষণা করা হয়।

ইসলামের মৃত্যুর পর ক্ষোভ ও সমালোচনার মুখে সরকার স্থানীয় সেনা কমান্ডারকে প্রত্যাহার করে এবং ইসলামের মৃত্যুর তদন্ত শুরুর কথা জানায়। কিন্তু এরপর থেকে এ নিয়ে আর কোনো অগ্রগতি না হওয়ার কথা জানিয়েছে ভুক্তভোগীর পরিবার।

ইসলামের ভাই আবুল কালাম আজাদ ডিডাব্লিউকে জানিয়েছেন, ‘‘এখন পর্যন্ত কিছুই হয়নি, কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। আমাদের মামলাও করতে দেয়া হয়নি। পুলিশ একটা এজাহার লিখেছে, তাতে আমাদের সই নিয়েছে। আমাদের কোনো কথা শোনা হয়নি। কাউকে আসামিও করতে দেয়া হয়নি”

পরবর্তীতে ইসলামের দল বিএনপির স্থানীয় নেতারাও এ নিয়ে ‘চুপ থাকতে চাপ দিয়েছেন, হুমকি দিয়েছেন” বলেও জানিয়েছেন আজাদ।

‘এটা খুবই দুঃখজনক”

সার্বিক বিষয় নিয়ে বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর প্রচার বিভাগ আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) এবং পুলিশের মন্তব্য জানতে চেয়ে যোগাযোগ করা হলেও সংস্থা দুটি তাতে সাড়া দেয়নি।

তবে ৪ নভেম্বর স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী সাংবাদিকদের বলেন, ‘‘নিরাপত্তা বাহিনী বা অন্য কোনও গোষ্ঠীর সদস্যদের হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত যে-কোনো ব্যক্তিকে আইনের আওতায় এনে জবাবদিহি করা হবে”

নূর খান মনে করেন, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কর্তাব্যক্তিদের এসব বক্তব্য কেবল কথার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকছে।

‘‘আসলে আগের সরকারে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে যারা ছিলেন, তারা যে ভাষ্য প্রচার করতেন, এখনো একই ধরনের ভাষ্য প্রচার করা হয়। এটা খুবই দু:খজনক” বলেন তিনি।

এই মানবাধিকার কর্মী মনে করেন, ‘‘সরকার এগুলো পাশ কাটিয়ে যেতে পারে না। এখন পর্যন্ত কোনো ঘটনায় কাউকে আইনের আওতায় আনা বা তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশ হয়েছে বলে আমার জানা নেই। এভাবে চলতে থাকলে পরিস্থিতি আরো খারাপের দিকে যাবে”

গণমাধ্যমের স্বাধীনতা এখনও ‘গভীর উদ্বেগজনক”

শেখ হাসিনার শাসনামলে বাংলাদেশের গণমাধ্যমের স্বাধীনতার তীব্র অবনতি ঘটেছিল। রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডার্স (আরএসএফ) এর বার্ষিক র‍্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশ ২০০৯ সালে ১২১তম স্থান থেকে ২০২৪ সালে ১৬৫তম স্থানে নেমে এসেছিল। ২০২৫ সালে পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে, বাংলাদেশ ১৪৯তম অবস্থানে উঠে এসেছে। কিন্তু এখনও বাংলাদেশ ‘অত্যন্ত গুরুতর” বিভাগেই রয়ে গেছে।

৬ নভেম্বর গণমাধ্যমের স্বাধীনতা বিষয়ক এক আলোচনায় প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেছেন, ‘‘কেউ কেউ বলেন, এখন নাকি মবের ভয় আছে। কিন্তু আমি সেই ভয় দেখতে পাই না। যারা সেই সময় দোসর (শেখ হাসিনা বা আওয়ামী শাসনের) ছিল তারা মবের ভয় পাচ্ছেন”

কিন্তু মানবাধিকার সংগঠনগুলো তার এই মন্তব্যের সঙ্গে একমত নয়।

সিপিজের এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় পরিচালক বেহ লি ই ডিডাব্লিউকে বলেছেন, ‘‘অন্তর্বর্তী সরকারের অধীনে বাংলাদেশের গণমাধ্যমের স্বাধীনতা আমাদের জন্য এখনও গভীর উদ্বেগের বিষয়” কিছু সংস্কার করা হলেও, ‘এই সংস্কারগুলো যথেষ্ট নয়” বলে মনে করেন তিনি।

এ বিষয়ে মন্তব্য জানতে যোগাযোগ করা হলেও অনুরোধে সাড়া দেয়নি প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং।

২০০৯ সালে আওয়ামী লীগের শাসনামলে পাস হওয়া সন্ত্রাসবিরোধী আইন সংশোধন করেছে অন্তর্বর্তী সরকার। হাসিনার আওয়ামী লীগের কার্যক্রমকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এই আইনের অধীনেই। আইনটি কাজে লাগিয়ে সাংবাদিকসহ অনেককেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ আইনটির সাম্প্রতিক সংশোধনীগুলোকে ‘ড্রাকোনিয়ান” বা ‘নির্দয়” বলে আখ্যা দিয়েছে।

সিপিজে জানিয়েছে, অন্তত চারজন সাংবাদিক - ফারজানা রূপা, শাকিল আহমেদ, শ্যামল দত্ত এবং মোজাম্মেল হক বাবু - এক বছরেরও বেশি সময় ধরে আটক রয়েছেন। সাংবাদিকদের অধিকার নিয়ে কাজ করা আন্তর্জাতিক সংগঠনটি এই মামলাগুলোকে ‘রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হত্যার অভিযোগ” হিসাবে বর্ণনা করেছে। আরো ২৫ জন সাংবাদিকের বিরুদ্ধে ‘কথিত গণহত্যার” অভিযোগে তদন্ত চলছে বলেও জানিয়েছে সংগঠনটি।

আগস্টে ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধ নিয়ে একটি গোলটেবিল বৈঠকে অংশগ্রহণের পর সাংবাদিক মঞ্জুরুল আলম পান্নাসহ ১৬ জনকে সন্ত্রাসবিরোধী আইনের আওতায় গ্রেপ্তার করা হয়।

প্রধান উপদেষ্টা নিজের সই করা

৯ পৃষ্ঠার পর

আরোপ করলেন প্রধান উপদেষ্টা। কারণ এটি গঠনের বিষয়ে কোনো আলোচনা ঐকমত্য কমিশনের এজেন্ডায় ছিল না।”

সালাহউদ্দিন বলেন, “সংবিধান বাস্তবায়ন আদেশ গেজেটের সঙ্গে স্বাক্ষরিত জুলাই জাতীয় সনদের মধ্যে বহু ক্ষেত্রে গড়মিল এবং নতুন প্রস্তাব আছে। এখানে অনেকগুলো নতুন প্রস্তাব এসেছে; সনদে যেগুলো ঐকমত্য হয়েছিল, সেগুলো পুরোপুরি নেই। সুতরাং কিসের ওপর গণভোট হচ্ছে, সেই বিষয়টি অবশ্যই বিতর্কিত।”

চারটি বিষয়ের ওপর গণভোট অনুষ্ঠিত হবে। গণভোটের দিন এই চারটি বিষয়ের ওপর একটিমাত্র প্রশ্নে ‘হ্যাঁ’ বা ‘না’ ভোট দিয়ে জনগণ মতামত জানাবেন। প্রধান উপদেষ্টার এমন সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে সালাহউদ্দিন বলেন, “এটা একটা লিডিং কোয়েশ্চেন। জবরদস্তিমূলকভাবে জনগণকে বলা হচ্ছে, এগুলোতে হয় ‘হ্যাঁ’ বলবেন অথবা ‘না’ বলবেন। বলা হচ্ছে, প্রাপ্ত ভোটের অনুপাতে উচ্চকক্ষের আসন হবে। সে বিষয়টা তো এখানে জবরদস্তি করা হলো। হয় পুরোপুরি ‘হ্যাঁ’ বলবেন অথবা ‘না’ বলবেন। এখানে দফা অনুযায়ী ‘হ্যাঁ’ অথবা ‘না’ বলার কোনো সুযোগ নেই।”

তিনি আরও বলেন, “জুলাই জাতীয় সনদ যেভাবে স্বাক্ষরিত হয়েছে, সেভাবে বাস্তবায়নের জন্য আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছি। এখান থেকে বিচ্যুত হওয়া মানে জুলাই জাতীয় সনদ লঙ্ঘন করা।”

এ সময়, স্বাক্ষরিত জুলাই জাতীয় সনদের বাইরে কোনো বিষয় যদি আরোপ করা হয়, বিএনপি তার সঙ্গে একমত হবে না বলেও জানান সালাহউদ্দিন।

তিনি জানান, প্রধান উপদেষ্টার ভাষণের ওপর দলের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া জানানো হবে। আজ সন্ধ্যা ৭টায় বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সভাপতিত্বে স্থায়ী কমিটির জরুরি সভা ডাকা হয়েছে।

সংসদের নির্বাচনের সঙ্গে গণভোট না

৯ পৃষ্ঠার পর

ধরে দাবি তুলছেন, জাতীয় সংসদের নির্বাচনের আগে গণভোটের আয়োজন করতে হবে বাংলাদেশে! অন্য দিকে, বিএনপি-র দাবি, কোনও অবস্থাতেই জাতীয় সংসদের নির্বাচনের আগে সংস্কার প্রস্তাব সংক্রান্ত গণভোট করানো চলবে না। এই পরিস্থিতিতে ১৩ নভেম্বর বৃহস্পতিবার জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে ইউনূস জানিয়েছিলেন, রাজনৈতিক দলগুলির মতামত নেওয়ার পরে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গণভোটের নির্ঘণ্ট স্থির করার ভার অন্তর্বর্তী সরকারকে দিয়েছিল। তার পরেই একসঙ্গে দু'টি ভোট করানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাঁরা।

গত ২৮ অক্টোবর জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের পদ্ধতি নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে বিকল্প দু'টি সুপারিশ জমা দিয়েছিল জাতীয় ঐকমত্য কমিশন। প্রথমটিতে বলা হয়েছে, সনদের সংবিধান সম্পর্কিত সংস্কার প্রস্তাবগুলি বাস্তবায়নে বিশেষ আদেশ জারি করে তার ভিত্তিতে গণভোট হবে। গণভোটে প্রস্তাব পাশ হলে আগামী জাতীয় সংসদ সংবিধান সংস্কার পরিষদ হিসেবে ২৭০ দিনের মধ্যে সংবিধান সংস্কার করবে। নির্ধারিত সময়ে সংসদ এটি করতে ব্যর্থ হলে সংস্কার প্রস্তাবগুলি স্বয়ংক্রিয় ভাবে সংবিধানে যুক্ত হয়ে যাবে। দ্বিতীয় সুপারিশটিও প্রায় একই। তবে সেখানে বলা হয়েছে, ২৭০ দিনের মধ্যে সংস্কার কাজ শেষ করা হবে। না হলে কী হবে, তার কোনও উল্লেখ নেই।

চলতি বছরের ৫ অগস্ট ক্ষমতার পালাবদলের বর্ষপূর্তিতে ‘৩৬ জুলাই উদ্‌যাপন’ শীর্ষক অনুষ্ঠানে জুলাই ঘোষণাপত্র পাঠ করেছিলেন ইউনূস। ২৮ দফার ওই ঘোষণাপত্র হল, ২০২৪ সালের জুলাইয়ের গণঅভ্যুত্থানের একটি দলিল, যার মাধ্যমে জুলাই গণঅভ্যুত্থানকে রাষ্ট্রীয় ও সাংবিধানিক ভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। মুজিবুর রহমান এবং হাসিনার আমলে ‘আওয়ামী লীগের স্বৈরাচারের’ পাশাপাশি ওই সনদে সমালোচনা করা হয়েছে দুই সেনাশাসক, জিয়াউর রহমান (বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা) এবং হুসেন মহম্মদ এরশাদের (জাতীয় পার্টির প্রতিষ্ঠাতা) জমানারও। জুলাই গণঅভ্যুত্থানে নিহতদের ‘জাতীয় বীর’ হিসেবে ঘোষণার কথাও বলা হয়েছে ওই সনদে। যদিও তার রূপায়ণের পদ্ধতি নিয়ে আওয়ামী লীগের সঙ্গে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। এমনকি, ইউনূস সরকারের সমর্থক জামাত এবং জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)-র বিরোধও প্রকাশ্যে এসেছে।

‘গণভোটের গেজেটের বিধান

৯ পৃষ্ঠার পর

রাখবেন। আর ভিন্ন দিনে হলেও গণভোটে উপস্থিতি অনেক কম থাকে।”

গেজেটে বলা হয়েছে, নির্বাচিত সংসদকে প্রথম অধিবেশন শুরুর তারিখ থেকে ১৮০ কার্যদিবসের মধ্যে জুলাই জাতীয় সনদ এবং গণভোটের ফলাফল অনুসারে সাংবিধানিক সংস্কার সম্পন্ন করতে হবে।

বিধানটিকে ‘অ্যাবসার্ড’ বিষয় হিসেবে উল্লেখ করেছেন শাহদীন মালিক। তিনি টিবিএসকে বলেন, “এসব আইনের ক্ষেত্রে সময় বেঁধে দেওয়া কিংবা পরবর্তীতে আলোচনার বিষয়টি সাধারণত থাকে না। তাই এসব দিন ধার্য করে দিয়েও লাভ নেই, যদি সংসদ সেটাকে গুরুত্ব না দেয়।”

তিনি আরও বলেন, “যদি নির্বাচিত সরকার প্রথম অধিবেশনে সনদ কিংবা গণভোটের বিষয়ে ‘না’ ভোট দেয়, তাহলে তো আর ১৮০ দিন বেঁধে দিয়ে লাভ নেই। সংসদেই যদি বিষয়টি পাশ না হয়, তাহলে পরবর্তীতে সেটা বাস্তবায়নের বাধ্যবাধকতা তো আর থাকে না।”

শাহদীন মালিক বলেন, “গণভোট আগে করেও লাভ হবে না, যদি সেটা সংসদ নির্বাচনের পরে পাশ না করে। সংসদ কোনো একটা প্রস্তাব পাশ করল, সেটা যদি জাতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়, তখন সেটার ব্যাপারে জনগণের প্রতিক্রিয়া জানার জন্য গণভোট হয়। সাধারণত আগে গণভোটের প্রস্তাব সংসদে পাশ হয়, পরে তা জনগণের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। এখানে হচ্ছে উল্টো।”

এই আইনজীবী বর্তমান সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার সমালোচনা করে বলেন, এতে স্বচ্ছতা ও সাংবিধানিক জ্ঞানের অভাব রয়েছে। গেজেটে প্রকাশিত ১৮০ দিনের আলোচনার কথাকে ‘অর্থহীন’ ও ‘হাস্যকর’ বলে আখ্যায়িত করেন তিনি।

তিনি বলেন, “গেজেটে নির্বাচনের ধরন [গণপরিষদ, সংসদ নাকি হাইব্রিড] নিয়ে বিভ্রান্তি প্রকাশ করা হয়েছে। দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ প্রবর্তনের প্রস্তাবটি অত্যন্ত জটিল ও অপরিণত পদক্ষেপ।”

এই পদ্ধতিতে নির্বাচনের কার্যকারিতা, উচ্চকক্ষ ও নিম্নকক্ষের মধ্যে সম্পর্ক এবং ভোটের শতাংশের সাথে আসন বণ্টনের সম্ভাব্য অসামঞ্জস্য নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি।

গেজেটে বলা হয়েছে, আগামী জাতীয় সংসদ হবে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট। জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলগুলোর প্রাপ্ত ভোটের অনুপাতে ১০০ সদস্যবিশিষ্ট একটি উচ্চ কক্ষ গঠিত হবে এবং সংবিধান সংশোধনী করতে হলে উচ্চকক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের অনুমোদন প্রয়োজন হবে।

এ বিষয়ে শাহদীন মালিক টিবিএসকে বলেন, “বাংলাদেশের ইতিহাসে বিগত কোনো নির্বাচনেই ৫০ শতাংশ ভোট পেয়ে সংসদ গঠনের নজির নেই। ৩৫-৪০ শতাংশ ভোট পেয়ে ১৭০-১৮০ আসনে নির্বাচিত হয়ে সংসদ গঠন করেছে বিভিন্ন দল। এখন যদি কোনো দল ৪০ শতাংশ ভোট পেয়ে ১৮০ টি আসনে জিতে সরকার গঠন করে, তাহলে বাকি ৬০ শতাংশ ভোট পাওয়া বিরোধী দলগুলোকে উচ্চকক্ষে আসন দিতে হবে। তাই যখনই কোনো সিদ্ধান্ত নিতে যাবে, তখনই এই অসামঞ্জস্যতার কারনে জটিলতা বাধবে। এখন যদি সরকারের সিদ্ধান্তের বিপক্ষে উচ্চকক্ষের ভোট চলে যায়, তখন আর সেটা বাস্তবায়ন সম্ভব হবে না।”

তিনি ভারতের লোকসভা-রাজ্যসভা ও বেলজিয়ামের পার্লামেন্টের উদাহরণ দিয়ে বলেন, “বেলজিয়াম ১৯৭০ সালে দ্বিকক্ষের সিদ্ধান্ত নিয়ে বিশ বছর পর্যালোচনা করে। পরবর্তীতে ১৯৯০ সালের দিকে এসে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ প্রবর্তন করে। আর বাংলাদেশে এসেই দ্বিকক্ষ চালু করা হচ্ছে; যাতে সরকার ও সংস্কার কমিশনের অদূরদর্শিতা প্রকাশ পেয়েছে।”

তিনি আরও বলেন, সংসদ সদস্যরা যদি পূর্বের কোনো অধ্যাদেশ দ্বারা ‘আবদ্ধ’ থাকেন, তাহলে নতুন কোনো সংখ্যাগরিষ্ঠ দল ক্ষমতায় এসে সেগুলোকে বাতিল করে দিলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে পারে।

জুলাই সনদ বাস্তবায়নের অঙ্গীকারনামা অনুসারে সংবিধানে জুলাই জাতীয় সনদ অন্তর্ভুক্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে ভাষণে উল্লেখ করেন প্রধান উপদেষ্টা। তিনি বলেন, ভবিষ্যতে সুশাসন নিশ্চিতের জন্য এসব সংস্কার বড় ভূমিকা রাখবে।

ভাষণে প্রধান উপদেষ্টা আরও বলেন, রাজনৈতিক দলগুলোর স্বাক্ষরিত সনদকে মূল দলিল হিসেবে ধরে নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকার বৃহস্পতিবারের উপদেষ্টা পরিষদের সভায় জুলাই জাতীয় সনদ ও সংবিধান সংস্কার বাস্তবায়ন আদেশ-২০২৫ অনুমোদন করেছে। জুলাই সনদ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এই আদেশে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিধান গ্রহণ করা হয়েছে, যার মধ্যে সংবিধান সংস্কারবিষয়ক গণভোট অন্যতম।

‘প্রতিশোধের রাজনীতি করব না

৮ পৃষ্ঠার পর

করে প্রতিশোধের রাজনীতি করব না’।”

আগামী বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত আওয়ামী লিগ নেত্রী শেখ হাসিনার মামলায় সাজা ঘোষণার দিন জানাবে। ট্রাইবুনালের বিচারপতি গোলাম মোর্তুজা মজুমদারের রায় ঘোষণার আগে বিএনপির এই ঘোষণা তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের মামলাগুলিকে ‘জালিয়াতি’ বলে চিহ্নিত করে বৃহস্পতিবার ‘ঢাকা লকডাউন’ কর্মসূচি ডেকেছে হাসিনার দল। পাশাপাশি আন্দোলন-মিছিলের প্রস্তুতি নিচ্ছেন ইউনূসের জমানায় ‘নিষিদ্ধ’ ঘোষিত আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব। ফখরুল অবশ্য হাসিনার দলের এই পদক্ষেপের সমালোচনা করেছেন। আওয়ামী লীগের কর্মী-সমর্থকদের উদ্দেশে তাঁর মন্তব্যড় “আর পাগলামি করবেন না। জনগণের কাছে মাফ চান।”

গত বছরের অগস্টে ‘বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন’ ঘিরে দানা বাঁধা প্রবল জনবিক্ষোভের জেরে প্রধানমন্ত্রী পদে ইস্তফা দিয়ে বাংলাদেশ ছেড়েছিলেন হাসিনা। তার পরে এই প্রথম আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের পাশে দাঁড়ানোর বার্তা দিল সেই আন্দোলনের অন্যতম অংশীদার বিএনপি। ইতিহাস বলছে, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় জামাত নেতা-কর্মীরা প্রকাশ্যে পাকিস্তান সেনার পক্ষে কাজ করেছিলেন। রাজাকার, আল বদর ঘাতকবাহিনীর সদস্য হিসাবে গণহত্যায় জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে একাধিক জামাত নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে।

হাসিনার জমানায় কয়েক জনের সাজাও হয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে।

অন্য দিকে, খালেদার স্বামী তথা বিএনপি প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমান পাক সেনার প্রথম বাঙালি অফিসার হিসাবে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। হাসিনার পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের মতোই খালেদার স্বামী জিয়াও স্বাধীনতার অন্যতম ঘোষণাকারী হিসেবে পরিচিত।

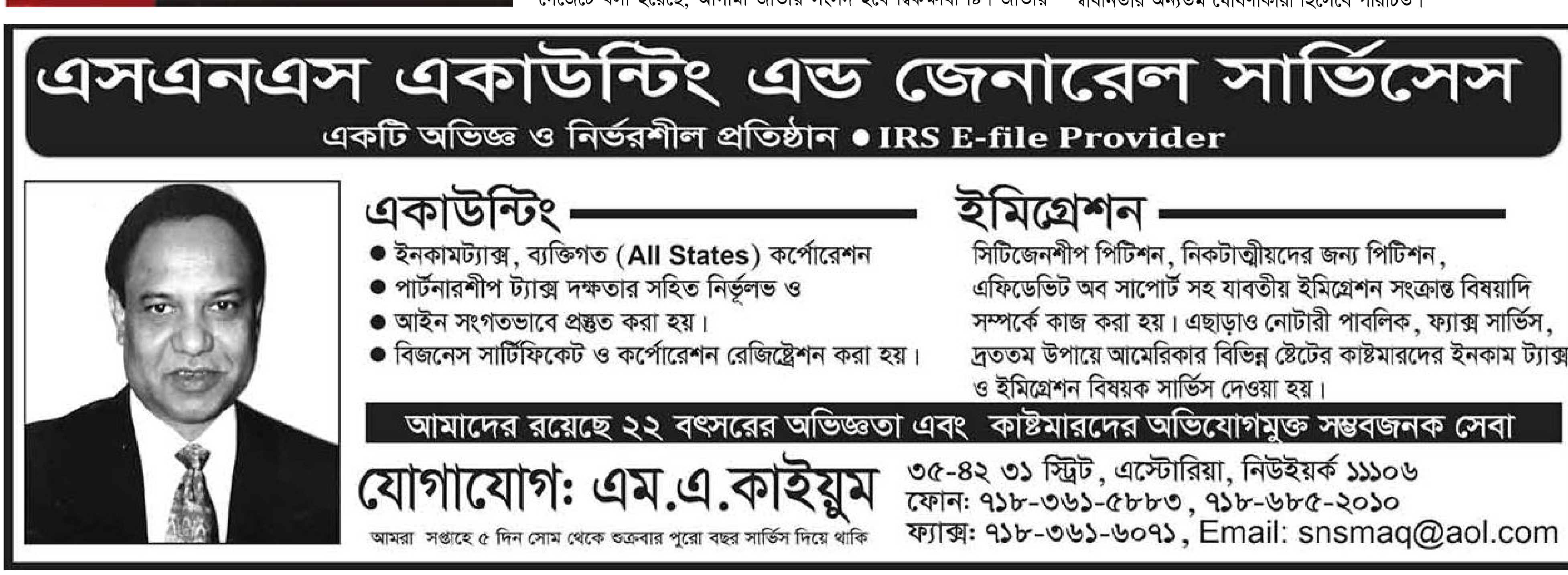

সরকার শাটডাউন অবসানের বিলে

৫০ পৃষ্ঠার পর

ছিলেন এই কারণে যেড়সিনেটে তাদের সহকর্মীদের দীর্ঘ অচলাবস্থা সৃষ্টিকারী অবস্থানও শেষ পর্যন্ত ফেডারেল স্বাস্থ্যবিমা ভর্তুকি বাড়ানোর কোনো চুক্তি আনতে ব্যর্থ হয়েছে। বিলটিতে ট্রাম্পের স্বাক্ষর ৪৩ দিনের এই অচলাবস্থায় কর্মবিরতিতে থাকা ফেডারেল কর্মীদের আজ বৃহস্পতিবার থেকেই কাজে ফেরার সুযোগ দেবে। তবে পুরোপুরি সরকারি কার্যক্রম কত দ্রুত স্বাভাবিক হবে, তা এখনো অনিশ্চিত। হোয়াইট হাউসে গভীর রাতে আয়োজিত স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ট্রাম্প বলেন, 'আমরা আর কখনো এমন কিছু হতে দিতে পারি না। এটি দেশ চালানোর উপায় হতে পারে না।' তিনি এ সময় ডেমোক্র্যাটদের কঠোর সমালোচনাও করেন।

যাই হোক, এই আইন আইন ৩০ জানুয়ারি পর্যন্ত সরকারি অর্থায়ন বাড়াবে, যা যুক্তরাষ্ট্রের ৩৮ ট্রিলিয়ন ডলারের ঋণে প্রতি বছর প্রায় ১ দশমিক ৮ ট্রিলিয়ন ডলার নতুন সংযোজনের পথ তৈরি করবে।

অচলাবস্থার অবসান যুক্তরাষ্ট্রে বিমান চলাচল-সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ সেবাগুলোর পুনরুদ্ধারে আশার আলো জাগিয়েছে, বিশেষ করে থ্যাঙ্কসগিভিংয়ের বিশাল ভ্রমণ মৌসুম শুরু হতে মাত্র দুই সপ্তাহ বাকি। একই সঙ্গে কোটি পরিবারের জন্য খাদ্য সহায়তা পুনরায় চালু হওয়ায় বড়দিনের কেনাকাটার মৌসুমে তাদের ব্যয় করার সক্ষমতাও বাড়তে পারে। তবে হোয়াইট হাউস জানিয়েছে, কিছু তথ্যের ঘাটতি হয়তো আর কখনো পূরণ করা যাবে না। বিশেষ করে অক্টোবর মাসের কর্মসংস্থান ও ভোক্তা মূল্যসূচক (সিপিআই) সম্পর্কিত প্রতিবেদন হয়তো আর প্রকাশই হবে না।

সমলিঙ্গ বিবাহ বৈধ করার রায়

৫০ পৃষ্ঠার পর

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত ১০ নভেম্বর সোমবার আদালত কোনো মন্তব্য না করেই কেনটাকির সাবেক কোর্ট ক্লার্ক কিম ডেভিসের করা আবেদন খারিজ করে দেন। 'ওবারফেল বনাম হজেস' নামে পরিচিত ওই মামলার নথি থেকে জানা যায়, কেনটাকির সাবেক কোর্ট ক্লার্ক কিম ডেভিস ২০১৫ সালে এক সমলিঙ্গ দম্পতির বিবাহের লাইসেন্স দিতে অস্বীকৃতি জানান। পরে ওই দম্পতি মামলা করলে সুপ্রিম কোর্ট কিম ডেভিসকে ৩ লাখ ৬০ হাজার ডলার ক্ষতিপূরণ ও আইনজীবীর ফি পরিশোধের নির্দেশ দেন। এর পাশাপাশি আদালতের আদেশ অবমাননার দায়ে তাঁকে কারাগারে পাঠানো হয়। হিউম্যান রাইটস ক্যাম্পেইনের সভাপতি কেলি রবিনসন আদালতের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন। তিনি এক বিবৃতিতে বলেছেন, 'আজ সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট করে দিয়েছেন, অন্যদের সাংবিধানিক অধিকার অস্বীকার করার পরিণতি ভোগ করতেই হবে।' ২০১৫ সালে কিম ডেভিস দেশজুড়ে আলোচনায় আসেন কেনটাকির রোয়ান কাউন্টিতে সমলিঙ্গ দম্পতিদের বিবাহ লাইসেন্স দিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে। তিনি দাবি করেন, তাঁর ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে তিনি আদালতের নির্দেশ মানতে পারছেন না। ওই বছরের সেপ্টেম্বরে তাঁকে আদালত অবমাননার দায়ে কারাগারে পাঠানো হয়। পরে তাঁর অফিসের অন্য কর্মীরা তাঁর অনুপস্থিতিতে লাইসেন্স দেওয়া শুরু করলে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। এরপর কেনটাকি রাজ্য একটি আইন পাস করে, যাতে রাজ্যের সব কোর্ট ক্লার্কের নাম বিবাহ লাইসেন্স দেওয়ার কাজ থেকে বাদ দেওয়া হয়।

এইচ-১বি ভিসা ও গ্রিন কার্ডের জন্য

৫০ পৃষ্ঠার পর

৩. ব্যবহারকারীরা আমেরিকাকে ঘৃণা করে এমন কোনও সংগঠনকে সমর্থন করছেন না। বাইডেন প্রশাসনেরও কঠোর সমালোচনা করে নোম দাবি করেন, সাবেক প্রেসিডেন্ট হাজার হাজার সন্ত্রাসীকে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের সুযোগ দিয়েছিলেন। এছাড়া তারা প্রতিরক্ষামূলক অভিবাসন কর্মসূচিরও অপব্যবহার করেছেন।

অভিবাসন-বিরোধী বিষয়ে কঠোর অবস্থান ছিল ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদে জয়লাভের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ। দ্বিতীয় মেয়াদে দায়িত্ব নেয়ার পরেই অভিবাসীদের বিরুদ্ধে কঠোর নীতি ঘোষণা করেন ট্রাম্প।

পরিচয় এর
৩৩ বছর পূর্তি
প্রকাশনার ৩৩ বছর পূর্তি
উপলক্ষে সকল পাঠক,
পৃষ্ঠপোষক, বিজ্ঞাপনদাতা
ও শুভানুধ্যায়ীদের আন্তরিক
শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা
– সম্পাদক
ইতিহাস গড়ে হোয়াইট হাউজে ফিরছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প
ট্রাম্প জয়ী হওয়ায় কেমন হতে পারে 'বাংলাদেশ-মার্কিন' সম্পর্ক?
রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধ করাই হবে আমার প্রথম কাজ - ট্রাম্প
অভিবাসন ও অভিবাসী ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের পরিস্থিতি কেমন হতে পারে?
যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে রাশিয়ার সংঘাতের আশঙ্কা
অবৈধ অভিবাসীদের তাড়াতে সামরিক বাহিনীকে ব্যবহার করবেন, ঘোষণা ট্রাম্পের
তীব্র বাণিজ্য যুদ্ধের মঞ্চ প্রস্তুত করছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প
বাংলাদেশ থেকে পাচারের ১৭ লাখ কোটি টাকা ফেরাবে কে
ট্রাম্প কি জন্মসূত্রে মার্কিন নাগরিকত্ব বাতিল করতে পারবেন?
মার্চে চালু হচ্ছে বাংলাদেশের প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র
নিউ অরলিন্সে সন্ত্রাস: যুক্তরাষ্ট্রে 'ইসলামিক স্টেট' নিয়ে নতুন আশঙ্কা
ভোটারের বয়স কমাতে অধিকাংশ রাজনৈতিক দলের আপত্তি, ইউনূসের প্রস্তাবের পক্ষে শুধু জামায়াত
ট্রাম্পের জাঁকজমকপূর্ণ প্রত্যাবর্তন ২০ জানুয়ারী সোমবার
টিউলিপ সিদ্দিকের পতন ঘটাতে বাংলাদেশি ও ব্রিটিশ রাজনীতির আতাত
নির্বাহী আদেশ নিয়ে আদালতের বাধায় চাপে আছেন ট্রাম্প
বঙ্গবন্ধুর বাড়ি ভাঙচুর: সমালোচনার মুখে ইউনূস সরকারের উদ্যোগহীনতা
'সমাপনী' বক্তব্যে পাল্টাপাল্টি তোপ কমলা ও ট্রাম্পের
সস্তা শ্রমের অভিবাসী ছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হবে অচল
আয়নাঘরের ভয়ংকর দুঃস্মৃতি
নির্বাচিত হলে বাইডেনের নীতি অনুসরণ করবো না
যুক্তরাষ্ট্র আর কোনো দেশের রাষ্ট্রগঠনে নাক গলাবে না, সৌদি আরবে ট্রাম্প
আদর্শ মোকাবিলায় 'দল নিষিদ্ধ' কি কার্যকর পন্থা?
বাংলাদেশিসহ দক্ষিণ এশীয়দের প্রতি অনলাইন বিদ্বেষ বাড়ছে যুক্তরাষ্ট্রে
STOP ASIAN HATE
মার্কিনদের হত্যায় জড়িত অভিবাসীদের মৃত্যুদণ্ড চান ডোনাল্ড ট্রাম্প

উৎসবমুখর পরিবেশে ‘উৎসব গ্রুপ’ এর ২০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠিত

পরিচয় ডেস্ক: উৎসবমুখর পরিবেশ, ছিমছাম কিন্তু বর্নাঢ্য আয়োজনে অনুষ্ঠিত হলো ‘উৎসব গ্রুপ’র ২০ বছর পূর্তি উৎসব। নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ড ম্যারিয়ট বলরুমে গত ৭ নভেম্বর এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত এমন্ত্রিত অতিথিদের ভালোবাসা আর শুভেচ্ছায় সিক্ত উৎসব গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও রায়হান জামান স্বাগত বক্তব্যে বিগত দুই দশকে উৎসব গ্রুপের পথচলার গল্প তুলে ধরেন।

তার বক্তব্যের সাথে ভিডিও স্ক্রিনে ফুটে ওঠে উৎসব গ্রুপের সাফল্যের চিত্র। তিনি তার সাফল্যেও পিছনে তার বর্ষিয়ান মা, একমাত্র কন্যা আর পরিবারের প্রেরণার পাশাপাশি তার টিমের সকলের কথা উল্লেখ করে সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। বিশেষ করে তিনি তার ঢাকা সেন্ট্রাল অফিসের কর্মকর্তা আরিফ সহ টিমের সকলকে ধন্যবাদ জানান।

অনুষ্ঠানের আয়োজন আর অতিথি-কর্মকর্তাদের গল্পে উঠে আসে উৎসব গ্রুপের দুই দশকের দীর্ঘ পথ চলার কথা, অনুপ্রেরণার কথা। যে সময়ে অনলাইনে কেনাকাটার ধারণাটি ছিলো অনেকের কাছেই অচেনা ও অনিশ্চিত, সেই সময়েই এক তরুণ উদ্যোক্তা সাহসিকতার সাথে শুরু করেছিলেন ‘উৎসব ডট কম’ নামের এক স্বপ্নের যাত্রা। আজ সেই ছোট্ট উদ্যোগটি পরিণত হয়েছে এক উৎসব গ্রুপে, পরিণত হয়েছে বহুমুখী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে। যার অধীনে রয়েছে ১৭টি প্রতিষ্ঠান, দেশ-বিদেশে হয়েছে বিপুল সংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থান এবং হাজারো সন্তুষ্ট গ্রাহকের আস্থা। উৎসব মানেই আজ বিশ্বাস, আস্থা ও উদ্ভাবনের প্রতীক।

অনুষ্ঠানে জানানো হয়, উৎসব গ্রুপের ২০ বছরের সফল যাত্রার পেছনে রয়েছেন এক স্বপ্নদ্রষ্টা ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন উদ্যোক্তা, উৎসব গ্রুপের চেয়ারপারসন রায়হান জামান। অদম্য পরিশ্রম, সততা ও নিরন্তর উদ্ভাবনের মাধ্যমে তিনি ‘উৎসব’কে একটি প্রতিষ্ঠান থেকে এক পরিবারে রূপান্তরিত করেছেন। রায়হান জামান দেখিয়েছেন কীভাবে প্রবাসের মাটিতেও সৎ উদ্যোগ, অধ্যবসায় ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়া যায়। তার নেতৃত্বে উৎসব গ্রুপ আজ প্রবাসী বাংলাদেশীদের অর্থনৈতিক শক্তি ও সম্ভাবনার এক উজ্জ্বল প্রতীক।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে ছিলো সঙ্গীতানুষ্ঠান। এসময় জনপ্রিয় ব্যান্ড দলছুটের বাপ্পা মজুমদার সঙ্গীত পরিবেশন করেন। সব শেষে ছিলো নৈশভোজ। অনুষ্ঠান উপস্থাপনায় ছিলেন আবীর আলমগীর। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন মিডিয়ার সম্পাদক, কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, উৎসব গ্রুপের কর্মকর্তা ও শুভানুধ্যায়ী উপস্থিত ছিলেন।

প্রবাসী বাংলাদেশী কমিউনিটির গতানুগনিত ধারায় নয়, বরং ব্যতিক্রমী আয়োজনে আয়োজিত অনুষ্ঠানটি আগত অতিথিদের মুগ্ধ করে বলে অনেকেই মন্তব্য করেছেন। খবর ইউএনএ’র।

জ্যামাইকায় নান্দনিক প্রেম’স কালেকশনস ও বিউটি সেলুনের বর্ণাঢ্য উদ্বোধন

পরিচয় ডেস্ক: গত রোববার ১৬৮-৩১ হিলসাইড এভিনিউয়ে বর্ণাঢ্য আয়োজনেবাংলাদেশী অধ্যুষিত জ্যামাইকায় নান্দনিক ও আধুনিক ফ্যাশনের নতুন ঠিকানা হিসেবে যাত্রা শুরু করেছে ‘প্রেম’স কালেকশনস’ ও বিউটি সেলুন, যা গ্রাহকদের জন্য ফ্যাশন ও সৌন্দর্যের একাধিক পরিষেবা একসাথে প্রদান করবে। পোশাকপ্রেমী নারী পুরুষের প্রিয় ব্রান্ড হিসেবে বাংলাদেশ ও কলকাতায় জনপ্রিয় ‘প্রেম’স কালেকশনস’ এর নিউ ইয়র্ক শাখার শুভ উদ্বোধন করলেন শো-রুমটির পার্টনার, কমিউনিটি এ্যাক্টিভিস্ট ও ব্যবসায়ী ফাহাদ সোলায়মান এবং ডিজাইনার প্রেম বস্বানী। সাথে ছিলেন ব্যবসায়ী মিস পান্না।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্থানীয় ব্যবসায়ী, ফ্যাশন উদ্যোক্তা, গণমাধ্যমকর্মী ও প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটির প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। অতিথিরা স্টোর ও সেলুন পরিদর্শন করেন এবং নতুন উদ্যোগের সাফল্য কামনা করেন।স্টোরটি উদ্বোধন হবার সাথে সাথেই বিপুল সংখ্যক পেশাক প্রেমী ক্রেতার ভীড় উপস্থিত সবাইকে অবাক করেছে। কারণ ডিজাইনগুলো ছেড়ে যাবার ছিল না। প্রত্যকেটা আইটেমের দামও ছিল সকল শ্রেণীর কাস্টমারদের লাগালের মধ্যেই। কাপড়গুলোর নয়নকাড়া কালেকশনস সরাসরি কোলকাতা ও ভারতের বড় বড় শহরে অবস্থিত নিজস্ব কারখানা থেকেই আগত।

ফাহাদ সোলায়মান জানান, প্রেম’স কালেকশনস যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত দক্ষিণ এশীয় জনগোষ্ঠীর ফ্যাশন রুচি ও ঐতিহ্যকে একত্রিত করে তুলে ধরবে। এখানে নারী, পুরুষ ও শিশুদের জন্য আধুনিক ও ঐতিহ্যবাহী পোশাকের পাশাপাশি থাকবে জুয়েলারি, এক্সেসরিজ ও গিফট আইটেমের সমৃদ্ধ সংগ্রহ। এছাড়া বিউটি সেলুন-এ গ্রাহকরা পেয়ে যাবেন মানসম্মত চুল, ত্বক ও নখের যত্নের পরিষেবা। উদ্যোক্তারা আরও জানান, মানসম্মত পণ্য ও বন্ধুসুলভ সেবার মাধ্যমে তারা প্রেম’স কালেকশনস ও বিউটি সেলুনকে একটি আস্থার ব্র্যান্ড হিসেবে গড়ে তুলতে প্রতিশ্রতিবদ্ধ।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন গোল্ডেন এজ হোমকেয়ার এর সিইও ও সাপ্তাহিক আজকাল সম্পাদক শাহ নেওয়াজ, বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী রিজিয়া পারভীন, পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান, টাইম টিভির সিইও ও বাংলা পত্রকার সম্পাদক আবু তাহের,সাপ্তাহিক প্রবাস সম্পাদক মোহাম্মদ সাঈদ, সাপ্তাহিক নবযুগ সম্পাদক শাহাব উদ্দিন সাগর, চ্যানেল আই টিভির রাশেদ আহম্মদ, সন্ধান সম্পাদক সনজীবন সরকার, ডিবিসি টিভি যুকত্রাষ্ট্র প্রতিনিধি কানু দত্ত, প্রজ্ঞা সম্পাদক উত্তম সেন, ইউএসনিউজ অনলাইনের শাখাওয়াত সেলিম, জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশী বিজনেস এসাসিয়েশানের সভাপতি হারুন ভুইয়া, কমিউনিটি এক্টিভিষ্ট নাসির খান পল প্রমুখ।

পেনসিলভেনিয়ার আপার ডার্বি টাউনশিপ নির্বাচন ২০২৫-এ বাংলাদেশিদের জয়জয়কার

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্টেট, কাউন্টি ও সিটিতে ৪ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হয়েছে স্থানীয় নির্বাচন। যদিও এটি প্রেসিডেন্ট বা মিড-টার্ম নির্বাচনের মতো উত্তেজনাপূর্ণ ছিল না, তবুও পেনসিলভেনিয়ার বাংলাদেশি অধ্যুষিত এলাকা আপার ডার্বি টাউনশিপে ছিল ব্যতিক্রমী এক উচ্ছ্বাস ও টানটান উত্তেজনা।

এই নির্বাচনের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন তিনজন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত প্রার্থী: মোহাম্মদ সাইদুজ্জামান ড্যানি- টাউনশিপ

ট্রেজারার, মোহাম্মদ হোসেন মিথুন_ স্কুল বোর্ড ডিরেক্টর এবং সায়মা দিশা_ ৭ম জেলা কাউন্সিল সদস্য। তারা সকলে জয়লাভ করেছেন।

এছাড়াও, মেলবোর্ন বরোতে মেয়র পদে পুনরায় নির্বাচিত হয়েছেন মাহবুবুল আলম তৈয়ব, এবং কাউন্সিলর পদে নির্বাচিত হয়েছেন শাহিন আলম ও সায়েদ রিয়াদ।

সব বিজয়ী প্রার্থী প্রতি আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বাংলাদেশি কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ। প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটির জন্য এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত। নেতৃবৃন্দ বলেন, বাংলাদেশি কমিউনিটির গর্ব তারা। তাদের এই সাফল্য বাংলাদেশি কমিউনিটির ঐক্য, মেধা ও নেতৃত্বের উজ্জ্বল প্রতীক।-মোহাম্মদ ইসলাম প্রেরিত

মামদানির মার্কিন নাগরিকত্ব কেড়ে

৫০ পৃষ্ঠার পর

বিতর্ক তীব্র আকার নিয়েছে। মার্কিন কংগ্রেসে রিপাবলিকান নেতারা এখন তাঁর নাগরিকত্ব বাতিল করে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বহিষ্কারের দাবি তুলেছেন। তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই দাবি আইনি বাস্তবতার সঙ্গে সাংঘর্ষিক ও কার্যত অসম্ভব। মামদানির বিজয়ের পর প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছিলেন, 'নিউইয়র্কের মতো মহান শহর সন্ত্রাসী মতাদর্শে বিশ্বাসী এক কমিউনিস্টের হাতে যাচ্ছে।' তিনি হুমকিও দিয়েছিলেন, মামদানি জিতলে নিউইয়র্কের ফেডারেল তহবিল বন্ধ করে দেবেন।

এরপর রিপাবলিকান কংগ্রেসম্যান অ্যান্ডি ওগলেস ও র্যান্ডি ফাইন দাবি করেন, মামদানি নাকি নাগরিকত্ব পাওয়ার সময় মিথ্যা তথ্য দিয়েছিলেন এবং 'সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ততা' গোপন করেছিলেন। ওগলেস বলেন, যদি তিনি প্রাকৃতিকীকরণ (হধঃঁৎধষরুধঃরড়হ) বা নাগরিকত্ব প্রক্রিয়ায় মিথ্যা বলে থাকেন, তবে তাঁর নাগরিকত্ব বাতিল করা উচিত এবং তাঁকে উগান্ডায় ফেরত পাঠাতে হবে।

তবে মার্কিন ফ্যাক্ট চেকিং ওয়েবসাইট পলিটিফ্যাক্ট বলছে, মামদানি তাঁর নাগরিকত্ব আবেদনপত্রে কোনো তথ্যই গোপন করেননি।

জোহরান মামদানি ১৯৯৮ সালে মাত্র সাত বছর বয়সে উগান্ডা থেকে যুক্তরাষ্ট্রে আসেন এবং ২০১৮ সালে মার্কিন নাগরিকত্ব লাভ করেন। মার্কিন আইনে প্রাপ্তবয়স্ক কেউ নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করতে চাইলে তাঁকে অন্তত পাঁচ বছর যুক্তরাষ্ট্রে বৈধভাবে বসবাস করতে হয়। মামদানি সেই শর্ত পূরণ করেছেন।

মার্কিন নাগরিকত্ব বাতিল বা 'ডিন্যাচারালাইজেশন' প্রক্রিয়া অত্যন্ত জটিল ও বিরল। এটি কেবল আদালতের আদেশে করা যায় এবং সরকারের প্রমাণ করতে হয় যে, ওই ব্যক্তি নাগরিকত্ব পেতে 'ইচ্ছাকৃতভাবে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য গোপন করেছেন বা মিথ্যা তথ্য দিয়েছেন'।

অভিবাসী আইনজীবী জেরেমি ম্যাককিনি বলেন, এ ধরনের মামলা প্রমাণ করা খুবই কঠিন। সরকারকে স্পষ্ট, নির্ভুল ও শক্তিশালী প্রমাণ দিতে হয় যে, ওই ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে যোগ্য ছিলেন না। মামদানির ক্ষেত্রে এমন কোনো প্রমাণ নেই।

রিপাবলিকান কংগ্রেসম্যান অ্যান্ডি ওগলেসের অভিযোগের অন্যতম ভিত্তি ছিল, মামদানি ২০১৭ সালে একটি র্যাপ গানে 'হোলি ল্যান্ড ফাইভ' নামের পাঁচজন মুসলিম দাতব্যকর্মীর প্রতি সমর্থন প্রকাশ করেছিলেন। পরে যাঁদের হামাসকে অর্থ দেওয়ার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। তবে অভিবাসী আইন বিশেষজ্ঞদের মতে, এ ধরনের (স্বেচ্ছাসেবী) কর্মকাণ্ডে মানুষের সমর্থন একটি সুরক্ষিত বাক্স্বাধীনতা। এটি 'প্রত্যক্ষ সন্ত্রাসবাদে সহায়তা' নয়। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে পলিটিফ্যাক্ট রিপাবলিকান কংগ্রেসম্যান অ্যান্ডি ওগলেস ও র্যান্ডি ফাইনের সঙ্গে যোগাযোগ করে, কিন্তু তাঁরা মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানান।

এ ছাড়া মামদানির বিরুদ্ধে মার্কিন নাগরিকত্ব আবেদনপত্রে ডেমোক্রেটিক সোশ্যালিস্টস অব আমেরিকার (ডিএসএ) সদস্যপদ উল্লেখ না করার অভিযোগ তোলা হয়েছে। কিন্তু অভিবাসন বিশেষজ্ঞদের মতে, ডিএসএ কোনো কমিউনিস্ট দল নয়, বরং এটি গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী একটি বৈধ রাজনৈতিক সংগঠন। তাই এর সদস্য হওয়া নাগরিকত্বের পথে বাধা নয়।

অভিবাসী আইনজীবী ম্যাককিনি বলেন, ডিএসএ সদস্যপদ গোপন করা কোনো জালিয়াতি নয়, কারণ এটি নাগরিকত্ব পাওয়ার যোগ্যতাকে প্রভাবিত করে না। তা ছাড়া কোনো গানের কথার কারণে নাগরিকত্ব বাতিলের প্রশ্নই আসে না।

কেস ওয়েস্টার্ন রিজার্ভ ইউনিভার্সিটির আইন বিভাগের অধ্যাপক ক্যাসান্দ্রা রবার্টসন বলেন, মামদানির বিরুদ্ধে এই প্রক্রিয়া শুরু হলেও সফল হওয়ার সম্ভাবনা কার্যত শূন্য। এটি মূলত রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

এদিকে, নিউইয়র্ক ইয়াং রিপাবলিকান ক্লাব মামদানিকে মেয়র পদে বসতে বাধা দিতে এখন ১৪তম সংশোধনী ব্যবহার করার চেষ্টা করছে। ওই ধারায় বলা হয়েছে, যাঁরা রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত বা 'শত্রুদের সহায়তা' করেছেন, তাঁরা সরকারি পদে অধিষ্ঠিত হতে পারবেন না।

রিপাবলিকানরা দাবি করছেন, মামদানি 'হামাসপন্থী' অবস্থান নিয়েছেন এবং অভিবাসনবিরোধী (আইসিই) কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে উৎসাহ দিয়েছেন। তবে সংবিধান বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই ধারা কেবল বিদ্রোহ বা যুদ্ধকালীন শত্রুদের সহায়তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, রাজনৈতিক সমালোচনার ক্ষেত্রে নয়।

গত অক্টোবরে এমএসএনবিসিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে মামদানি বলেছিলেন, 'আমার বিরুদ্ধে প্রচারণা আসলে ইসলামবিদ্বেষ থেকে এসেছে। আজও যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিতে ইসলামোফোবিয়া আছে। এখানে মুসলমানদের থাকার অধিকার আছে, কিন্তু তা অনেকেই স্বীকার করতে চান না।'

'ডিন্যাচারালাইজেশন' বা নাগরিকত্ব বাতিল একটি ব্যতিক্রমধর্মী ও বিরল প্রক্রিয়া, যা সাধারণত নাৎসি অপরাধী বা সন্ত্রাসবাদে দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা হয়েছে। পলিটিফ্যাক্টের তথ্যমতে, মামদানির বিরুদ্ধে এ ধরনের অপরাধে সম্পৃক্ততার কোনো প্রমাণ নেই। ফলে রিপাবলিকানদের এই প্রচেষ্টা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলেই মনে হচ্ছে। আল-জাজিরা থেকে সংক্ষেপে অনূদিত

১ জানুয়ারি নিউ ইয়র্ক সফরে

৫০ পৃষ্ঠার পর

অপরাধ আদালত। তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধপরাধ এবং সাধারণ জনগনের উপর নৃশংসভাবে হামলা চালানোর অভিযোগ আনা হয়েছে। এখানে প্রশ্ন উঠছে, চাইলেই কি মামদানি গ্রেপ্তার করতে পারবে নেতানিয়াহুকে? বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতকে স্বীকৃতি দেয় না আমেরিকা। তাই

মার্কিন ভূখণ্ডে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের কোনও এক্তিয়ার নেই। অন্যদিকে, নেতানিয়াহু ইজরায়েলের রাষ্ট্রপ্রধান। আর রাষ্ট্রপ্রধানের নিজস্ব কিছু ক্ষমতা থাকে। অন্যদিকে, মার্কিন সংবিধান অনুযায়ী, আমেরিকার ফেডারেল সরকার দেশের বৈদেশিক বিষয়গুলির উপরে হস্তক্ষেপ করতে পারে।

এর অর্থ নিউ ইয়র্ক সিটির পুলিশ নেতানিয়াহুকে গ্রেপ্তার বা আটক করলেও ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রীর ঢাল হয়ে দাঁড়াতে পারে ফেডারেল গোয়েন্দাসংস্থা গুলি।

প্রসঙ্গত, আগামী ১ জানুয়ারি নিউ ইয়র্কের মেয়র হিসাবে শপথ নেবেন মামদানি। তিনিই হবেন নিউ ইয়র্ক সিটির প্রথম মুসলিম মেয়র। পাশাপাশি, নিউ ইয়র্কের গত ১০০ বছরের ইতিহাসে ৩৪ বছর বয়সি মামদানিই হবেন কনিষ্ঠতম মেয়র।

অনলাইনে পরিচয় পড়তে স্ক্যান করুন

পরিচয় এর ৩৩ বছর পূর্তি
প্রকাশনার ৩৩ বছর পূর্তি উপলক্ষে সকল পাঠক, পৃষ্ঠপোষক, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা
– সম্পাদক

37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

এনওয়াইপিডি কর্মকর্তাদের সাথে কমিউনিটির মতবিনিময়

কমিউনিটির নিরাপত্তা বিধানে গোল্ডেন এজ হোম কেয়ার'র ব্যতিক্রমি উদ্যোগ

পরিচয় ডেস্ক: কমিউনিটির নিরাপত্তা বিধানে ব্যতিক্রমি উদ্যোগ গ্রহণ করে জনপ্রিয় হোম কেয়ার দানকারী প্রতিষ্ঠান 'গোল্ডেন এজ হোম কেয়ার' আয়োজন করেছে 'কফি উইথ এ কপ'। নিউ ইয়র্ক সিটির পুলিশ বাহিনী- এনওয়াইপিডি আউটরিচ ইউনিট,এনওয়াইপিডি ক্রাইম প্রিভেনশন টিম এবং এনওয়াইপিডির বিভিন্ন প্রিসিঙ্কটের দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে মতবিনিময় অনুষ্ঠানে বাংলাদেশি কমিউনিটির ব্যক্তিবর্গের কাছে খোলা-মেলাভাবে তাদের বক্তব্য তুলে ধরেন এবং নাগরিকদের কি কি অধিকার এবং করণীয় বিষয়ে আলোকপাত করেন। পুলিশ কর্মকর্তারা বলেছেন, যে কোন ব্যক্তির ইমিগ্রেশন স্ট্যাটস যাই হোক না কেন, যে কোন সমস্যায় পুলিশের সাথে নির্ভয়ে যোগাযোগ করতে পারেন। আমরা নিউইয়র্ক সিটিকে নিরাপদ রাখতে কমিউনিটির সবার সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করে যেতে চাই। গত ১২ নভেম্বর বুধবার জ্যাকসন হাইটসের সানাই পার্টি আয়োজিত এ সভায় সভাপতিত্ব করেন অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা ও 'গোল্ডেন এজ হোম কেয়ার'র সিইও শাহ নেওয়াজ। সঞ্চালনায় ছিলেন এনওয়াইপিডির কমিউনিটি অ্যাফায়ার্সের সার্জেন্ট এমডি এ লতিফ। সভায় যুক্তরাষ্ট্রের চলমান পরিস্থিতিতে বিভিন্ন ইস্যুতে করণীয় ও প্রতিকার নিয়ে নিউইয়র্ক পুলিশের (এনওয়াইপিডি) স্থানীয় প্রিসিঙ্কট কর্মকর্তার বক্তব্য দেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, কুইন্স উত্তরের (পেট্রোল) ডেপুটি চিফ জোসেফ ডব্লিউ হিউয়ার্ড, কমিউনিটি অ্যাফায়ার্সের এসিস্ট্যান্স কমিশনার আইডেন ফস্টার, ডেপুটি চীফ ভিক্টোরিয়া সি প্যারি, মাইক, ইন্টিলিজেঞ্চ পাবলিক সিকিউরিটি সেকশনের ডিটেকটিভ আব্দুস চৌধুরী, ডিটেকটিভ ওসামা আমীন, ডিটেকটিভ স্পেশালিস্ট অ্যাঞ্জেল ফ্যামিলিয়া, ১১৫ প্রিসিঙ্কটের কমান্ডিং অফিসার ডেপুটি ইন্সপেক্টর ডেভিড কর্ডানো, ক্যাপ্টেন আব্বাস, লিউট্যানেন্ট জোসেফ ভি ডিন, ডিটেকটিভ গঞ্জালেস গাভ্রিয়েল, ১১২ প্রিসিঙ্কটের ডেপুটি ইন্সপেক্টর অ্যালেন ডাউনি, ১০৪ প্রিসিঙ্কিটের কমান্ডিং অফিসার ডেপুটি ইন্সপেক্টর কারাম চৌধুরী।

অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা ও 'গোল্ডেন এজ হোম কেয়ার'র সিইও শাহ নেওয়াজ বলেন, স্থানীয় প্রিসিঙ্কটের পুলিশ কর্মকর্তারা দিনরাত পরিশ্রম করে বাংলাদেশি কমিউনিটিসহ সংশ্লিষ্ট সবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করছে। যে কোন প্রয়োজনেই তাদের পাশে পাওয়া যায়। তাদের সঙ্গে কমিউনিটির সম্পর্ক দীর্ঘ দিনের এজন্য তাদের এ সম্পর্ককে আরো গভীর করতেই 'কফি উইথ এ কপ' অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত পুলিশের কর্মকর্তারা বলেন, যে কোন পরিস্থিতিতে যুক্তারাষ্ট্রের একটি বিষয় সবাইকে মেনে চলতে হবে। তা হচ্ছে আইনের যথাযথ অনুসরণ। এখানে আইন সবার জন্য সমান। ব্যক্তির অভিবাসন স্ট্যাটাস যাই হোক না কেন তিনি রাষ্ট্রের সব মৌলিক সুবিধাই পাবেন। আইনের মধ্যে থেকেই নিউইয়র্কের যে কোন নাগরিক তার সর্বোচ্চ সুযোগ সুবিধা ও নিরাপত্তা পেতে পারেন। এ জন্য এনওয়াইপিডির বিভিন্ন বিভাগ সার্বক্ষণিক কাজ করছে। অনুষ্ঠানে এনওয়াই পিডির পক্ষ থেকে বেশ কিছু সচেতনতামূলক লিফলেট বিলি করা হয়। এর মধ্যে ছিল চুরি প্রতিরোধ, লোটো স্ক্যাম, ক্রাইম প্রিভেনশন এলার্ট, বাসা বাড়ির নিরাপত্তা অন্যতম।

কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন গোল্ডেন এজ হোম কেয়ারের ভাইস প্রেসিডেন্ট রানো নেওয়াজ, অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী, পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান, টাইম টিভির সিইও ও বাংলা পত্রিকা সম্পাদক আবু তাহের, প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার নির্বাহী সম্পাদব মোহাম্মদ মঞ্জুরুল হক, ইউএসনিউজ অনলাইন এর সাখাওয়াত হোসেন সেলিম, বাংলাদেশ সোসাইটি ভাইস প্রেসিডেন্ট মহিউদ্দিন দেওয়ান, জেনারেল সেক্রেটারি মোহাম্মদ আলী, সোসাইটির ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য আহসান হাবীব, জ্যামাইকা বাংলাদেশ সোসাইটির সেক্রেটারি সৈয়দ রাব্বি প্রমুখ। সকল ছবি পরিচয় এর নিজস্ব।

প্রবাসে বাঙালিয়ানার ঐশ্বর্যমণ্ডিত অভিব্যক্তি: যুক্তরাষ্ট্রে দশ দিনব্যাপী বিবাহ মহোৎসবের মহার্ঘ আয়োজন

পরিচয় ডেস্ক: সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের লুইজিয়ানা অঙ্গরাজ্যের ঐতিহ্যবাহী নিউ অরলিয়েন্স শহর এবং টেক্সাসের প্রাণবন্ত হিউস্টন নগরীতে অনুষ্ঠিত হলো এক দশ দিনব্যাপী বিবাহ মহোৎসবড়্যা ছিল এক অনুপম সাংস্কৃতিক আবেশে মোড়ানো বাঙালি ঐতিহ্যের জ্যোতির্ময় অভিব্যক্তি। অক্টোবর ১৭ থেকে ২৬, ২০২৫ পর্যন্ত বিস্তৃত এই উৎসবের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত দুই আলোকিত হৃদয়ড়ড. শায়েনা সারওয়ার, ফার্মডি, এবং ডা. ব্রতী সাদীদ রাহমান, এমডিড়্যাঁদের শুভ বিবাহ বন্ধনকে ঘিরে গড়ে ওঠে এক স্বপ্নময় আয়োজনের মালা।

নিউ অরলিয়েন্সের উপকণ্ঠে অবস্থিত শ্যাটো গল্‌ফ্‌ ও কান্ট্রি ক্লাবের সবুজে ঘেরা প্রাঙ্গণ এবং শায়েনার পিতামাতাড়ড. মোস্তফা সারওয়ার, পিএইচডি, ও ডা. সাইয়েদা সারওয়ার, এমডিড়এর গৃহের স্নিগ্ধ পরিবেশে একে একে অনুষ্ঠিত হয় হেনা সন্ধ্যা, বরযাত্রী বরন, গায়ে হলুদ, নিকা, রুসুমাত, ও বর-কনে সংবর্ধনা। প্রতিটি পর্বে ছিল বাঙালি রীতির ছোঁয়া, হৃদয়ের উষ্ণতা, এবং সৌন্দর্যের অপার বিস্তার।

অন্যদিকে, হিউস্টনের অভিজাত ‘উডল্যান্ডস’-এ ডা. ব্রতীর পিতামাতাড়ডা. আতিয়ার রাহমান বনি, এমডি, পিএইচডি, ও ডা. আফরোজা রাহমান মিনি, এমডিড় এর প্রাসাদোপম অট্টালিকা, ‘কেভিন ব্রেডি সেন্টার’, এবং হায়াত রিজেন্সী হোটেলের রাজকীয় বলরুমে আয়োজিত হয় বধূবরণ, সঙ্গীত সন্ধ্যা, কনেযাত্রীর ভূরিভোজন, লুঙ্গি-গামছা পরিধানে রঙ খেলার উৎসব, ওয়ালিমা, এবং বিদায়ী ভোজ। প্রতিটি আয়োজন যেন ছিল একেকটি কবিতার মতোড়ছন্দে, রঙে, এবং আবেগে পূর্ণ।

এই দশ দিনব্যাপী মহোৎসবে দেড় হাজারেরও অধিক অতিথির সমাগম ঘটে, যার মধ্যে শুধু ওয়ালিমা উৎসবেই সাত শতাধিক মেহমানের প্রাণবন্ত উপস্থিতিতে হায়াত রিজেন্সীর বলরুমে সৃষ্টি হয় আনন্দের প্লাবন। একইভাবে, শ্যাটো গল্‌ফ্‌ ও কান্ট্রি ক্লাবের বলরুমও ছিল উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ, যেখানে প্রতিটি মুহূর্ত ছিল স্মরণীয় ও হৃদয়গ্রাহী।

নিউ অরলিয়েন্সের অনুষ্ঠানসমূহের সুশৃঙ্খল পরিচালনায় ছিলেন শায়েনার ফুফাতো ভাই ড. ফারুক আকবরের সহধর্মিণী, ফ্রেঞ্চ বহুজাতিক কোম্পানির এক্সিকিউটিভ সোহেনী তাঞ্জিমা। অপরদিকে, হিউস্টনের অনুষ্ঠানসমূহের সুনিপুণ তত্ত্বাবধানে ছিলেন ব্রতীর একমাত্র সহোদরা, অনিন্দ্য সুন্দরী শ্রেয়া রাহমান, যিনি বেলর কলেজ অব মেডিসিনের চতুর্থ বর্ষের এমডি শিক্ষার্থী। তাঁদের দক্ষতা

বাকি অংশ ৪৭ পৃষ্ঠায়

প্রবাসে বাঙালিয়ানার ঐশ্বর্যমণ্ডিত অভিব্যক্তি: যুক্তরাষ্ট্রে

৪৬ পৃষ্ঠার পর

ও সৌজন্যে প্রতিটি আয়োজন হয়ে ওঠে নিখুঁত ও হৃদয়স্পর্শী।

এই মহোৎসবে যুক্তরাষ্ট্রের বাইরের দেশড়বাংলাদেশ, কানাডা, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া সহ আরও বহু দেশ থেকে আগত দেড় শতাধিক অতিথির উপস্থিতি উৎসবকে করে তোলে আন্তর্জাতিক পরিসরে অনন্য। দুই বাংলাদেশী-আমেরিকান উচ্চশিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সম্মানিত পরিবারের এই বিবাহ বন্ধন প্রবাসী বাংলাদেশি সমাজে এক আনন্দোচ্ছ্বাসের জোয়ার বইয়ে দেয়। তাঁদের সাফল্য, সৌজন্যতা ও বিনয়ী আতিথেয়তা প্রত্যেক অতিথির হৃদয়ে গভীর ছাপ রেখে যায়।

দুই বছর বয়স থেকেই গল্‌ফ্‌ ও কান্ট্রি ক্লাবের পরিশীলিত পরিবেশে বেড়ে ওঠা শায়েনা এক অনন্য প্রতিভার অধিকারী, যার মেধা ও মননশীলতা সকলের ঈর্ষার বিষয়। টুলেন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএসসি ডিগ্রিতে কুম লাউডি এবং জেভিয়ার্স বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টর অব ফার্মাসি ডিগ্রিতেও কুম লাউডি অর্জন করে, প্রথম প্রচেষ্টাতেই ফার্মাসি বোর্ড পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এই লাবণ্যময়ী ও প্রজ্ঞাময়ী কন্যা। তবে শায়েনার প্রতিভা কেবল একাডেমিক সীমানায় সীমাবদ্ধ নয়ড়তার মেধা বিকশিত হয়েছে নেতৃত্ব, সঙ্গীত, সাহিত্য, ক্রীড়া এবং মানবসেবার বহুবর্ণিল পরিসরে। উচ্চ বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্র সংসদের সভাপতি হিসেবে নেতৃত্ব দিয়েছেন; হয়েছেন প্রম কুইন ও হোমকামিং কোর্টের গর্বিত সদস্য। ভারতনাট্যমে দক্ষতা অর্জন করে অংশ নিয়েছেন ড্যান্স রিসাইটেলে, ছিলেন ভার্সিটি সকার ও বাস্কেটবল দলের সক্রিয় খেলোয়াড়, পিয়ানো প্রতিযোগিতায় জিতেছেন স্বর্ণপদক, এবং সাহিত্যচর্চায় নিজেকে তুলে ধরেছেন এক প্রতিভাবান লেখিকা হিসেবে।

টুলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে মনোবিজ্ঞানের আন্তর্জাতিক অনার্স সোসাইটির সদস্য হিসেবে মনোনীত হন শায়েনা। জেভিয়ার্স বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ছিলেন আমেরিকান সোসাইটি অব কনসালটেন্ট ফার্মাসিস্ট-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং ফার্মাসি স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট বিভাগের চেয়ারপার্সন। একইসাথে, 'রো সাই' ফার্মাসি অনার্স সোসাইটির সদস্যপদও অর্জন করেন। পারিবারিক ভ্রমণের সুবাদে শায়েনা ইতোমধ্যে ইউরোপের ২৮টি, এশিয়ার ৫টি, উত্তর আমেরিকার ৩টি, দক্ষিণ আমেরিকার ২টি এবং আফ্রিকার ১টি দেশ ভ্রমণ করেছেনড়যা তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিকে করেছে আরও বিস্তৃত ও বহুমাত্রিক।

হিউস্টনে চিকিৎসা পেশায় সাফল্যের দীপ্তিময় মুকুট পরিহিত ব্রতী তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু করেন ইউনিভার্সিটি অব টেক্সাস, অস্টিন থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে বিএ ডিগ্রি অর্জনের মধ্য দিয়ে। পরবর্তীতে সেন্ট জর্জেস ইউনিভার্সিটি থেকে ডক্টর অব মেডিসিন ডিগ্রি লাভ করে ইউনিভার্সিটি অব হিউস্টনে ইন্টারনাল মেডিসিনে রেসিডেন্সি সম্পন্ন করেন। তাঁর একাডেমিক ও পেশাগত পরিসরে রয়েছে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ড়তিনি ইউনিভার্সিটি অব টেক্সাস, অস্টিন-এ 'কলেজ স্কলার' হিসেবে স্বীকৃত, জাপানিজ ন্যাশনাল অনার সোসাইটির সদস্য, বিশিষ্ট আউটপেশেন্ট ফ্যাকাল্টি অ্যাডভাইজার, রেসিডেন্ট অ্যাডভাইজরি কমিটির ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং ইউনিভার্সিটি অব হিউস্টনের অ্যাডজাঙ্ক্ট ফ্যাকাল্টি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

ব্রতীর গবেষণাকর্মও সমানভাবে প্রশংসনীয়। জার্নাল অব আমেরিকান সোসাইটি অব নেফ্রোলজিতে প্রকাশিত তাঁর ও সহকর্মীদের যৌথ গবেষণাপত্রে কেমোথেরাপি ওষুধ পেমেট্রেক্সেড-এর বিরল পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াজনিত একটি অ্যাকিউট কিডনি ইনজুরি (অকও)-এর ক্লিনিক্যাল কেস বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যা চিকিৎসা বিজ্ঞানে সচেতনতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে।

ব্রতী এক বহুমাত্রিক প্রতিভার অধিকারীড়ইংরেজি, বাংলা, স্প্যানিশ ও জাপানিজ ভাষায় দক্ষ, র্যাপ সংগীতে পারদর্শী, এবং বিশ্বভ্রমণের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ এক বিশ্বনাগরিক। বিত্ত, বৈভব ও সামাজিক মর্যাদার শিখরে অবস্থান করেও, শায়েনার মতো ব্রতীর চরিত্রেও নেই কোনো অহংকারের ছায়া। তাঁরা দুজনেই অমায়িক, বিনয়ী, এবং হৃদয়ের গভীরতা দিয়ে মানুষকে আপন করে নেওয়ার এক অনন্য ক্ষমতার অধিকারী।

শায়েনার জন্ম যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত এক বাংলাদেশি অভিজাত, মার্জিত ও উচ্চশিক্ষিত পরিবারে, যেখানে জ্ঞান, সংস্কৃতি ও সৌজন্যের অপূর্ব সমন্বয় প্রতিফলিত হয় প্রতিটি প্রজন্মে। তাঁর পিতা, ড. মোস্তফা সারওয়ার, পিএইচডিড় একাধারে বিজ্ঞানী, কবি, কলামিস্ট এবং আন্তর্জাতিক টেলিভিশন টকশোর বিশ্লেষকড়যুক্তরাষ্ট্রে এমারিটাস অধ্যাপক হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত। তিনি অতীতে পালন করেছেন ভাইস চ্যান্সেলর, প্রভোস্ট, ডীন, ইউনিভার্সিটি অনার্স প্রোগ্রামের পরিচালক এবং রিজিওনাল ট্রানজিট অথরিটির কমিশনারের মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। তাঁর জীবনচর্যা এক অনন্য বাঙালি মননের প্রতিচ্ছবি।

শায়েনার মাতা, ডা. সাইয়েদা সারওয়ার, এমডি, বর্তমানে 'ভিএ' হাসপাতালে কর্মরত একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক। অতীতে তিনি ছিলেন লুইজিয়ানা স্টেট ইউনিভার্সিটির মেডিকেল স্কুলের সহকারী অধ্যাপিকা এবং একটি বেসরকারি ল্যাবরেটরির পরিচালক। তাঁর গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অফ মেডিসিনসহ বিশ্বের খ্যাতনামা চিকিৎসা জার্নালগুলোতে। ১৯৯৬ সালে তাঁর গবেষণার স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি আমেরিকান কলেজ অফ অবস্টেট্রিশিয়ান অ্যান্ড গাইনোকলজি থেকে ব্রোঞ্জ পদকে ভূষিত হন। এই গুণী দম্পতির যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত তিনটি রিয়াল স্টেট কোম্পানির অধীনে রয়েছে একাধিক স্ট্রিপ শপিং মলড়যা তাঁদের প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার নিদর্শন।

শায়েনার দুই ভাইড়তুরহান সারওয়ার ও আরাশ সারওয়ারড়উভয়েই হার্ভার্ড গ্রাজুয়েট এবং ম্যাগনা কুম লাউডি সম্মানে ভূষিত। বড় ভাই তুরহান, জুরিস ডক্টর ডিগ্রিধারী, বোস্টনের একজন খ্যাতনামা লিটিগেশন অ্যাটর্নি। তাঁর সহধর্মিণী, ডা. ক্যাথলিন সারওয়ার, বিএ (হার্ভার্ড), এমডি (জনস হপকিনস), বর্তমানে হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলের সহকারী অধ্যাপিকা। ছোট ভাই আরাশ, বিএ (হার্ভার্ড) অর্জন করে ম্যানহ্যাটনের ওয়াল স্ট্রিটে হেজ ফান্ড জগতে এক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। তাঁর সহধর্মিণী, মনীষা সারওয়ার, এমএ (কলাম্বিয়া), অপর একটি হেজ ফান্ডের পার্টনার ও এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

ব্রতীর পরিবার হিউস্টনের বুকে গড়ে ওঠা এক সংস্কৃতিমনস্ক, সুশিক্ষিত ও ধনাঢ্য পরিবার, যেখানে চিকিৎসা পেশা যেন এক ঐতিহ্যবাহী উত্তরাধিকার। তাঁর পিতা, ডা. আতিয়ার রাহমান বনি, এমডি, পিএইচডি, হিউস্টনের একজন খ্যাতনামা কার্ডিওলজিস্ট ও অধ্যাপক। তাঁকে বলা চলে এক বিরাজমান সব্যসাচীড়যিনি আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে মহাভারতের অর্জুনের মতো নিপুণ ও নির্ভুল। বধূবরণ অনুষ্ঠানে তাঁদের প্রসাদতুল্য অট্টালিকার সম্মুখে, জামদানি শাড়িতে আবৃত, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চশিক্ষিত মার্জিত গৃহবধূরা ব্রতীর পোর্শে গাড়ি থেকে শায়েনাকে নামিয়ে বরণ করেন। সেই মুহূর্তে ব্যাকগ্রাউন্ডে বেজে ওঠে ডা. আতিয়ার রাহমান বনির দরাজ কণ্ঠে "এসো আমার ঘরে"ড়যেন ইন্দ্রজালের রঙধনু আবীর ছড়িয়ে পড়ে অট্টালিকার প্রাঙ্গণে, পুষ্পে-পুষ্পে, বৃক্ষে-বৃক্ষে, ভাস্কর্যে-ভাস্কর্যে।

ব্রতীর মাতা, ডা. আফরোজা রাহমান মিনি, এমডি, হিউস্টনের একজন সুপরিচিত শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ, যাঁর উপস্থিতি শায়েনার মতোই আনন্দের তরঙ্গ সৃষ্টি করে চারপাশে। ব্রতীর একমাত্র বোন, শ্রেয়া, এক মেধাবী ও প্রতিশ্রুতিশীল ছাত্রী, যিনি ডিউক ইউনিভার্সিটি থেকে উচ্চ সম্মানসহ স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করে বর্তমানে বেলর ইউনিভার্সিটি মেডিকেল কলেজের শেষ বর্ষের এমডি শিক্ষার্থী। ব্রতীর মামা, ড. মনোয়ার হোসেন, হিউস্টনের বিখ্যাত এম.ডি. অ্যান্ডারসন ক্যানসার রিসার্চ হাসপাতালে গবেষণায় নিয়োজিত। তাঁর চাচা, ডা. আসাদ জামান, এমডি, ডালাসে একজন বিশিষ্ট নেফ্রোলজিস্ট হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত।

যশোর শিক্ষা বোর্ডকে কেন্দ্র করে দুটি উচ্চপ্রতিষ্ঠিত পরিবারের চার গুণী সদস্যের মধ্যে বিদ্যমান এক চমৎকার, প্রীতিকর সাদৃশ্যড়যা যেন সময়ের স্রোতে জেগে ওঠা এক মেধার মালা, প্রজন্মের পর প্রজন্মে গাঁথা।

পটুয়াখালীর সন্তান ড. মোস্তফা সারওয়ার, যিনি জ্ঞানের দীপ্তিতে আলোকিত, যশোর বোর্ডে এসএসসি পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগে দ্বিতীয় স্থান এবং এইচএসসি-তে সকল বিভাগের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের শীর্ষে প্রথম স্থান অলংকৃত করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন এক উজ্জ্বল নক্ষত্ররূপে।

এক দশক পর, তাঁর আলোকছায়ায় পথ চলা ব্রতীর মামা, যশোরের মনোয়ার হোসেন, একই বোর্ডে এসএসসি-তে পঞ্চম স্থান এবং এইচএসসি-তে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে মেধার ধারাবাহিকতায় যুক্ত করেন আরেকটি দীপ্তিময় অধ্যায়।

এর বারো বছর পর, ব্রতীর পিতা, ডা. আতিয়ার রাহমান বনি, সেই একই বোর্ডে এসএসসি-তে প্রথম স্থান এবং এইচএসসি-তে চতুর্থ স্থান অর্জন করে যেন জ্ঞানের অলিন্দে স্থাপন করেন এক অনন্য মাইলফলক।

আর ব্রতীর মাতা, ডা. আফরোজা রাহমান মিনি, সেই ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় যুক্ত করেন এক অনবদ্য গৌরবড় এইচএসসি পরীক্ষায় মেয়েদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে হয়ে ওঠেন এক দীপ্তিমান প্রতিভার প্রতিচ্ছবি।

সৈয়দ পান্না ইলিয়াস ও সামিয়া জাহান মুন'র বিবাহোত্তর রিসিপশন

পরিচয় ডেস্ক: টাইম টেলিভিশনের পরিচালক এবং কুলাউড়া বাংলাদেশী এসোসিয়েশন অব ইউ এস এ ইনক'র সভাপতি সৈয়দ ইলিয়াস খসরু ও সাবিয়া বেগম দম্পতির বড় ছেলে সৈয়দ পান্না ইলিয়াস এবং মিনহাজুল হক ও শামীমা আক্তার মুক্তি দম্পতির কন্যা সামিয়া জাহান মুন-এর বিবাহোত্তর রিসিপশন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। গত ৮ নভেম্বর শনিবার সন্ধ্যায় ফরেস্ট হিলস এলাকার কুইন্স বুলেবার্ড-এর আগ্রা প্যালেস রেস্তোরাঁ ও পার্টি হলে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে টাইম টেলিভিশনের সিইও ও বাংলা পত্রিকার সম্পাদক আবু তাহের, সাপ্তাহিক জন্মভূমি সম্পাদক রতন তালুকদার, নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মমিনুল ইসলাম মজুমদার, বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, সাবেক সভাপতি নার্গিস আহমেদ, সাবেক ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আব্দুর রহিম হাওলাদার, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার সভাপতি বদরুল হোসেন খান, সাবেক সভাপতি বদরুন্নাহার খান মিতা, কুলাউড়া বাংলাদেশী এসোসিয়েশনের প্রধান উপদেষ্টা আবুল কালাম, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট বেদারুল ইসলাম বাবলা, সিরাজ উদ্দিন আহমেদ সোহাগ, আব্দুল হাসিম হাসনু, জে মোল্লা সানি, নিউইয়র্ক স্টেটের অ্যাসেম্বলি ডিস্ট্রিক্ট ৩৬-এর আগামী নির্বাচনে অ্যাসেম্বলী সদস্য পদপ্রার্থী মেরি জোবাইদা ও কুলাউড়া বাংলাদেশী এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক মইনুর রহমান সুয়েব সহ কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং বর-কনের আত্মীয়-স্বজন উপস্থিত ছিলেন।

ট্রাম্পের রোষানলে এবার দীর্ঘদিনের

৫০ পৃষ্ঠার পর

অ্যাজেন্ডা সমর্থন করে এসেছেন কট্টর রক্ষণশীল গ্রিন। সম্প্রতি প্রেসিডেন্টের বেশ কয়েকটি নীতির সমালোচনা করেছেন এই আইনপ্রণেতা।

প্রায় ৩০০ শব্দের এক সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে ট্রাম্প বলেন, জর্জিয়ার এই আইনপ্রণেতা 'একেবারে বাঁ দিকে চলে গেছেন' এবং আগামী বছরের মধ্যবর্তী নির্বাচনে তাঁকে রিপাবলিকান প্রতিদ্বন্দ্বীর মাধ্যমে পরাজিত করার আহ্বান জানান।

এই দুই রিপাবলিকানের সম্পর্কে টানাপোড়েন শুরু হয় যখন গ্রিন প্রশ্ন তোলেন, ট্রাম্প এখনো তাঁর 'আমেরিকা ফার্স্ট' অ্যাজেন্ডা অনুসরণ করছেন কি না। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের পররাষ্ট্রনীতি এবং যৌন নিপীড়ক জেফরি এপস্টেইন-সংক্রান্ত নথিপত্র পরিচালনারও সমালোচনা করেন গ্রিন।

এই কংগ্রেসওম্যান বলেন, ট্রাম্প এমন প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছেন, যেন তিনি অন্য রিপাবলিকানদের এপস্টেইন-সংক্রান্ত নথিপত্র প্রকাশে ভোট দেওয়া থেকে বিরত রাখতে চান।

গতকাল রাতে ফ্লোরিডা যাওয়ার পথে সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রাম্প লেখেন, 'পাগলাটে মারজোরিকে আমি যা করতে দেখিড়তা হলো অভিযোগ, অভিযোগ আর অভিযোগ!'

তিনি দাবি করেন, গ্রিন তাঁর ওপর ক্ষুব্ধ হয়েছেন। কারণ, তিনি তাঁকে গভর্নর বা সিনেটর পদে না দাঁড়াতে পরামর্শ দিয়েছিলেন।

ট্রাম্প বলেন, 'অনেককে তিনি (গ্রিন) বলেছেন, আমি তাঁর ফোন ধরি না বলে তিনি খুব রাগান্বিত। আমি তো প্রতিদিন এক ক্ষুব্ধ "উন্মাদের" ফোনকল নিতে পারি না।'

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট আরও দাবি করেন, গ্রিনের নিজের নির্বাচনী এলাকার ভোটাররাও 'তাঁর কাণ্ডকারখানায় বিরক্ত' এবং 'সঠিক প্রার্থী দাঁড়ালে' তিনি তাঁকে সমর্থন দেবেন।

প্রয়াত অর্থদাতা ও সাজাপ্রাপ্ত পেডোফাইল (শিশু যৌন নিপীড়ক) এপস্টেইন সম্পর্কিত মার্কিন বিচার বিভাগের নথি পরিচালনা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকান শিবিরে সমালোচনায় জেরবার ট্রাম্প। তাঁর সঙ্গে এপস্টেইনের বহু বছরের বন্ধুত্ব ছিল।

ট্রাম্প যদিও দাবি করেন, এপস্টেইনের প্রথমবার গ্রেপ্তার হওয়ার দুই বছর আগে ২০০০-এর দশকের গোড়ার দিকে তাঁদের সম্পর্কের অবসান ঘটে।

গ্রিন সেই চার হাউস রিপাবলিকানের একজন (অন্যরা হলেন ন্যান্সি মেস, লরেন বোবার্ট ও টমাস ম্যাসি), যারা এপস্টেইন ফাইল প্রকাশের দাবিতে ডেমোক্র্যাটদের সঙ্গে যৌথভাবে একটি ডিসচার্জ পিটিশনে স্বাক্ষর করেছেন।

কাজী সাখাওয়াত হোসেন আজম ফোবানার এক্টিং চেয়ারম্যান

পরিচয় ডেস্ক: ফেডারেশন অব বাংলাদেশি এসোসিয়েশন ইন নর্থ আমেরিকা-ফোবানার এক্টিং চেয়ারম্যান এর দায়িত্ব পেয়েছেন সংঠনের সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান কাজী সাখাওয়াত হোসেন আজম। চেয়ারম্যান গিয়াস আহমেদ জরুরি কাজে বাংলাদেশ গমন করায় কাজী সাখাওয়াত হোসেন আজমকে এ দায়িত্ব দেয়া হয়। গিয়াস আহমেদ যুক্তরাষ্ট্র না ফেরা পর্যন্ত কাজী সাখাওয়াত হোসেন আজম এ দায়িত্ব পালন করবেন।

উল্লেখ্য চিটাগাং এসোসয়েশান অফ নর্থ আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট কাজী সাখাওয়াত হোসেন আজম ইতোপুর্বে ফোবনারও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি গত কমিটির এক্সিকিউটিভ জেনারেল সেক্রেটারি এবং নিউ ইয়র্কের নায়াগ্রায় অনুষ্ঠিত ৩৯তম ফোবানা কনভেনশনশনের কনভেনর এর দায়িত্ব পালন করেন। - ফিরোজ আহমেদ, এক্সিকিউটিভ জেনারেল সেক্রেটারি , ফোবানা প্রেরিত প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে।

বাংলাদেশ সোসাইটির গঠনতন্ত্র সংশোধনী কমিটি গঠিত, ২৮ ডিসেম্বরে সাধারণ সভা

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশ সোসাইটির কার্যকরী কমিটির নিয়মিত মাসিক সভা গত ৯ নভেম্বর, রোববার বিকেল বাংলাদেশ সোসাইটির নিজস্ব কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বাংলাদেশ সোসাইটির গঠনতন্ত্র সংশোধনী কমিটি গঠিত, ২৮ ডিসেম্বরে সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম। সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলীর পরিচালনায় সভায় অন্যান্যরে মধ্য উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র সহ সভাপতি- মহিউদ্দিন দেওয়ান, সহ সভাপতি- কামরুজ্জামান কামরুল, কোষাধ্যক্ষ- মফিজুল ইসলাম ভুইয়া (রুমি), সাংগঠনিক সম্পাদক- ডিউক খান, সাংস্কৃতিক সম্পাদক- অনিক রাজ, জনসংযোগ ও প্রচার সম্পাদক- রিজু মোহাম্মদ, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক- জামিল আনসারী, সাহিত্য সম্পাদক- মোহাম্মদ আখতার বাবুল, স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক- মোহাম্মদ হাসান (জিলানী), কার্যকরি সদস্য- হারুনও রশিদ (চেয়ারম্যান), জাহাঙ্গীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মোহাম্মদ সিদ্দিক পাটোয়ারী, আবুল কাশেম চৌধুরী, মুনসুর আহমদ ও হাছান খান।

সভায় অন্যান্য সিদ্ধান্তের মধ্যে সংগঠনের গঠনতন্ত্রকে আরও আধুনিক, বাস্তবসম্মত এবং প্রজন্ম-উপযোগী রূপে রূপান্তর করার লক্ষ্যে গঠনতন্ত্র সংশোধন করার লক্ষ্যে ৭ সদস্য বিশিষ্ট গঠনতন্ত্র সংশোধনী কমিটি উপস্থিত সকলের মতামতের ভিত্তিতে সর্বসম্মতিক্রমে গঠন করা হয়। কমিটির সদস্যরা হলেন সোসাইটির সাবেক কর্মকর্তা মোহাম্মদ হোসেন খান, মঞ্জুর আহমদ চৌধুরী, মোঃ তাজুল ইসলাম, সিরাজ উদ্দিন আহমদ (সোহাগ), এম আর খান সেলিম, সোসাইটির সিনিয়র সহ-সভাপতি মো: মহিউদ্দিন দেওয়ান ও প্রচার সম্পাদক রিজু মোহাম্মদ। এছাড়াও এই কমিটিকে যে কোন প্রয়োজনে সব সময় সহযোগিতা করবেন সোসাইটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ কার্যকরী পরিষদের সদস্যবৃন্দ। গঠিত কমিটি ও সোসাইটির পক্ষ থেকে আজীবন ও সাধারণ সদস্যের কাছে আহবান জানানো হচ্ছে, চাইলে গঠনতন্ত্র সম্পর্কিত আপনাদের মতামত, প্রস্তাব ও পরামর্শ আগামী ৩০ নভেম্বরের মধ্যে লিখিতভাবে গঠিত সংশোধনী কমিটির নিকট অথবা বাংলাদেশ সোসাইটির কার্যকরী পরিষদের যে কোনো কর্মকর্তার নিকট জমা দিতে পারবেন।

প্রবাসীরা চাইলে সংগঠনের ই-মেইল ((info@bangladeshsocietyinc.com) ঠিকানায়ও লিখিত মতামত ও পরামর্শ পাঠাতে পারেন। কমিটি শুধুমাত্র ৩০ নভেম্বরের মধ্যে প্রাপ্ত লিখিত প্রস্তাবসমূহ বিবেচনা করবে এবং সেগুলোর আলোকে সংশোধনের খসড়া সাধারণ সভায় উপস্থাপন করা হবে। সাধারণ সভার দিন কোনো মৌখিক বা লিখিত নতুন প্রস্তাব গ্রহণ করা হবে না। আগামী ২৮ ডিসেম্বর উডসাইডের গুলশান টেরেসে বাংলাদেশ সোসাইটি নিউ ইয়র্ক এর সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে ।

এদিকে যে সকল প্রবাসী সদস্যবৃন্দ ডিসেম্বরের সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী, অথচ এখনও আজীবন সদস্য হননি অথবা ২০২৫ সালের জানুয়ারি মাস থেকে এখন পর্যন্ত সাধারণ সদস্যপদ নবায়ন করেননি, তাদেরকে আসন্ন ৩০ নভেম্বরের মধ্যে আজীবন বা সাধারণ সদস্যপদ গ্রহণ করার জন্য বিনীত অনুরোধ জানানো যাচ্ছে। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি

চিটাগং ইউনিভার্সিটি এলামনাই ফেডারেশন অব ইউএস'র নতুন কমিটি; প্রেসিডেন্ট রায়হানুল ইসলাম চৌধুরী, সেক্রেটারি সাইফুর রহমান চৌধুরী টিপু

পরিচয় ডেস্ক: সম্প্রতি চিটাগং ইউনিভার্সিটি এলামিনাই ফেডারেশন অব ইউএসএ'র নতুন কার্যকরী কমিটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২০২৬-২০২৭ মেয়াদে দুই বছরের জন্য কাজ করবেন ১৯ সদস্যবিশিষ্ট এ কমিটি। নতুন কমিটির প্রেসিডেন্ট ও জেনারেল সেক্রেটারি নির্বাচিত হয়েছেন রায়হানুল ইসলাম চৌধুরী ও মোহাম্মদ সাইফুর রহমান চৌধুরী টিপু।

নির্বাচিত অন্যরা হলেন: সৈয়দ মঈন (ভাইস প্রেসিডেন্ট), মো. মাওলা দিলু (ভাইস প্রেসিডেন্ট), জামশেদ হোসেন

(ভাইস প্রেসিডেন্ট), প্রতাপ চন্দ্র শীল (জয়েন্ট সেক্রেটারি), লুৎফুন ভুঁইয়া হেনা (জয়েন্ট সেক্রেটারি), ইকরামুল বাকী (ট্রেজারার), মোহাম্মদ হুদা (অর্গানাইজিং সেক্রেটারি), এহসান জুয়েল (প্রেস, মিডিয়া এন্ড পাবলিকেশন সেক্রেটারি), মোহাম্মদ কামাল (এডুকেশন ও কালচারাল সেক্রেটারি) ও আমানা রশিদ (সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সেক্রেটারি), কার্যনির্বাহী সদস্য চুন্নু জামান, সারোয়ার কামাল, আবদুল ওয়াহেদ মাহফুজ, মোস্তফা আমিন খোকন, সাবের চৌধুরী, মোহাম্মদ সারোয়ার হোসেন ফরিদ ও আহমেদ শহীদ।

৩ সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন কমিশন আনুষ্ঠানিকভাবে নতুন কর্মকর্তাদের নাম ঘোষণা করেন। গত আগস্টে চিটাগং ইউনিভার্সিটি এলামনাই ফেডারেশন অব ইউএসএ'র বিভিন্ন ষ্টেট শাখার অ্যালামনাই এসোসিয়েশনগুলোর অংশগ্রহণে বোস্টনে অনুষ্ঠিত সংগঠনের ২য় কনভেনশনের মধ্য দিয়ে নতুন কমিটি গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়।

নতুন নির্বাচিত কমিটি জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন ষ্টেটে চিটাগং ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাইদের মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয় ও ফেডারেশনভূক্ত হবার পাশাপাশি সংগঠনের কার্যক্রমকে গতিশীল করতে কাজ করবে নির্বাচিত এ কমিটি। নূতন নূতন কর্মসূচি গ্রহন এবং উচ্চশিক্ষা গ্রহণে বাংলাদেশী শিক্ষার্থীদের সহায়তা বাড়াতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহন ছাড়া কমিটি দ্রুত বাৎসরিক পরিকল্পনা, কর্মসূচি ঘোষণা ও বাস্তবায়নের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে। এ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল অ্যালামনাইদের সহযোগিতা চেয়েছেন তারা।

উল্লেখ্য, যুক্তরাস্ট্রে বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে বসাবাসরত চিটাগং ইউনিভার্সিটির সাবেক শিক্ষার্থীদের নিয়ে ২০১৭ সাল থেকে কাজ করে আসছে চিটাগং ইউনিভার্সিটি এলামনাই ফেডারেশন অব ইউএসএ। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

বাংলাদেশি-আমেরিকান রিপাবলিকান ইয়ুথ অ্যালায়েন্সের আহবায়ক কমিটি

নিউইয়র্ক: যুক্তরাষ্ট্রের মূলধারার রাজনীতিতে বাংলাদেশি তরুণদের সক্রিয় সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশি-আমেরিকান রিপাবলিকান ইয়ুথ অ্যালায়েন্সের আহবায়ক কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। গত ৮ নভেম্বর শনিবার জ্যামাইকার মেজ্জান পার্টি হলে এই কমিটি গঠন করা হয়। ঘোষিত আহ্বায়ক কমিটিতে অধ্যাপক রেজাউল করিমকে আহ্বায়ক এবং সুব্রত তালুকদারকে সদস্য সচিব করা হয়েছে। আগামী ৪৫ দিনের মধ্যে সংগঠনটির পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলেও জানা গেছে।

সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়- আমেরিকার রিপাবলিকান পার্টির রাজনীতিতে বাংলাদেশি ও বাংলা ভাষাভাষী তরুণদের নেতৃত্ব সৃষ্টি করা এবং তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে ভূমিকা রাখাই এই সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রিপাবলিকান নেতা প্রিয়তোষ দে, ফোবানার চেয়ারম্যান জাকারিয়া চৌধুরী, শাহ শহিদুল হক, ঝিলাম চৌধুরী, বাপ্পি সোম, বিপ্লব পাল, রাশেদ আহমেদ, বাবুল শীল, বিপ্রেশ রায় প্রমুখ।

সাংস্কৃতিক পর্বে গান পরিবেশন করেন বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী মরিয়ম মারিয়া, বাপ্পি সোম এবং স্বপ্নীল তালুকদার।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে আহবায়ক অধ্যাপক রেজাউল করিম ও সদস্য সচিব সুব্রত তালুকদার উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

যুক্তরাষ্ট্রে শত শত অভিবাসীকে

৫০ পৃষ্ঠার পর

দিয়েছেন। গত ১৪ নভেম্বর বৃহস্পতিবার দ্য গার্ডিয়ান এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে। ডিস্ট্রিক্ট জজ জেফরি কামিংস গত ১৩ নভেম্বর বুধবার তাঁর আদেশে বলেছেন, যেসব অভিবাসী নিরাপত্তার জন্য হুমকি নন, তাঁদের অভিবাসন মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত জামিনে মুক্তি দেওয়া যাবে।

GOLDEN AGE HOME CARE
GOLDEN AGE
HOME CARE
আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE
সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান
PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে,
আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল
করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো
Please Contact
Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.
Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com
JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115
BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834
HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115
BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115
Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com
Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903

পরিচয়
PARICHOY
PUBLISHED FROM NEW YORK
Issue 1655, Saturday, November 15, 2025

১ জানুয়ারি নিউ ইয়র্ক সফরে আসলে নেতানিয়াহুকে কি গ্রেপ্তার করবেন মামদানি?

আগামী ১ জানুয়ারি নিউ ইয়র্ক সিটির বিদায়ী মেয়র এরিক এডামস ও নিউ ইয়র্ক সিটি কাউন্সলের সদস্য ও রিপাবলিকান নেত্রী ইন্না ভার্নিকভের আমন্ত্রণে নিউ ইয়র্কে আসতে পারেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। ঘটনাচক্রে ওই দিনই নিউ ইয়র্ক সিটির মেয়র পদে শপথ নেবেন জোহরান মামদানি। পুরনো কথা রেখে কি সেদিনই তাহলে নেতানিয়াহুকে গ্রেপ্তার করবেন মামদানি? এই প্রশ্নটিই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে বিভিন্ন মহলে।

আসলে মাস দুয়েক আগে নির্বাচনী প্রচারে মামদানি এক প্রকার হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রীকে। বলেছিলেন, "আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছে। আমি সেটিকে সম্মান করতে চাই। যদি আমি নিউ ইয়র্কের মেয়র নির্বাচিত হই এবং তখন যদি ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী শহরে পা রাখেন, তাহলে তৎক্ষণাৎ তাঁকে গ্রেপ্তারির নির্দেশ দেব।" উল্লেখ্য, গাজায় গণহত্যার জন্য গত বছর নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে আন্তর্জাতিক *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

এইচ-১বি ভিসা ও গ্রিন কার্ডের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের ৩ নতুন শর্ত

পরিচয় ডেস্ক: ট্রাম্প প্রশাসনের অধীনে যুক্তরাষ্ট্রের এইচ-১বি ভিসা কার্যক্রম চালিয়ে যাবে বলে ঘোষণা দিয়েছেন মার্কিন ডিপার্টমেন্ট অফ হোমল্যান্ড সিকিউরিটি (ডিএইচএস) সেক্রেটারি ক্রিস্টি নোম। মার্কিন সংবাদমাধ্যম ফক্স নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি দাবি করেন, যুক্তরাষ্ট্রে ভিসা ও গ্রিন কার্ডের প্রক্রিয়া আগের তুলনায় দ্রুততর ও নিরাপদ করা হয়েছে। নোম আরো বলেন, আগের তুলনায় বেশি মানুষ এখন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব পাচ্ছে। তবে তিনি জোর দিয়ে উল্লেখ করেন, এইচ-১বি ভিসাধারীদের কিছু নির্দিষ্ট মানদণ্ড পূরণ করতে হবে, যা যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশকারী প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনটি শর্তের কথা উল্লেখ করে নোয়েম বলেন, অ্যামেরিকায় আসা ব্যক্তিদের অবশ্যই প্রমাণ করতে হবে যে:
১. ভিসাধারীরা সন্ত্রাসী সংগঠনের সমর্থক নন, ২. 'সঠিক কারণ বা উদ্দেশ্যে' নিয়ে তারা অ্যামেরিকায় প্রবেশ করছেন *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

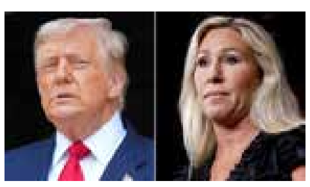

ট্রাম্পের রোষানলে এবার দীর্ঘদিনের মিত্র মারজোরি টেলর গ্রিন

পরিচয় ডেস্ক: রিপাবলিকান কংগ্রেসওম্যান (প্রতিনিধি পরিষদের সদস্য) মারজোরি টেলর গ্রিনের ওপর থেকে সব ধরনের সমর্থন তুলে নিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। দীর্ঘদিন ধরে ট্রাম্পের *বাকি অংশ ৪৭ পৃষ্ঠায়*

সরকার শাটডাউন অবসানের বিলে ট্রাম্পের স্বাক্ষর, ৪৩ দিন পর শেষ হল অচলাবস্থা

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দেশটির ইতিহাসে দীর্ঘতম সরকারি শাটডাউন বা অচলাবস্থা শেষ করতে একটি বিলে স্বাক্ষর করেছেন। এর আগে, মার্কিন কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভস বা প্রতিনিধি পরিষদ খাদ্য সহায়তা কর্মসূচি পুনরায় চালু করা, কয়েক লক্ষ ফেডারেল কর্মচারীর বেতন প্রদান এবং ক্ষতিগ্রস্ত বিমান চলাচল নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পুনরুদ্ধারে সরকারি ব্যয় নির্বাহে জরুরি এক বিলে সম্মতি দেয়।

রিপাবলিকান পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠ হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভস ২২২-২০৯ ভোটে বিলটি পাস করে। ট্রাম্পের সমর্থনেই মূলত তাঁর দল ঐক্যবদ্ধ ছিল। তবে নিম্নকক্ষের ডেমোক্র্যাট সদস্যরা তীব্র বিরোধিতা করেন। তারা ক্ষুব্ধ *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

'যুক্তরাষ্ট্রের যথেষ্ট মেধাবী জনবল নেই', এইচ-১বি ভিসা ইস্যুতে অবস্থান বদলালেন ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: এইচ-১বি ভিসা ইস্যুতে ট্রাম্পের এই অপ্রত্যাশিত অবস্থানের পরিবর্তন ঘটে ফক্স নিউজের ইনগ্রাহামের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময়। সেখানে তিনি দক্ষ অভিবাসী কর্মীদের গুরুত্বের পক্ষে যুক্তি দেন।
প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মঙ্গলবার এইচ-১বি ভিসা প্রকল্পের পক্ষে অবস্থান নিয়ে বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে মেধাবী জনবল আনার প্রয়োজন রয়েছে। এইচ-১বি ভিসা ইস্যুতে ট্রাম্পের এই অপ্রত্যাশিত অবস্থানের পরিবর্তন ঘটে ফক্স নিউজের ইনগ্রাহামের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময়। সেখানে তিনি দক্ষ অভিবাসী কর্মীদের গুরুত্বের পক্ষে যুক্তি দেন।
ট্রাম্প বলেন, ব্যাপক প্রশিক্ষণ ছাড়াই উৎপাদন ও *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

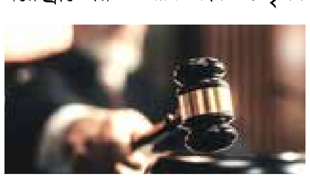

যুক্তরাষ্ট্রে শত শত অভিবাসীকে জামিনে মুক্তির নির্দেশ আদালতের

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের এক ফেডারেল বিচারক শিকাগোতে ট্রাম্প প্রশাসনের অভিবাসন অভিযানে আটক শত শত অনিবন্ধিত অভিবাসীকে জামিনে মুক্তির নির্দেশ *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

সমলিঙ্গ বিবাহ বৈধ করার রায় বাতিলের আবেদন খারিজ যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্টের

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট দেশজুড়ে সমলিঙ্গ বিবাহ বৈধ করার রায় বাতিলের একটি আহ্বান নাকচ করে দিয়েছেন। বার্তা সংস্থা এপির *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রের মেডিকেয়ার প্রতারণার নায়িকা শারমিন

নজরুল ইসলাম মিন্টু: পাহাড়ি গিরিপথ আর কমলালেবু খেতের মাঝখানে আলাবামার এক শহরে সূর্য *বাকি অংশ ২৯ পৃষ্ঠায়*

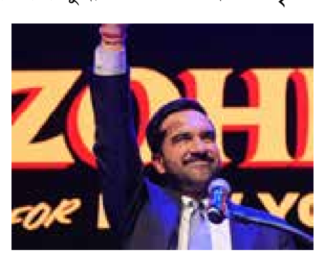

মামদানির মার্কিন নাগরিকত্ব কেড়ে নিতে চায় রিপাবলিকানরা, এটা কি আদৌ সম্ভব?

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্কের প্রথম মুসলিম ও দক্ষিণ এশীয় বংশোদ্ভূত মেয়র নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে জোহরান মামদানিকে ঘিরে রাজনৈতিক *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*